ওয়েস্টার্ন

অস্থির সীমান্ত
উত্তপ্ত জনপদ

শওকত হোসেন



ওয়েস্টার্ন

অস্থির সীমান্ত
উত্তপ্ত জনপদ

[দুটি বই একত্রে]

শওকত হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

অস্থির সীমান্ত

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৭

এক

পরিশ্রান্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল এক নিঃসঙ্গ কাউহ্যান্ড, চ্যাপসে বাড়ি মেরে ধুলো ঝাড়ল টুপি থেকে। এক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে কর্মব্যস্ত রাস্তার এ-মাথা ও-মাথায় চোখ বোলাল। বাকবোর্ড স্যাডলহর্স লোকজনে গিজগিজ করছে চারদিক। সকাল দশটা বেজেছে বেশিক্ষণ হয়নি; কিন্তু দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই ডজ সিটির এই হাল। প্রায় তিরিশ হাজার গরুর এক বিশাল পাল শহরের উপকণ্ঠে বিক্রির অপেক্ষায় রয়েছে; আরও আসছে।

ব্যাটউইং দরজা ঠেলে রেস্তরাঁয় ঢুকল নবাগত কাউহ্যান্ড, সোজা বারের দিকে এগোল। 'রাই,' বারটেন্ডারের উদ্দেশে কথাটা বলে চট করে চারদিকে নজর বোলাল একবার।

রেস্তরাঁ বলতে গেলে ফাঁকা, বারে মাত্র দুজন লোক: দশাসই চেহারার এক গরু-ক্রেতা আর একজন মাতাল ড্রামার—ক্রমাগত মদ গিলছে।

ছড়ানো ছিটানো টেবিলগুলোয় তাস খেলায় মগ্ন কয়েকজন। ওর কণ্ঠস্বরের আওতার মধ্যেই আছে সবাই।

'শুনলে বিশ্বাস করবে না,' বলল কাউহ্যান্ড, 'টেক্সাসের সব রেঞ্জ কাঁটাতারের বেড়ায় ঘিরে ফেলছে র‍্যাঞ্চাররা।'

'অসম্ভব,' গরু-ক্রেতার কণ্ঠে অবিশ্বাস। 'এতদিন যেমন ছিল, সেভাবেই থাকা উচিত ওগুলো। তাছাড়া, ব্যাপারটা সহজে মেনে নেবে না কেউ।'

'মানুক না মানুক,' বলল নবাগত কাউহ্যান্ড, 'কাজ চলছে পুরোদমে।' আরও একবার কামরার চারপাশে চোখ বোলাল সে, তারপর নিচু গলায় জানতে চাইল, 'তোমরা কেউ শ্যাননকে দেখেছ?'

হঠাৎ নীরবতা নামল রেস্তরাঁয়। অস্বস্তির সঙ্গে বারটেন্ডারের দিকে চাইল গরু-ক্রেতা; বারটেন্ডার এদিকে বার পরিষ্কারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নিঃশব্দে কেটে গেল অনেকগুলো মুহূর্ত।

সবচেয়ে কাছের টেবিলে তাস খেলছিল এক গরু-ক্রেতা, হাতের তাসে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে গুছিয়ে ওগুলো টেবিলের ওপর রাখল। 'না, সম্ভাবনাও নেই…তোমার বেলায়ও একই কথা। শ্যানন একা থাকতে ভালবাসে, ওকে না ঘাঁটানোই উচিত।'

'আমাকে ওর খোঁজেই পাঠানো হয়েছে,' নাছোড়বান্দার মত আবার বলল কাউহ্যান্ড। 'দেখা না পেলে নড়ছি না।'

একটা লোক ওর পাশে এসে দাঁড়াল। বয়সে তরুণ, বিশালদেহী লোকটাকে দেখে মন খারাপ হয়ে গেল ওর। টেক্সাসের আরও অনেকের মত একে আগেও দেখেছে ও। ওয়েস হারডিন। সাটন টেইলর ফিউডে অংশ নিয়েছে, টেক্সাসে এই

নাম তখন আতঙ্কের সৃষ্টি করত। বন্দুক আর বন্দুকবাজির আলোচনায় বিল হিকক, সাডেন, রয়্যাল বার্নস আর ইউস্টনদের সঙ্গে এর নামও উচ্চারণ করে লোকে।

'শ্যাননকে কেন খুঁজছ?' জিজ্ঞেস করল হারডিন।

'লাইভ ওক কান্ট্রিতে লড়াইয়ের আলামত দেখা যাচ্ছে,' বলল কাউহ্যান্ড, 'ভয়ঙ্কর একটা যুদ্ধ বাধল বলে!'

'তাহলে শ্যাননের খোঁজ বাদ দাও,' পরামর্শ দিল গরু-ক্রেতা। 'স্বাধীনভাবে চলাই ওর পছন্দ। কারও জন্যে ভাড়া খাটে না। রেঞ্জ-ওঅরের জন্যে লোক ভাড়া করতে চাইলে বরং অন্য কারও খোঁজ করো।'

'সেজন্যে অবশ্য বেশি দূরে যেতে হবে না,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল বারটেন্ডার। 'পঞ্চাশ-ষাটজন গানহ্যান্ড এখানেই পাবে।'

'ব্যাপারটা তা নয়,' জবাব দিল কাউহ্যান্ড। 'আমার বস্ শ্যাননের পুরোনো বন্ধু।'

'আমি শুনেছি শ্যানন নাকি কিং ফিশারের দলে যোগ দিয়েছে,' টেবিল থেকে বলে বসল এক জুয়াড়ী।

'বিশ্বাস করি না!' বলল গরু-ক্রেতা। 'ওসব খারাপ কাজে শ্যাননকে পাবে না। নিজেকে নিয়েই মেতে থাকে। আমি অবশ্য শুনেছি, অ্যাডোবে ওঅলসের ওদিকে বিলি ডিকসন আর ব্যাট ম্যাস্টারসনের সঙ্গে মোষ শিকার করে বেড়াচ্ছে ও।'

বার মোছা বাদ দিয়ে কাউহ্যান্ডের গ্লাসে মদ ঢেলে দিল বারটেন্ডার। 'শ্যাননের পুরোনো বন্ধু তোমাকে পাঠিয়েছে বললে না? কি নাম তার? আমাদের বলে যাও। এখানকারই কেউ একজন হয়তো ছড়িয়ে দেবে খবরটা···শ্যাননকে পাওয়ার এছাড়া আর কোন রাস্তা নেই।'

'ভ্যান ডেভিস,' গ্লাসে চুমুক দিল কাউহ্যান্ড, 'ভ্যান ডেভিস বিপদে পড়েছে, এটুকু বললেই হবে। বন্ধুদের সাহায্য করতে শ্যানন কখনও পিছ পা হয় না।'

'লোকে তাই বলে,' মন্তব্য করল গরু-ক্রেতা। 'ভ্যান ডেভিসের কথা আমি জানি।'

'আরে,' জবাব দিল হারডিন, 'ওই ঘটনার কথা কে না জানে! ওয়েবারদের তিন ভাইয়ের সঙ্গে একা লড়াই করছিল শ্যানন, তিনজনই মারা পড়ল ওর হাতে। তারপর ওদের আউটফিটের লোকেরা ধাওয়া করল শ্যাননকে···সংঘর্ষে মারাত্মকভাবে আহত হলো ও···ভ্যান ডেভিসই তখন আশ্রয় দিয়েছিল ওকে। ফাঁসিতে ঝোলাবার জন্যে শ্যাননকে ছিনিয়ে নেবে বলে দলবেঁধে পরে আবার ডেভিসের ওপর হামলা চালাল ওরা।

'বিকট চেহারার একটা স্পেনসার ফিফটি সিক্স দেখিয়ে ওদের দূর হয়ে যেতে বলল ডেভিস। প্রাণের মায়া কার না আছে, বলো, ঝামেলা এড়াতে কেটে পড়ল সবাই। ডেভিসের মত লোকের কথা ভোলা যায় না। শ্যাননকে সে চিনত না; অথচ, আধমরা অবস্থায় ও যখন তার সামনে হাজির হলো, আশ্রয় দিতে দ্বিধা করেনি–নিজের বিপদ হতে পারে, জানা সত্ত্বেও।'

'শুনলাম, রয়্যাল বার্নস নাকি শ্যাননকে খুঁজে বেড়াচ্ছে,' মন্তব্য করল জুয়াড়ীদের একজন, 'জানো নিশ্চয়ই, ওয়েবারদের সৎভাই না কি যেন হয় সে।'

'ব্যাপারটা কেমন জমবে, ভাবো দেখি! রয়্যাল বার্নস আর শ্যানন–মুখোমুখি দাঁড়াবে পশ্চিমের সেরা দুই গানফাইটার!'

'দুজনের মধ্যে তফাৎ আছে,' বলল গরু-ক্রেতা, 'বার্নস সবসময় নিজেকে জাহির করে বেড়ায়, কিন্তু শ্যানন একদম অন্যরকম। নাম কেনার ইচ্ছে কোনদিন ছিল না ওর, পরপর কয়েকটা গানফাইটে জিতে আপনাআপনি বিখ্যাত হয়ে গেছে।'

'লোকটা দেখতে কেমন?' জানতে চাইল একজন, 'কখনও সামনাসামনি দেখিনি।'

'নানা জনের নানা মত,' আবার কথা বলল গরু-ক্রেতা, 'কম পক্ষে দু'ডজন বর্ণনা শুনেছি আমি, একটার সঙ্গে আরেকটা মেলে না। লড়াই শুরু না হওয়া পর্যন্ত ওর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না, কিন্তু লড়াই শেষ হলেই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। পরে সবাই বুঝতে পারে লোকটা শ্যানন ছিল।

'তবে একটা ব্যাপারে প্রত্যেকেই একমত: লম্বা চওড়া মানুষ শ্যানন, অন্যের ব্যাপারে সাধারণত নাক গলায় না, চাপা স্বভাবের। শুনেছি, র‍্যাঞ্চের কাজে ওর জুড়ি নেই–বুনো ঘোড়া পোষ মানানো কি ল্যাসো ছোঁড়া, সবকিছুতেই ওস্তাদ।

'একসময় ফ্রেইটিংয়ের ব্যবসা করত; কিছুদিন স্টেজলাইনে শটগান গার্ডের কাজও করেছে। শোনা যায়, যুদ্ধে ইউনিয়নের ডেসপ্যাচ-রাইডার ছিল সে। ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় সেনাবাহিনীর পক্ষে স্কাউটিং করেছে। আইরিশ রক্ত বইছে ওর শরীরে।'

'লাইভ ওক কান্ট্রিতে আইরিশদের একটা কলোনিই আছে,' মন্তব্য করল জুয়াড়ী, 'বোধ হয় চল্লিশের দিকে এসেছিল ওরা।'

'ফ্রেঞ্চ, জার্মান আর সুইসরাও থাকে ওখানে,' বলল হারডিন। 'স্যান অ্যান্টন আর নিউ ব্রফেলস-এ বসতি করেছে।'

'এখানে খাবার কোথায় পাব, বলতে পারো?' জানতে চাইল কাউহ্যান্ড।

'কাছে পিঠে অনেক ক'টা রেস্তরাঁ; তবে, গরুর মাংস আর ডিমে যদি চলে, এখানেই একটা টেবিল নিয়ে বসে যাও, ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বসের জন্যে এমনিতেই নাশতা বানানো হচ্ছে,' বলে চলল বারটেন্ডার, 'একটু বেশি বানাতে বলে দেব, ব্যস।'

একটা টেবিল বেছে নিয়ে বসে পড়ল কাউহ্যান্ড। এক কাপ কফি হাতে এগিয়ে এল বারটেন্ডার। 'খবর দেয়া-নেয়ার জন্যে এ রেস্তরাঁর তুলনা হয় না,' নিচু কণ্ঠে বলল সে। 'আমি হলে, খেয়েদেয়ে আগে বসের সাথে আলাপ করতাম, তারপর কানখাড়া করে বসে থাকতাম এখানে। তোমার খবর রটিয়ে দিতে কোন অসুবিধে হত না।'

থামল না বারটেন্ডার। 'এখানে অবশ্য শ্যাননকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে, ভ্যান ডেভিস বিপদে পড়েছে শুনলে ঠিকই জায়গামত গিয়ে হাজির হবে ও। আমার তো মনে হয় নিশ্চিন্তে বাড়ির দিকে রওনা হতে পারবে তুমি।'

'ধন্যবাদ,' কফিতে চুমুক দিয়ে চারদিকে চোখ বোলাল কাউহ্যান্ড। আস্তে আস্তে রেস্তরাঁর লোকসংখ্যা বেড়ে উঠেছে, তাদের উচ্চকণ্ঠের কথোপকথনে গমগম করছে কামরা। কথাবার্তার টুকরো অংশ কানে আসছে। গবাদি পশুর ব্যবসা, মানুষজন, ট্রেইল-ড্রাইভ, ঘাস-পানির অবস্থা, দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত উর্ধ্বগতি, নানান ব্যাপারে আলোচনা করছে ওরা। পরিচিত পরিবেশ, পশ্চিমের যেখানে যাও, ব্যতিক্রম নেই।

কয়েকজনকে চেনা চেনা লাগছে কাউহ্যান্ডের, হয়তো টেক্সাসে দেখেছে; কিংবা অ্যাবিলিন, নিউটন বা এলসওঅর্থে গরু নিয়ে যাবার সময় পথে দেখা হয়েছে। এদের হাবভাব ওর জানা। চেহারা কিংবা গড়নে হয়তো মিল নেই; কিন্তু চরিত্রের ব্যাপারে সবাই একরকম: বিপদের মাঝে বসবাসকারী রুক্ষ-কঠিন একদল মানুষ–টেক্সাস থেকে হাজার মাইল বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে গরুর পাল নিয়ে এসেছে এখানে।

আলোচনায় শ্যাননের প্রসঙ্গও আছে। রহস্যময় মানুষটা ওদের যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে। কিন্তু ভ্যান ডেভিস আর গরু-ক্রেতার কথা ঠিক হলে, রহস্য বা খ্যাতি কোনটাই চায় না শ্যানন, কাজ করতে ভালবাসে।

শ্যানন নাকি, বলল একজন, হিকক কিংবা হারডিনের চেয়েও ক্ষিপ্র, বেন টম্পসনের চেয়েও সাহসী। মিসৌরিতে একবার দুজন লোক কোণঠাসা করে ফেলেছিল ওকে, বলল আরেকজন, পিস্তল বের করার আগেই শ্যাননের গুলিতে ম্যরা গেছে ওরা।

এসব গল্পের বেশিরভাগই অতিরঞ্জিত, বুঝতে বেগ পেতে হয় না। অন্য কোন গান ফাইটারের ঘটনাই হয়তো শ্যাননের নামে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে।

'ওই কাঁটাতারের বেড়া,' বলল অন্য একজন, 'টেক্সাসে টিকবে না। যেমন ছিল, চিরদিন তেমনি খোলামেলা থাকবে টেক্সাস। ওখানকার তৃণভূমিতে এককালে মোষ চরত, এখন গরু চরে বেড়ায়–জায়গাটা খোদা ওদের জন্যেই বানিয়েছেন। ওখানে বেড়া দেয়ার অধিকার কারও নেই।'

'কি জানি,' সন্দিহান কণ্ঠে বলল আরেকজন। 'নিজের গরু আর মাঠ দশজন থেকে আলাদা রাখতে সবাই চায়। কিন্তু একথাও ঠিক বেড়া তুলে এক জায়গায় গরু আটকে রাখতে গেলে দুদিনেই ওরা সব ঘাস সাবাড় করে দেবে। এককালে মোষ চরত ওখানে, কখনও পর পর দুদিন এক জায়গায় থাকত না; ঘাস খেতে খেতে ক্রমে উত্তর থেকে দক্ষিণে এগিয়ে যেত। রেঞ্জে যারা বেড়া দিতে চাইছে, তাদের মনের ভাব বুঝি, তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি এর বিপক্ষে।'

'রেঞ্জে ওঅরের ব্যাপারটা কি?'

'আরে, সে তো সবার জানা! ইউস্টনরা তো বটেই, ওদের মত আরও ডজন খানেক গানম্যান যোগ দিয়েছে বিরোধে। ওদের ঠেকাবে, সাধ্য কার?'

'রেঞ্জাররা কি করছে?'

'কিওয়া, কোমাঞ্চি আর সীমান্তের ওপারের আউট-লদের উৎপাত সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছে। তাছাড়া, দু'পক্ষেই ওদের কারও না কারও বন্ধু আছে।'

'কৃষকদের কথা ভুলে যাচ্ছ তোমরা। পুব থেকে এখানে যারা বসতি করতে

আসছে, গরু-মোষের কিছুই জানে না, জানতে চায়ও না। চাষাবাদের জমি বেড়া দিয়ে ঘিরবেই ওরা, গরু-বাছুরের উৎপাত বন্ধ করার জন্যে প্রয়োজন হলে লড়াই করবে। সীমাহীন চারণভূমির দিন বোধ হয় ফুরিয়ে এল!'

'ট্রেইল ড্রাইভে গেছ কোনদিন!' বিদ্রূপ ঝরল একজন কাউহ্যান্ডের কণ্ঠে। 'দেশটা গরু-মোষের, চাষাবাদ এখানে চলবে না, ওখানকার মাটিতে লাঙ্গল চালালে, গরুর খুরের ঘায়ে হাওয়ায় উড়ে সোজা মেক্সিকোয় চলে যাবে সব মাটি।'

খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ভরা গাল চুলকাল কাউহ্যান্ড। হাতে সময় থাকলে দাড়ি কামিয়ে, গোসলের পর খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে ধীরেসুস্থে টেক্সাসের দিকে রওনা দেয়া যেত।

অবশ্য কয়েকবছর আগের মত এবার একা যেতে হবে না, পথে অসংখ্য ট্রেইল-হার্ডের দেখা মিলবে। ওদের চাক ওয়্যাগনে খাবার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

চওড়া কাঁধঅলা বিশাল শরীরের এক লোক এসে গলায় রুমাল গুঁজতে গুঁজতে ওর সামনের চেয়ারে বসে পড়ল, মাথার চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে তার। 'তুমিই তো টেক্সাস থেকে এসেছ? আমি জন কার্টার,' নিজের বুকে টোকা দিল সে। 'এই রেস্তরাঁর মালিক।' তারপর আবার বলল, 'ফ্রেডরিকসবার্গের লোক।'

'ফ্র্যাঙ্ক শ্যাননকে খুঁজছি আমি,' বলল কাউহ্যান্ড।

'ভাল লোক। তুমি ভ্যান ডেভিসের রাইডার, না? কয়েক বছর আগে একবার ভ্যান ডেভিসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল...লম্বা, সোনালি চুল?'

'মোটেই না,' জবাব দিল কাউহ্যান্ড, 'ভ্যান ডেভিস ছোটখাট মানুষ, ওর মাথার চুল কালো, নাকটা একটু ভাঙা। আইরিশ, জার্মান, ইংরেজ এই তিন জাতের রক্ত বইছে শরীরে, দুর্দান্ত ক্যাটলম্যান।'

'তাহলে ঠিক আছে,' একমত হলো জন কার্টার। 'আসলে হঠাৎ এক ভবঘুরে এসে শ্যাননের খোঁজ করল, অমনি তাকে বিশ্বাস করে ফেললাম, তা তো হতে পারে না। ওর শত্রুর অভাব নেই...'

'আমি জানতাম ওদের বেশিরভাগই আর দুনিয়ায় নেই,' বলল কাউহ্যান্ড।

'সত্যি বলতে কি, নিজেদের যারা বিরাট কিছু প্রমাণ করতে চেয়েছে, তারাই মারা পড়েছে। না ঘাঁটালে শ্যানন মাটির মানুষ, সেজন্যেই ওকে পছন্দ করি। যেচে কখনও ঝামেলা বাধায় না ও—অন্যরাই ওকে সামনে বাড়তে বাধ্য করে। যেহেতু বন্দুকের সাহায্যে সবরকম বিরোধের ফয়সালা হয় এদেশে, তাই বিখ্যাত হয়ে গেছে ও। গানফাইটে শ্যানন সেরা, সন্দেহ নেই। দু'দু'বার ওকে অ্যাকশনে দেখেছি। এত দ্রুত কেউ নিশানা ভেদ করতে পারে, না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না!

'এই মুহূর্তে ও কোথায় আছে জানি না। তবে খবর পৌঁছুতে কোন অসুবিধা হবে না। হপ্তা ঘোরার আগেই হয়তো ভ্যান ডেভিসের বিপদের কথা জেনে যাবে ও। শ্যাননকে যতটা জানি, নির্দ্বিধায় বলা যায়, খবর পেলে আর দেরি করবে না, সাথে সাথে রওনা দেবে।

'সম্ভবত একাই যাবে। কিশম ট্রেইল কিংবা অন্যান্য পরিচিত ট্রেইল এড়িয়ে পছন্দসই রাস্তা বেছে নেবে ও।'

'পানি?'

'পাবে। কয়োটে পানির অভাবে মরতে পারে, কিন্তু পানির খোঁজ পেতে শ্যাননের কোন অসুবিধে হয় না। ভূতের মত কোন ট্র্যাক না রেখে চলাফেরা করে ও। সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে একবার এক ইন্ডিয়ান খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিল ওকে, কথাটা আমি তার কাছেই শুনেছি।'

'এলেই হলো। আমি কাউহ্যান্ড, সিক্স-শূটার তেমন চালাতে জানি না। অথচ বিরাট এক শত্রুর মোকাবিলা করতে হচ্ছে আমাদের। তবে ওকে জানানোর ব্যবস্থা করো, যাতে সাবধানে থাকে, নতুন লোক দেখলেই শত্রু ভেবে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে ওরা। বহাল তবিয়তে র‍্যাঞ্চে ফিরতে পারব কিনা কে জানে!'

'ঠিক আছে,' জবাব দিল কার্টার। 'কিছু লাগলে, বারটেন্ডার আছে, বললেই ব্যবস্থা করে দেবে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল কার্টার, তারপর আরও এক পর্দা গলা নামিয়ে বলল, 'শোনো। আমি হলে এখন বিশ্রাম-টিশ্রামের কথা মনেই আনতাম না। প্রাণ নিয়ে যদি টেক্সাসে ফিরতে চাও, এক ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ো।'

'কি? মাথা খারাপ? সবে এলাম, তাছাড়া বস্ বলেছে–'

'তোমার বসের কথায় কিচ্ছু আসে যায় না। সে তো আর ডজে নেই। টেক্সাসে বসে এখানকার অবস্থা কি বুঝবে? এতক্ষণে শহরের প্রতিটি লোক জেনে গেছে, টেক্সাস থেকে এক রাইডার শ্যাননের খোঁজে এখানে এসেছে। ওয়েব স্টীলের তিনজন রাইডারও আছে এদের মধ্যে, গানম্যান ভাড়া করতে এসেছে।

'শোনো, বাইরে দরজার কাছে একটা ঘোড়া আছে, কালো, এইচ-আর ব্র্যান্ডের–দুর্দান্ত। তোমার জিন, লাগাম, রাইফেল ওটার পিঠে চাপানো হয়ে গেছে। মাথায় বুদ্ধি থাকলে যত তাড়াতাড়ি পারো ওতে চেপে শহর ছেড়ে চলে যাও। উত্তরে কয়েক মাইল এগোলে জেক ব্রেসলিনের দেখা পাবে, এইচ-আর ব্র্যান্ডের গরুর পাল নিয়ে এদিকে আসছে সে। সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানে থাকবে। সন্ধ্যার পর পুবে রওনা দেবে, তিন-চার মাইল এগোনোর পর টেক্সাসের উদ্দেশে দক্ষিণে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ো। পথে অন্য কারও গরুর পাল পড়লে এড়িয়ে যাবে।

'একবারও থামবে না। এইচ-আর ব্র্যান্ডের আরও একটা গরুর পাল এদিকে আসছে, দিন তিনেক এগোলে ওদের সঙ্গে দেখা হবে। ওদের কাছ থেকে ঘোড়া পাল্টে আবার বেরিয়ে পড়ো।'

বিরক্তির চোখে খাবারের দিকে তাকাল ক্ষুধার্ত কাউহ্যান্ড। 'ধ্যাৎ!' বলল সে। 'আমি আরও ভাবছিলাম–'

'প্রাণে বাঁচলে ফুর্তি করার অনেক সুযোগ পাবে।'

একটু থামল কার্টার। 'এই মুহূর্তে লিভারি-স্ট্যাবলে তোমার ঘোড়া পাহারা দিচ্ছে স্টীলের এক রাইডার। তুমি এখানে ঢোকার পরপরই ঘোড়াটা ওখানে রেখে এসেছিলাম আমি। ওদের অন্তত একজন দক্ষিণ-ট্রেইলের দিকে চোখ রাখবে আর অন্যজন শহরেই তোমাকে শেষ করার চেষ্টা করবে।'

'আশ্চর্য, এসবের কিছুই আমি টের পাইনি,' বিড়বিড় করে বলল কাউহ্যান্ড। 'ওরা এখানে এসে হাজির হবে কে জানত!'

'অথচ এসেছে,' শান্তকণ্ঠে বলল কার্টার। 'এর মধ্যে দু'জন কলর‍্যাডো গানম্যানকে ভাড়াও করে ফেলেছে। সবাই বলছে, চার্লস লর্ড, ভ্যান ডেভিসসহ আরও অনেককে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চায় ওয়েব স্টীল। ম্যাকো ক্রিক থেকে কয়েকজন ভয়ঙ্কর গান-স্লিংগার জোগাড় করে রেখেছে–লড়াইয়ের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি সে।'

'আর এক কাপ কফি খাওয়াও, কেটে পড়ি আমি,' বলল কাউহ্যান্ড। কঠিন মানুষ সে, স্বাস্থ্যবান, রোদে পোড়া তামাটে চেহারা–বিপদ চিনতে কখনও ভুল হয় না। কার্টার পরিস্থিতির আসল রূপ তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রামের সব ইচ্ছা উবে গেছে।

মনে মনে টেক্সাস থেকে আসার পথে যেসব গরুর পাল চোখে পড়েছে সেগুলোর কথা ভাবল। ফিরতি পথে কার কার সঙ্গে দেখা হলে বিপদ হতে পারে? ভ্যান ডেভিসের মত ওরও বন্ধু-বান্ধব আছে পথে; কিন্তু স্টীল কিংবা লর্ডেরও বন্ধুর অভাব নেই। ওই বড় আউটফিট দু'টোর কাছে ভ্যান ডেভিস নস্যি!

ও খুব ভাল করে জানে, ভ্যান ডেভিসের র‍্যাঞ্চ দখল করার তালে আছে স্টীল আর লর্ড। মূলত এটাই আসন্ন রেঞ্জ-ওঅরের অন্যতম প্রধান কারণ।

রিও গ্র্যান্ড আর রেড রিভারের মাঝখানের বিস্তীর্ণ এলাকার সবচেয়ে সুন্দর র‍্যাঞ্চটা ভ্যান ডেভিসের···স্থানীয় র‍্যাঞ্চাররা অন্তত তা-ই বলে।

কফি শেষ করে হাতের পিঠে মুখ মুছল কাউহ্যান্ড, চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল।

'সাবধান,' ওকে সতর্ক করে দিল কার্টার।

দুই

বটাল্লা, টেক্সাসের নতুন গড়ে ওঠা এক শহর। এখনও অনেক জায়গা খালি পড়ে আছে–এইসব ফাঁকা জায়গা দখল করে রেখেছে বিরাট বিরাট কাঁটাতারের রীল, চকচকে নতুন; বেড়া তৈরির অপেক্ষা–ঠেকানোর উপায় নেই, সময় ফুরিয়ে গেছে।

জোর গুজব: শিগ্‌গিরই রেলরোড আসছে টেক্সাসে, তাগড়া গরুর চাহিদা হু-হু করে বেড়ে উঠবে। গুজবটা সত্যি হলে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আর ক্যান্সাসে যেতে হবে না কাউকে, গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে ওখানকার রেলরোড। টেক্সাস থেকেই তখন ইচ্ছেমাফিক গরু চালান করা যাবে।

এখানেই ঘাস খেয়ে বেড়ে উঠবে সব গরু-বাছুর, সুতরাং ভাল পানি আর ঘাসঅলা রেঞ্জ যাদের হাতে থাকবে তারা বাড়তি চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনায়াসে সম্পদশালী হয়ে উঠবে।

সহসা নিজ নিজ রেঞ্জের দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে এখন র‍্যাঞ্চাররা,

আশপাশের রেঞ্জগুলোও বাদ যাচ্ছে না।

ট্রেইল হাউসের স্যালুন। বারের ওপর প্রচণ্ড এক কিল বসাল র‍্যাঞ্চার ওয়েব স্টীলের বিশাল মুষ্টি। 'বেড়া আমি দেবই!' যথারীতি বক্তৃতা দেয়ার ভঙ্গিতে বলে উঠল সে, 'যেমন উঁচু তেমনি দুর্ভেদ্য! কেউ বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে আমার সঙ্গে যুদ্ধে নামতে হবে তাকে!'

'লস্ট ক্রিক ভ্যালি কার সীমানায় যাবে?' ঘাড়ে দুটো মাথা থাকলেই কেবল এরকম প্রশ্ন করতে পারে কেউ। 'তোমার, নাকি চার্লস লর্ডের?'

'আমার!' কামরার চারধারে নজর বোলাল ওয়েব স্টীল, যেন আশা করছে প্রতিবাদ শোনা যাবে। 'দরকার হলে উইনচেস্টার হাতে আমার রাইডাররা টহল দেবে সীমানা বরাবর!'

গুঞ্জনে ভরে উঠল চারদিক। এধরনের কথা যুদ্ধ ঘোষণার সামিল। নসেস থেকে রিও গ্র্যান্ডের সবাই জানে: অনর্থক লড়াইয়ের কথা বলে না ওয়েব স্টীল। আবার চার্লস লর্ড যে কারও কাছে হার স্বীকার করার বান্দা নয়, এটাও অজানা নেই কারও।

ঠাণ্ডা মাথায় এখানে কেউ খামোকা লড়াইয়ের কথা মুখে আনে না। এখানকার বাসিন্দারা কঠিন মানুষ, সীমান্তের ওপারে আইনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে পালিয়ে যাওয়া বোম্বেটেদের সঙ্গে–যাদের অনেকেই অ্যাংলো–রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে অভ্যস্ত। এখানে লোক দেখানোর জন্যে কেউ কোমরে পিস্তল ঝোলায় না। যারা ঝোলাত, অনেকদিন আগেই তাদের কবরে আশ্রয় নিতে হয়েছে। আজকাল তেমন কেউ এলে যথাসময়ে সাবধান করে দেয়া হয়, অন্য কোথাও চলে যায় তারা।

মিশকালো কেশর, লেজ এবং তিন পায়ের গোড়ালিতে কালো ছোপঅলা একটা হলদে বাকস্কিন রাস্তা ধরে ট্রেইল হাউসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, নির্লিপ্ত ভাবভঙ্গি। ট্রেইল হাউসের সামনে পৌঁছে রাশ টেনে ঘোড়া থামাল সওয়ারী, স্যাডল থেকে নামল। আলোকিত জানালাগুলোর দিকে তাকাল একবার; তারপর হিচ-রেইলে ঘোড়া বেঁধে পেটির বাঁধন ঢিল করে দিল।

এক মুহূর্তের জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার এমাথা থেকে ও-মাথায় চোখ বোলাল আগন্তুক। টেনে ওপরে তুলল গানবেল্ট, দুটো পিস্তল ঝুলছে দু'পাশে।

একহারা গড়ন আগন্তুকের, চওড়া কাঁধ, চিকন কোমর, রোদে-পোড়া তীক্ষ্ণ তামাটে চেহারা, দু'চোখের তারায় সবুজ দ্যুতি। ধুলোমলিন কোট স্যাডলের পেছনে বেঁধে বারান্দায় উঠে এল সে, খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। জীর্ণ বাকস্কিন ভেস্টের নিচে কালো শার্ট, পরনে কালো ট্রাউজার্স, মাথায় চওড়া কার্নিসের কালো টুপি। অনেক পথ পাড়ি দিয়ে ক্লান্ত সে, পুরো শরীর ধুলোয় কিচকিচ করছে। পলকের জন্যে একবার চোখের পাতা বন্ধ করল আগন্তুক, ক্লান্তি দূর করে দৃষ্টি পরিষ্কার করার চেষ্টা।

কয়েকজন লোক বারান্দার দেয়াল ঘেঁষে বসে আছে। দেখছে আগন্তুককে। ওকে এদের চিনতে পারার কথা নয়। তবে ওর উরুর সঙ্গে বেঁধে রাখা পিস্তলজোড়া ওদের মনোযোগ কেড়েছে, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। কাউকে

সাধারণত জোড়া পিস্তল ঝোলাতে দেখা যায় না; আর সেগুলো উরুর সঙ্গে বেঁধে রাখা–বিরল ঘটনা। কেবল বিশেষ একটা ক্ষেত্রেই এই কায়দার চল আছে।

দরজা ঠেলে স্যালুনে পা রাখল আগন্তুক, একটু থেমে আলো সইয়ে নিল দুচোখে। ঝড়ের মত ওকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল বিশালদেহী ওয়েব স্টীল, যেন এই পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি সে।

চট করে স্যালুনের চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল আগন্তুক। পরিচিত চেহারা চোখে পড়ল না, না পড়াই স্বাভাবিক। তার মানে এখানে ওকে চিনবে না কেউ।

ভিড় এড়িয়ে বারের একপ্রান্তে চলে এল সে। 'হুইস্কি,' বলল বারটেন্ডারের উদ্দেশ্যে।

বেশ কয়েকজন লোক বারের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওয়েব স্টীলের শূন্যস্থান পূরণ করেছে ধোপদুরস্ত পোশাক পরা ছিপছিপে গড়নের এক যুবক, পায়ে চকচকে বুট, গোড়ালির সঙ্গে আঁটা লার্জ-রোল্ড মেক্সিক্যান স্পার। শীতল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকের আপাদমস্তক জরিপ করল ছেলেটা। 'তোমাকে চিনি মনে হয়?' জিজ্ঞেস করল সে।

নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকাল আগন্তুক, কাঁধ ঝাঁকাল। 'কি জানি।'

'এদিকে কোথাও যাচ্ছ?'

'হয়তো বা।'

'চাকরি খুঁজছ?'

'হয়তো।'

'তুমি কাউহ্যান্ড না?'

'মাঝে মাঝে।'

'অনেক টাকা বেতন দিই আমরা–প্রচুর!'

'কোন আউটফিটে চাকরি করছ?'

'আমি চাকরি করি না!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিল যুবক। 'টাম্বলিং-আর আমারই র‍্যাঞ্চ!'

'তোমার জন্যে বেশিই বলতে হয়।'

আড়ষ্ট হয়ে উঠল যুবকের চেহারা, দৃষ্টিতে উত্তেজনা। 'দেখো, তোমার কথার ঢঙ কিন্তু ভাল লাগছে না!' তেতে উঠে বলল সে।

সবুজ চোখে ওকে একবার দেখে দৃষ্টি সরিয়ে নিল আগন্তুক; কিছু বলল না, কিন্তু ওর দৃষ্টি দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল যুবক।

'আসলে তোমাকে আমার মোটেই ভাল লাগেনি!' নাছোড়বান্দা সে।

'তাতে কি আসে যায়?' টেনে টেনে বলল আগন্তুক।

মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হয়ে গেল যুবক, নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। তারপর অনুভব করল, গোলাগুলির আশঙ্কায় আশপাশ থেকে সরে যেতে শুরু করেছে সবাই।

হঠাৎ যেন টনক নড়ল তার; বুঝতে পারছে, নিঃসঙ্গ, অসহায় অবস্থায় বিপদে পড়তে যাচ্ছে সে, গানফাইটও হতে পারে। পাক দিতে শুরু করেছে পাকস্থলীর ভেতরটা।

নিজেকে আতঙ্কিত হতে দেখে অবাক হলো সে। যেচে এইরকম অবস্থায় নিজেকে ঠেলে দিয়েছে, বিশ্বাস হচ্ছে না। শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে যাচ্ছে। চার্লস লর্ডের ছেলে বলে এতদিন তর্জন-গর্জন আর হম্বিতম্বি করার সময় গা বাঁচিয়ে তার সামনে থেকে সরে গেছে লোকে। ওর দুর্দম বুড়ো বাবাকে খুব ভাল করে চেনে সবাই।

বোনার আর স্যাইন্ডেলের ঘটনাটাও কাজে এসেছে। ওর সঙ্গে লাগতে গিয়েছিল ওরা, পিস্তল হাতে দু'জনের লাশই ট্রেইলে পড়ে থাকতে দেখা গেছে পরে।

কিন্তু এই মুহূর্তে বাবার সাহায্য আশা করা বৃথা। একাই লড়তে হবে। কথাটা ভাবতেই সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল। ওপরে বেপরোয়া ভাব দেখালেও কোণঠাসা ইঁদুরের মত পালানোর রাস্তা খুঁজছে মনে মনে। কেউ না কেউ নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে ওকে বাঁচাতে—নইলে উপায় নেই!

'অনেক কিছু আসে যায় এবং যাতে যায় সে-ব্যবস্থাই করব!' গলাটা একটু কেঁপে গেল, পিস্তলের কাছে ঘুর ঘুর করছে ওর হাত।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সবাই, চোখের পাতা পর্যন্ত নড়ছে না কারও। সহজ দৃষ্টি মেলে স্টিভ লর্ডের দিকে চাইল আগন্তুক, হঠাৎ মুচকি হাসি দেখা দিল তার ঠোঁটে।

'বেশ তো,' আস্তে, শান্ত কণ্ঠে বলল ও, 'তবে এখনই মেরো না যেন। আগে পেট ভরে খেয়ে নিই, নইলে মরেও শান্তি পাব না।'

বারটেন্ডারের দিকে ঘুরে দাঁড়াল এবার। 'আরেক গ্লাস। তারপর কিছু খাবারের ব্যবস্থা করো। সারা সকাল টেক্সাসের কয়েকমণ ধুলো ছাড়া আর কিচ্ছু পেটে পড়েনি।'

হঠাৎ করে আবার কথা বলতে শুরু করল স্যালুনের সবাই। নিজের সৌভাগ্যে হতবাক স্টিভ লর্ডও বারের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। ব্যাপারটা এখনও পরিষ্কার হয়নি তার কাছে। তবে এটুকু বুঝতে পারছে, অল্পের জন্যে গানফাইটে মরার হাত থেকে বেঁচে গেছে সে। পিস্তলবাজি এই লোকের কাছে নতুন নয়।

বারের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে স্টিভ। দু'পাশের লোকজনের সঙ্গে পরিচয় নেই বলে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল। ভেতরে ভেতরে থরথর করে কাঁপছে সে। সাহসের ভিত নড়ে গেছে তার। গলা কেঁপে যাবে, এই ভয়ে কথা বলার সাহস হচ্ছে না। এখন থেকে বুঝে শুনে চলতে হবে। ছোটবেলা থেকেই সে বাবাকে নকল করে বেপরোয়াভাবে চলাফেরা করার চেষ্টা করে আসছে—কিন্তু বাবার মত ব্যক্তিত্বের অভাব আছে তার। নিজেকে কঠিন, ভয়ঙ্কর লোক ভেবে এতদিন আত্মতৃপ্তি লাভ করেছে অথচ আজ যে-ই অপরিচিত এক লোকের সঙ্গে সত্যিকার মোকাবিলায় নামার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো—সাহস হারিয়ে কেঁচো হয়ে গেল সে।

কিন্তু...লোকটা এমন করল কেন? এধরনের লোকের কথা বাবা অনেকবার বলেছে, আত্মবিশ্বাসের জোরে অনায়াসে নিজেকে অনিবার্য সংঘাত থেকে সরিয়ে নেয়ার ক্ষমতা রাখে এরা। এই তো, একটু আগে এই লোকের চোখে মৃত্যুর কদর্য রূপ প্রত্যক্ষ করেছে ও।

নিজের ভাবনায় মগ্ন থাকায় চারপাশের ঘটনা চোখে পড়ল না স্টিভ লর্ডের, এখনও চমক ভাঙেনি। গ্লাসে চুমুক দেয়ার ফাঁকে আগন্তুক লক্ষ্য করল: লম্বা ছিপছিপে, তীক্ষ্ণ চেহারার এক লোক চেয়ার ঠেলে উঠে পাশের একটা দরজা গলে বেরিয়ে গেল।

ও ছাড়া আর কেউ বোধ হয় খেয়াল করেনি ব্যাপারটা। এসব দিকে নজর রাখতে শিখেছে ও; সদাসতর্ক মানুষ; নিরীহ, গোবেচারা লোকের মাঝে শত্রুকে চিনে নিতে ভুল হয় না। বহুবার আজরাইলের সঙ্গে লড়াই করে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে, নির্ভয়ে এগিয়ে গেছে সামনে। লোকটার বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টি ওর নজর এড়ায়নি, মনের ভাব গোপন করতে ব্যর্থ হয়েছে সে।

অবশিষ্ট হুইস্কি শেষ করে ঘুরে দাঁড়াল আগন্তুক, নিঃশব্দে সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে এল স্যালুন থেকে। কেউ আমল দিল না ওকে। অমন তর্কাতর্কি নতুন কিছু নয়, তাছাড়া ব্যাপারটা গোলাগুলির দিকেও গড়ায়নি। কেউ হয়তো বলবে, আগন্তুক ভয় পেয়েছে, কিন্তু অন্যরা ঠিকই বুঝতে পেরেছে, একটা মানুষ হত্যা কোনমতে এড়িয়ে গেছে ও। যাই হোক, ঝামেলা চুকে গেছে, কোন অঘটন ঘটেনি।

রাস্তায় নেমে একটু থামল আগন্তুক। রাস্তার উল্টোদিকে, স্পার স্যালুনের সামনে তিনজন লোকের সঙ্গে কথা বলছিল সেই লোকটা। একসঙ্গে ওর দিকে তাকাল চারজন। চোখাচোখি হলো। অচেনা লোক। কিন্তু মুশকিল হলো, ছিপছিপে লোকটা বোধ হয় ওকে চিনে ফেলেছে কিংবা চেনে বলে ভাবছে।

এই মুহূর্তে শহর থেকে বেরিয়ে পড়া উচিত। কিন্তু কয়েকটা ব্যাপার জানা দরকার ছিল, শহরে থাকলে খবর জোগাড় করা সহজ হত। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে ঠিক করল আগন্তুক।

রাস্তার উল্টোদিকের লোক তিনটে অপরিচিত হলেও ওদের জাত চিনতে ভুল হলো না আগন্তুকের। ওরা কাউহ্যান্ড, কিন্তু দড়ি বা ব্র্যান্ডিং-আয়রনের চেয়ে পিস্তল চালাতেই বেশি ভালবাসে।

কয়েক মিনিট পর। স্টেজ স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আগন্তুক, ওকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল স্টিভ। টেক্সাসে আসার আগেই ওদের চেহারার বর্ণনা শুনেছিল ও, তাই ওয়েব স্টীল বা স্টিভ লর্ডকে চিনতে কষ্ট হয়নি। সিগারেট ধরাচ্ছে আগন্তুক, এমন সময় সামনে এসে দাঁড়াল স্টিভ।

'তুমি একজন গানফাইটার,' বলল সে, 'ইচ্ছে করলেই আমাকে মেরে ফেলতে পারতে।'

'পারতাম।'

'তাহলে মারলে না কেন? ভুল করেছি আমি, না শুনে নিজেই বকবক করে যাচ্ছিলাম।'

আগন্তুক মুচকি হাসল। 'তাতে কি? ভুল করা মানুষের জন্যে অস্বাভাবিক নয়। তুমি চার্লস লর্ডের ছেলে হতে পারো, কিন্তু আমার তো মনে হয় চেষ্টা করলে আরও বিরাট কিছু হওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়।'

'ধন্যবাদ। এই প্রথম আমাকে এধরনের কথা বলল কেউ।'

'হয়তো বলত, কিন্তু সে সুযোগ তুমি দাওনি।'

'কে তুমি?' জানতে চাইল স্টিভ লর্ড।

'কেউ কেউ আমাকে ফ্র্যাঙ্ক নামে চেনে। চলবে?'

'যথেষ্ট। যে কথা বলছিলাম, চাকরি লাগলে বলো, ব্যবস্থা করে দেব। নিজে ভাল পিস্তল চালাতে না জানলেও সত্যিকার পিস্তলবাজ চিনতে ভুল হয় না। তোমাকে আমাদের দলে চাই আমি।'

'এখুনি চাকরিতে ঢোকার ইচ্ছে নেই,' বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'পকেটে বেশকিছু টাকা যখন আছে, ক'দিন ঘুরেফিরে কাটানোর কথা ভাবছি।'

'দেখো, অনেক টাকা মাইনে দিচ্ছি আমরা। ওদের দলে না গিয়ে আমাদের দলে এলেই ভাল করবে।'

'হয়তো কোন পক্ষেই যাব না আমি। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধতে যাচ্ছে। এসব এখন আর ভাল লাগে না।'

'একটা পক্ষে তোমাকে যেতেই হবে…দেশ ছাড়া হতে হবে নইলে। এটাই আসল কথা। কোন দলে না গেলেও শত্রুপক্ষে আছ ভেবে কেউ না কেউ গুলি করে মারবে তোমাকে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ফ্র্যাঙ্ক। 'কি জানি…বুঝলাম না। আচ্ছা, কেমন লড়াই এটা, বলো তো?'

'ত্রিপক্ষীয়, দু'জনের মধ্যে নয়। অন্তত চল্লিশজন লোককে চাকরি দিয়েছে ওয়েব স্টীল, অথচ বিশজন লোক হলেই তার চলে। আমাদের সঙ্গে প্রায় চল্লিশজনের মত রাইডার আছে…লড়াই করা ছাড়া আর কোন কাজে আসবে না ওরা।

'লাইভ ওক কান্ট্রি নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছি আমরা। রিও গ্র্যান্ড থেকে শুরু করে নসেসের উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল এলাকার এই নাম দিয়েছি আমরা।'

'দেশটা চিরকালই কঠিন, সীমান্তের দু'পারের আউট-ল আর ইন্ডিয়ানদের হামলা লেগেই আছে। লড়াইয়ের আশঙ্কা দেখা দেয়ামাত্র এদের অনেকে দু'পক্ষে নাম লিখিয়েছে। যতক্ষণ মজুরি পাচ্ছে, হারজিত নিয়ে মাথা ঘামাবে না তারা।'

'তিনটে পক্ষের কথা বলছিলে, আরেকজন কে?'

'ওর খুব একটা গুরুত্ব নেই। একজন স্কোয়ার্টার, নাম ভ্যান ডেভিস। বছর তিন-চার আগে এখানে এসে লস্ট ক্রিক নামে একটা ওঅটর হোলের কাছে জেঁকে বসেছে। আমরা ওর সীমানার বেড়া কাটি…সে কিংবা আর কেউ আবার আমাদেরটা কাটে।

'আমাদের দুই বিরাট আউটফিটের মাঝে পড়ে তার চিঁড়েচ্যাপ্টা অবস্থা; বেচারার কোন আশা নেই। একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

'তোমাদের মত সে-ও নিজের জায়গাতেই তো থাকছে, অসুবিধে কোথায়?'

ফ্র্যাঙ্কের দিকে অবাক চোখে তাকাল স্টিভ লর্ড। 'তুমি বোধ হয় বোঝোনি, এ দেশটার মালিক হচ্ছে স্টীল আর লর্ড—সবার আগে এখানে এসেছে ওরা, বসতি করেছে।'

'না হয় ক'দিন পরেই এসেছে ভ্যান ডেভিস। কিন্তু আমার তো মনে হয় এখানে থাকার পুরো অধিকার তার আছে।'

'দেখো, যে আসবে তাকেই যদি জায়গা ছেড়ে দিতে হয়, ক'দিন পর একটা বাছুরকে ঘাস খাওয়ানোর মত জমিও অবশিষ্ট থাকবে না।'

'কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই ওই জায়গার ওপর ক্লেইম ফাইল করোনি?'

'হ্যাঁ এবং না। মানে, আমাদের মত ওয়েব স্টীলও জায়গাটা দখল করতে চায়। তাই সংঘর্ষ এড়াতে আমাদের কেউই ওখানে পা ফেলিনি। হঠাৎ কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল ভ্যান ডেভিস, গরু আনল মেক্সিকো থেকে। মেক্সিকোর সঙ্গে ব্যবসা করা যা-তা কথা নয়, ভ্যান ডেভিস শক্ত চীজ।'

'আমিও সেরকমই শুনেছি,' নরম গলায় বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'যদ্দূর জানি, একজন মেক্সিক্যানের কাছ থেকে নগদ টাকায় জায়গা আর গরু কিনেছে ভ্যান ডেভিস। এই অবস্থায় ওর ওপর হামলা চালানোর অর্থ আইন ভঙ্গ করা—অন্তত আমার মতে।'

কাঁধ ঝাঁকাল স্টিভ লর্ড। 'কিসের আইন?'

'ধরো, ভ্যান ডেভিস তোমাদের বিরুদ্ধে মামলা করে বসল? এখানকার জমির ওপর তোমাদের বৈধ মালিকানা আছে বলে তো মনে হয় না, জবরদখল করে আছ—ব্যস।'

'ভুলে যাচ্ছ, ডেভিস জায়গাটা মেক্সিকানের কাছ থেকে কিনেছে!'

হাসল ফ্র্যাঙ্ক। 'মেক্সিক্যানরা টেক্সাসেও থাকে। অনেক আগে থেকেই তারা এদেশের নাগরিক। অ্যালামোর যুদ্ধের সময় দু'পক্ষেই মেক্সিক্যান যোদ্ধা ছিল।'

'বাজে কথা!'

'একটু খোঁজ নিলেই জানতে পারবে সত্যি কিনা। আমি হলে ভ্যান ডেভিসকে ঘাঁটানোর চেষ্টা করতাম না, স্টিভ। তোমাদের সামনে কোন রাস্তা নেই।'

কথা বললেও রাস্তা থেকে চোখ সরায়নি ফ্র্যাঙ্ক। বিপদের গন্ধ পাচ্ছে ও, মনে হচ্ছে গোলমাল পাকিয়ে উঠছে। এতক্ষণ ওকে দেখছিল লোকগুলো—হঠাৎ এগোতে শুরু করেছে। একজন মোটামুটি আগের জায়গাতে থাকলেও অন্য দুজন রাস্তার দু'ধার ঘেঁষে অনেকটা কাছে এসে পড়েছে।

'স্টিভ,' শান্ত কণ্ঠে বলল ফ্র্যাঙ্ক, 'সরে পড়ো। গোলমাল বাধতে যাচ্ছে।'

চট করে ঘুরে দাঁড়াল স্টিভ, হতচকিত দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকাল।

'পরোয়া করি না,' নিজের আত্মবিশ্বাস দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল সে। 'আমি থাকছি।'

'ভাগো, স্টিভ। সাহায্য করতে চেয়েছ, সেজন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু তোমার এখানে থাকার দরকার নেই। আমাকে খুন করতে চাইছে ওরা। হয়তো তোমার দলেরই লোক।'

হতভম্ব স্টিভ লোকগুলোকে চেনার চেষ্টা করল। তারপর হঠাৎ ঘুরে ছুটে গিয়ে একটা শূন্য দালানের আড়ালে লুকোল।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে ফ্র্যাঙ্ক।

একা।

তিন

স্পার স্যালুনের উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করল ফ্র্যাঙ্ক। বেকায়দা অবস্থায় ফেলে ওদের পরিকল্পনা বানচাল করতে চাইছে। এটা ওর স্ট্র্যাটেজি: প্রতিপক্ষকে কখনও তার পছন্দসই অবস্থান থেকে লড়তে দেবে না; তাকে বেসামাল করার জন্যে সব রকম কৌশল অবলম্বন করো।

রাস্তার প্রায় মাঝখানে এসে পড়েছে ও, হঠাৎ পেছন থেকে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আর চাকার ঘরঘর শোনা গেল। লাফ মেরে এক পাশে চলে এল ফ্র্যাঙ্ক; চাকার নিচে প্রাণ হারানোর হাত থেকে বেঁচে গেল এ-যাত্রা।

বাকবোর্ডের চালক একটা মেয়ে। সোজা হয়ে দাঁড়াল সে, রাশ টেনে ঘোড়া থামিয়ে ঝটিতি বাকবোর্ড ঘুরিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে এল। ফ্র্যাঙ্কের একেবারে গা ঘেঁষে ওটা থামাল সে, ক্রোধে দুচোখে আগুন জ্বলছে।

'এভাবে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকার মানে? কোথাকার নবাব তুমি?'

দুই বন্দুকবাজ আর ফ্র্যাঙ্কের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা, ক্ষণিকের জন্যে হলেও শত্রুপক্ষের পরিকল্পনায় বাধা পড়েছে।

বাতাসে উড়ছে মেয়েটার একমাথা লালচে সোনালি চুল, চোখজোড়া আশ্চর্য রকম নীল। শুধু সুন্দরী বললে কম বলা হয়–একেই বোধ হয় অপ্সরী বলে! কিন্তু দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে, বেয়াদব প্রজার ওপর যেন ভীষণ চটে গেছে কোন সম্রাজ্ঞী।

'সুন্দরী,' কণ্ঠে ব্যঙ্গ ঝরল ফ্র্যাঙ্কের, 'কিন্তু একেবারে গোল্লায় গেছে। হয়তো ভাল ঘরেরই মেয়ে ছিল।' যেন খুব দুঃখ পেয়েছে এমনি করে বলল ফ্র্যাঙ্ক।

মুচকি হেসে এবার মাথা থেকে টুপি নামাল ও, অনুগত প্রজার মত মাথা নোয়াল। 'দুঃখিত, ম্যা'ম। এরপর থেকে শহরের রাস্তায় রেস খেলার আগে দয়া করে জানিয়ে দিয়ো, সবাইকে রাস্তা থেকে দূরে থাকতে বলে দেব।'

আবার মাথা নুইয়ে হাঁটতে শুরু করল ও।

ঘোড়ার লাগাম হুইপ-স্টকের সঙ্গে পেঁচিয়ে দিয়েই এক লাফে বাকবোর্ড থেকে নেমে পড়ল মেয়েটা। গটমট করে এগিয়ে এল। উদ্ধত দৃষ্টি, রাগে ফুঁসছে সাপের মত।

'আমি ভাল ঘরের মেয়ে নই বলতে চাও?'

বাকবোর্ড থেকে নামার সময় একটা চাবুক তুলে নিয়েছিল মেয়েটা। সাধারণত ঘোড়া হাঁকানোর সময় ব্যবহার করা হয় এটা। কেউ বোধ হয় ভুলে বাকবোর্ডে রেখে দিয়েছে।

আবার হাসল ফ্র্যাঙ্ক, কিন্তু দৃষ্টিতে গাম্ভীর্য। 'হ্যাঁ,' শান্ত কণ্ঠে বলল, 'দেখো, ম্যা'ম, রূপ আর টাকা থাকলেই সভ্য হওয়া যায় না। ভদ্রমহিলারা সবসময় সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে, ব্যস্ত রাস্তায় বাকবোর্ড নিয়ে রেস খেলতে যায় না; এবং, ভুল করলে, সেজন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে।'

ওর কাটা কাটা জবাবে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল মেয়েটার চেহারা, রাগ রূপান্তরিত হলো ক্রোধে।

'তুমি! একটা সাধারণ কাউপাঞ্চার, আমাকে ভদ্রতা শেখাতে এসেছ!' ঘৃণায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ও।

'কাউকে তো শিখিয়ে দিতেই হবে।' আস্তে করে বলল ফ্র্যাঙ্ক।

সাঁই করে চাবুক তুলল মেয়েটা, আঘাত করতে চাইল ফ্র্যাঙ্কের মুখে। এমন কিছু ঘটতে পারে ও জানত, নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে এক হাতে আঘাতটা ঠেকাল ফ্র্যাঙ্ক, তারপর আচমকা হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নিল চাবুকটা।

হঠাৎ টান পড়ায় নিজেকে সামলাতে পারল না মেয়েটা, ভারসাম্য হারিয়ে ফ্র্যাঙ্কের গায়ে ঢলে পড়ল। ওকে ধরল ফ্র্যাঙ্ক, নিষ্ফলা ক্রোধে বিস্ফারিত চোখ আর ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁটজোড়ার দিকে তাকাল।

'ইচ্ছে করছে, চুমু দিই,' বলল, 'কিন্তু দেব না। আগে তোমার কাছ থেকে আবদার আসতে হবে।'

এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মেয়েটা। 'আবদার করব?' রাগে আগুন হয়ে উঠল সে। 'হাহ্! দুনিয়ার সেরা পুরুষ হলেও তো তোমাকে চুমু খাব না!'

'উঁহুঁ, হলো না, ম্যা'ম, বলো, সুযোগই পাবে না। লাইনের একেবারে শেষ মাথায় পড়ে থাকবে।'

ফ্র্যাঙ্কের পেছন থেকে একটা কঠিন কণ্ঠস্বর ওদের কথাবার্তায় বাধা দিল।

'একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলছ তুমি, স্ট্রেঞ্জার। তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই আমি।'

সেই হালকা-পাতলা লোকটা। বেল্টের পেছনে দু'হাতের বুড়ো আঙুল গুঁজে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। ডানে-বামে একটু দূরত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আরও দু'জন লোক। চতুর্থজনকে দেখা যাচ্ছে না, সম্ভবত ওর পেছনে আছে, নয়তো বাকবোর্ডের ওপাশে।

'নিশ্চয়ই,' শান্ত কণ্ঠে বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'আগে তোমার প্রশ্ন শুনি। পরে আমিও দু'একটা প্রশ্ন করব।'

'গত পরশু কোথায় ছিলে তুমি?'

বিভ্রান্ত দেখাল ফ্র্যাঙ্ককে। 'পরশু? ঘোড়ার পিঠে, এখান থেকে অনেক দূরে।'

'সাক্ষী আছে কেউ? শিগ্‌গিরই প্রয়োজন হবে।'

চারপাশে লোকজন ভিড় জমাতে শুরু করেছে, বুঝতে পারছে ফ্র্যাঙ্ক। সবার মনোযোগ ওদের দিকে। 'মতলবটা কি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয়ই বলবে, হাই জ্যাকসনকে তুমি চেনো না, ঠিক?'

'একদম ঠিক,' সায় দিল ফ্র্যাঙ্ক, 'নামটাই এই প্রথম শুনলাম।'

নাম শুনেই ফিসফিস গুঞ্জন শুরু হয়েছে ভিড়ে।

'পরশু দিন লস্ট ক্রিক ট্রেইলে হত্যা করা হয়েছে ওকে। তখন ওই ট্রেইলেই ছিলে তুমি। আমাদের কারও কারও ধারণা, অপকর্মটা তোমার—অস্বীকার করতে চাও?'

'স্বীকার-অস্বীকারের কি আছে? হাই জ্যাকসনকে আমি চিনি না, তাকে খুন

করতে যাব কেন?'

'জ্যাকসনের লাশ পেয়েছি আমরা,' ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা, জায়গামত ওকে পাওয়া গেছে বলে ভাবছে। 'ঠিক কপালের মাঝখানে সিক্স-গুটার দিয়ে গুলি করা হয়েছে বেচারাকে। ওদিক দিয়ে আসছিলে তুমি। জ্যাকসনের কাছে অনেক টাকা ছিল, ওকে মেরে সব টাকা কেড়ে নিয়েছ!'

ঠাণ্ডা মাথায় ভাবছে ফ্র্যাঙ্ক। আপাতদৃষ্টিতে বোঝা না গেলেও লোকটার অভিযোগের পেছনে গূঢ় কোন মতলব আছে। হয় এরা চায় ও পালানোর চেষ্টা চালাক—যাতে গুলি করার অজুহাত মেলে—নয়তো সবার সামনে অপমান করতে চাইছে। এখন ও সরাসরি অভিযোগ অস্বীকার করলে এই লোকটাকে মিথ্যেবাদী বলছে ধরে নেবে সবাই। ফলে গানফাইটের ফাঁদে পা দিতে হবে ওকে। কিন্তু আসল সমস্যা লোকের ভিড়—এদের মধ্যে জ্যাকসনের অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী থাকতে পারে!

হেসে ফেলল ফ্র্যাঙ্ক। 'আমি লস্ট ক্রিক ট্রেইলে ছিলাম, জানলে কিভাবে?'

'নিজের চোখে দেখেছি?'

'তার মানে,' আস্তে করে বলল ফ্র্যাঙ্ক, 'তুমিও ওদিকে ছিলে। কিন্তু আমার চোখে যখন পড়োনি, সম্ভবত ট্রেইলের বাইরে লুকিয়ে ছিলে তুমি। তাহলে বলো, লুকিয়ে থাকার কারণ কি? জ্যাকসনকে তুমিই খুন করোনি তো?'

কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত হলো লোকটার চোখ, আতঙ্কের ছায়া পড়ল চেহারায়।

সবার ধারণা ছিল, ফ্র্যাঙ্ক এমন কিছু বলবে যার ফলে লড়াই বেধে যাবে। ফ্র্যাঙ্ককে হত্যা করার একটা বৈধ কারণ পেতে চেয়েছিল ওরা, সন্দেহ নেই—কিন্তু ফ্র্যাঙ্কই এখন পাল্টা অভিযোগ করে বসেছে।

'না! আমি খুন করিনি! ও আমার বন্ধু!'

'তাই নাকি, রেইন্ট্রি, জানতাম না তো! বোধ হয় ইচ্ছে করে কথাটা এতদিন গোপন রেখেছিলে!' ভিড় থেকে বলে উঠল বিশালদেহী এক লোক।

হেসে উঠল কে যেন। পাই করে ঘুরে দাঁড়াল রেইন্ট্রি। 'একদম চুপ! আমি ছাড়া আর কেউ কথা বলতে পারবে না!'

'অনেক বকবক করেছ,' বলল ফ্র্যাঙ্ক, 'আমার তো রীতিমত সন্দেহ হচ্ছে এখন। চেনা নেই, জানা নেই, এমন একজন মানুষের ঘাড়ে দোষ চাপানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছ কেন? কেনই বা ট্রেইলে গা ঢাকা দিয়ে ছিলে তুমি? ভাল মানুষের তো লুকোনোর প্রয়োজন পড়ে না!'

'জ্যাকসনকে তুমি খুন করেছ!' নাছোড়বান্দার মত আবার বলল রেইন্ট্রি। দু'চোখে হঠাৎ ঝিলিক খেলে গেল তার। 'জ্যাকসন যে সব সময় কিছু সোনা নিয়ে ঘুরে বেড়াত একথা সবাই জানে। এখনই তোমার স্যাডলব্যাগ তল্লাশি করব আমরা। তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে কার কথা ঠিক।'

'এতটা নিশ্চিত হচ্ছ কিভাবে?' কণ্ঠকে শান্ত রাখল ফ্র্যাঙ্ক। 'আমি ট্রেইল হাউসে ছিলাম—এই সুযোগে নিজেই রেখে দাওনি তো?'

'চালাকি হচ্ছে?' ভেঙচে উঠল রেইন্ট্রি। 'কিন্তু লাভ হবে না। এই মুহূর্তে ব্যাগ তল্লাশি করব আমি!'

নিজেকে সংযত রাখল ফ্র্যাঙ্ক, চোখে শীতল দৃষ্টি।

'না। তুমি আমার ব্যাগে হাত দেবে না। তবে এখুনি সবার সামনে ব্যাগ খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি।'

'আমি নিজে দেখব!' চেঁচিয়ে উঠল রেইনট্রি। 'এখনই!'

ঘুরে দাঁড়াল সে, কিন্তু পা বাড়ানোর আগেই এগিয়ে এল ফ্র্যাঙ্ক। এক টানে ঘুরিয়ে দিল রেইনট্রিকে। চিৎকার করে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে, কিন্তু হোলস্টার পর্যন্ত পৌঁছুনোর আগেই চিবুকের ওপর ফ্র্যাঙ্কের বাঁ হাতের প্রচণ্ড ঘুসি এসে আঘাত হানল। দড়াম করে ধুলোয় আছড়ে পড়ল রেইনট্রি।

'কাজটা ভাল হলো না, স্ট্রেঞ্জার,' নির্ভয়ে বলল সেই বিশালদেহী লোকটা। 'তোমার ব্যাগগুলো সত্যি একবার দেখা দরকার।'

'নিশ্চয়ই,' শান্ত কণ্ঠে বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'অবশ্য সোনা পেলেও অবাক হব না আমি।'

সবাইকে নিয়ে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল ও। কিন্তু মাঝপথে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। 'উঁহুঁ,' বলল ও, 'স্যাকটা ছোট হলে যে কেউ হাত সাফাই করে ওটা আমার ব্যাগ থেকে বেরিয়েছে বলে ভান করতে পারবে।'

বাকবোর্ডের মেয়েটার দিকে ফিরল ফ্র্যাঙ্ক। 'ঝগড়ার কথা ভুলে গিয়ে আমার স্যাডলব্যাগ তল্লাশি করে দেবে, ম্যা'ম?'

চকচক করে উঠল মেয়েটার চোখ। 'আনন্দের সঙ্গে! তোমাকে ঝোলানোর জন্যে যথেষ্ট প্রমাণ বেরোবেই!'

স্যাডলব্যাগ থেকে এক এক করে জিনিস বের করতে শুরু করল মেয়েটা। কিছু মামুলী জিনিস: পয়েন্ট ফোর-ফোর ক্যালিবারের কার্তুজ ভর্তি একটা স্যাক, আগ্নেয়াস্ত্র পরিষ্কার করার খুচরো যন্ত্রপাতি আর একটা চামড়ার বাণ্ডিল। একটা ছবির প্যাকেট, ওটা বের করার সময় একটা ছবি ফসকে নিচে পড়ে গেল। চট করে সামনে ঝুঁকে ওটা তুলে নিল মেয়েটা; দেখল: মাঝ বয়েসী এক মহিলার ছবি, ব্যক্তিত্বময়ী চেহারা। কৌতূহলের সঙ্গে একবার ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি সরিয়ে নিল ও।

'না, সোনা নেই,' শান্ত কণ্ঠে সবাইকে বলল সে। 'একটুও না।'

'তা হলে,' ঘুরে দাঁড়াল ফ্র্যাঙ্ক, 'বোধ হয়—'

রেইনট্রি নেই!

'বেঁচে গেলে তুমি,' বলল বিশালদেহী। 'ভাবছি রেইনট্রির কি অবস্থা হবে?'

'তল্লাশি চালানোর সময় ব্যাগে সোনা রাখার মতলব ছিল বোধ হয় ওর,' ভিড় থেকে বলল একজন।

বক্তার দিকে ফিরল ফ্র্যাঙ্ক। 'তারমানে সোনা এখন ওর কাছেই আছে। অর্থাৎ, জ্যাকসনকে সম্ভবত নিজেই খুন করেছে সে।'

কেউ কিছু বলল না, আস্তে আস্তে ভিড় পাতলা হতে শুরু করেছে। বিশালদেহী লোকটা কাঁধ ঝাঁকাল। 'জ্যাক পিকেট ভীতু, একথা বলতে পারবে না কেউ,' বলল সে। 'কিন্তু রেইনট্রি আর ওর পাণ্ডাদের সঙ্গে লাগতে যাবার কোন ইচ্ছে নেই আমার। পিস্তলবাজ ওরা, গরু চুরি করে বেড়ায়, কিন্তু প্রমাণ নেই।'

'বুঝেশুনে কথা বলো, জ্যাক, বউ-বাচ্চার কথা ভুলে যেয়ো না।'

একটু পরেই চলে গেল সবাই। কেবল লালচুলো মেয়েটা দাঁড়িয়ে রইল।

'আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারোনি,' বলল সে। 'সোনাটা হয়তো কোথাও পুঁতে রেখেছ তুমি।'

'ঠিক বলেছ, ম্যা'ম, সেটা সম্ভব।'

কথাটা শেষ করে ঘুরে দাঁড়াল ফ্র্যাঙ্ক, বাকস্কিনের বাঁধন খুলে নিয়ে লিভারি-স্ট্যাবলের দিকে এগোল। ভাল করে চিন্তাভাবনা করবে বলেই হাঁটছে, হাঁটলে মাথায় বুদ্ধি খেলে ওর।

এখানকার হালচাল সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া গেছে। কিন্তু রেইন্ট্রি কোন্ পক্ষের লোক? কার হয়ে কাজ করছে? অচেনা একজন লোককে ফাঁদে ফেলতে চাইল কেন?

নাকি ওকে চিনে ফেলেছে কেউ?

ওর ঘাড়ে জ্যাকসনকে খুন করার দোষ চাপিয়ে তারপর মেরে ফেলার মতলবে ছিল ওরা, সন্দেহ নেই। সম্ভবত ওকে উস্কে দিয়ে গানফাইটে নামতে বাধ্য করতে চেয়েছিল, আরেকটু হলেই হাতের মুঠোয় পেয়ে যেত।

কিন্তু রেইন্ট্রিকে চেনে না ফ্র্যাঙ্ক, কোনদিন দেখেওনি। নাম শুনেছে বলেও মনে হয় না। তাহলে গায়ে পড়ে কেন লাগতে এল সে?

ওর বটাল্লায় আসার কারণ তো কারও জানার কথা নয়?

সবার অজান্তে এখানে এসেছে ও, এলাকার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে এক-আধটু স্কাউটিং করলেও অনর্থক বিপদ এড়ানোর জন্যে মানুষের সংসর্গ থেকে দূরে থেকেছে।

কিন্তু স্টিভ লর্ডের সঙ্গে সাক্ষাতের পরপরই গোলমাল শুরু হলো। প্রথমে স্টিভ, তারপর রেইন্ট্রি—লোকটা জীবনে ওকে প্রথম দেখল অথচ লাগতে দ্বিধা করেনি।

লিভারি-স্ট্যাবলের একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন স্টলে বাকস্কিনকে রেখে মই বেয়ে চিলেকোঠায় উঠে এল ফ্র্যাঙ্ক, খড় নামাল।

আস্তাবলের দু'ধারে প্রায় তিরিশটা করে স্টল রয়েছে, খড় আর হার্নেসের গন্ধে ভুরভুর করছে চারদিক। বাকস্কিনকে একমুঠো খড় এগিয়ে দিয়ে ওকে দলাইমলাই করতে শুরু করল ফ্র্যাঙ্ক।

হঠাৎ একটা অন্ধকার স্টলের কোণ থেকে কে যেন কথা বলে উঠল।

'খুব ব্যস্ত, না?'

অন্ধকার ছেড়ে বেরিয়ে এল লোকটা। মাথায় পুরোনো টুপি, গায়ে হিকোরি শার্ট, পরনে রঙ-জ্বলা জিন্স। শক্তপোক্ত গড়ন, মাথাভর্তি লালচে চুল, দু'চোখে খেলা করছে কৌতুক। চৌকো কঠিন চেহারা। কোমরে সিক্স-শুটার, হাতে উইনচেস্টার।

'আমার নাম কনার্স,' বলল লোকটা, 'তবে সবাই রাস্টি বলেই ডাকে।'

'আমি ফ্র্যাঙ্ক।'

চট করে রাস্টিকে একনজরে জরিপ করে নিল ফ্র্যাঙ্ক। লোকটা কেমন, বুঝে

ফেলল সহজেই। কাউহ্যান্ড নিঃসন্দেহে, কর্মঠ সৎ এবং বেপরোয়া। এই ধরনের লোককে যে কোন কাজ দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়, কাজটা সে করবেই, এবং সম্ভবত আশাতীত ভালভাবে। পশ্চিমে এমন লোক অনেক আছে, এদের ওপর অনায়াসে আস্থা রাখা চলে।

'জানি।' হাঁটু গেড়ে বসে সিগারেট রোল করতে শুরু করল রাস্টি। 'আসতে না আসতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছ। স্টিভ লর্ডের সঙ্গে গানফাইট প্রায় লেগে যাচ্ছিল, হঠাৎ ওকে বোকা বানিয়ে সরে দাঁড়ালে। কেউ কেউ বলছে চার্লস লর্ডের দলে যোগ দেয়ার জন্যেই নাকি কাজটা করেছ তুমি।'

সিগারেট ধরাল রাস্টি। 'তারপরই অ্যান স্টীলের মত বন-বেড়ালীর সঙ্গে টক্কর লাগল–'

'ওয়েব স্টীলের মেয়ে? বোঝা উচিত ছিল। একদম একরকম স্বভাবের।'

'ও তোমাকে ছাড়বে না, দেখো! মেয়েটাকে মোটেই পাত্তা দাওনি তুমি। আজ পর্যন্ত কেউ অ্যান স্টীলের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেনি। ও হচ্ছে লাইভ ওক কান্ট্রির মক্ষিরানী, সত্যি! যেভাবে হোক বদলা নেবে...দেখো।'

'এবার রেইন্ট্রির কথা কিছু শোনাও।'

'বার্ট রেইন্ট্রি? আস্ত বদমাশ, চোখের পলকে মানুষ খুন করে। কোন কাজ-কর্ম করে না, অথচ তার টাকার অভাব হতে দেখিনি। নীচ, ভয়ঙ্কর। শেয়ালের মত ধূর্ত। তোমার সঙ্গে বোকামি করে ফেলেছে, ঠিক, কিন্তু তুমি যে ওর চেয়েও চালু, সেটা কীভাবে জানবে? ওকে হেলাফেলা কোরো না যেন। পিস্তলে চালু হাত তার।'

'স্পারেই পাওয়া যায় তাকে?'

'প্রায়, দলবল নিয়ে ওখানেই আড্ডা দেয়। জো মার্টিনেজ, বিলি ক্রুক্স আর জন হেনরী–সবক'টা ওর চামচা–বজ্জাতের একশেষ। স্পারের বারটেন্ডারও কম যায় না, সে ওদের বন্ধু। সীমান্তের দু'দিকেই লাইন আছে রেইন্ট্রির, রেঞ্জারদের দুষ্কৃতকারী দমন অভিযান শুরু হলেই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, কয়েক মাস আর টিকিটিরও নাগাল পাওয়া যায় না।'

'ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে,' বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'একটু শিক্ষা দেয়া দরকার।'

'মনে রেখো পিস্তলে অসম্ভব ফাস্ট সে।'

'অমন অনেক দেখেছি।'

ভেতরে ভেতরে রাগ নয়, অস্বস্তি বোধ করছে ফ্র্যাঙ্ক। ওকে কেন বেছে নিল রেইন্ট্রি? খোঁচাখুঁচি পছন্দ করে না ও; কেউ ওকে জ্বালাতন করবে–অসহ্য। অথচ খামোকা লাগতে এসেছে রেইন্ট্রি, প্রথমবার ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু আবারও চেষ্টা চালাবে। তাছাড়া, মিথ্যে অভিযোগ এড়িয়ে যাওয়া ফ্র্যাঙ্কের স্বভাববিরুদ্ধ–এবারও ব্যতিক্রম হবে না। এগোতে হবে...শত্রুকে সামলে নেয়ার সুযোগ দেয়া ঠিক হবে না।

লিভারি-স্ট্যাবল থেকে বেরিয়ে এল ফ্র্যাঙ্ক, রাস্তা পেরিয়ে স্পার স্যালুনের দিকে এগোল। দরজা ঠেলে পা রাখল ভেতরে।

ওর গা ঘেঁষে ঠিক পেছনে পেছনে এল রাস্টি কনার্স।

একজনের উপকারের প্রতিদান দেবে বলে বটাল্লায় এসেছে ফ্র্যাঙ্ক, পরিস্থিতি এতখানি নাজুক ভাবতে পারেনি—মহা বিপদের মধ্যে আছে ওর বন্ধু।

দুই বিশাল আগ্রাসী আউটফিটের বিপক্ষে বলতে গেলে অসহায় সে। তা ছাড়া এদের কেউই ন্যায়-অন্যায় নিয়ে ভাবছে বলে মনে হয় না। নেপোলিয়নের মত বড় আউটফিট দুটোও বিশ্বাস করে, যুদ্ধ-দেবতা শক্তিশালী পক্ষের দিকেই থাকবে।

বিরাট বাহিনী পুষছে লর্ড আর স্টীল···রেইনিত্রও দলে ভারি, কিন্তু রেইনিত্রর পক্ষ কোনটা?

প্রায় ছ'সাতজন লোক বারে দাঁড়িয়ে রয়েছে, টেবিলে বসে আছে দু'চারজন।

ও এখানে আসবে, হয়তো ভাবেনি ওরা, কিন্তু ঠিকই তৈরি হয়ে আছে···

চার

একসঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে নিরাসক্ত চেহারায় ওর দিকে তাকাল সবাই।

'রেইনিত্র কোথায়?' প্রশ্ন করল ফ্র্যাঙ্ক।

রেইনিত্রর এক স্যাঙাৎ বারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে; আরেকজন দু'পা ফাঁক করে একটা চেয়ারে বসে, বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওর দিকে। দু'জনের একজনও নড়ল না—উত্তর দিল না কেউ।

'রেইনিত্র কোথায়, জানতে চেয়েছি আমি,' গলা চড়িয়ে আবার বলল ফ্র্যাঙ্ক।

'জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, মিস্টার, জবাব পাবে না!' কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল চেয়ারে বসা লোকটা, 'দরকার মনে করলে রেইনিত্র নিজেই তোমাকে খুঁজে নেবে!'

দ্রুত পা ফেলে তার দিকে এগিয়ে গেল ফ্র্যাঙ্ক, পরক্ষণে লোকটার চোখে নগ্ন উল্লাস দেখে চট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেল ওকে লক্ষ্য করে বোতল ছুঁড়তে যাচ্ছে বারে দাঁড়ানো লোকটা।

বোতলটা ছুঁড়ে দিল সে। খাপ থেকে নিমেষে হাতে চলে এল ফ্র্যাঙ্কের পিস্তল, গর্জে উঠল। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল কাচের ভাঙা টুকরো।

পিস্তল হোলস্টারে ঢোকাল ফ্র্যাঙ্ক। কি ঘটেছে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই আবার সামনে এগিয়ে গেল। বোতলঅলার শার্টের কলার জাপটে ধরেই প্রথমে দুম করে একটা ঘুসি মারল মুখে, পরক্ষণে তার পেটে গিয়ে আঘাত করল ফ্র্যাঙ্কের ডানহাত। হঠাৎ হামলায় দম বেরিয়ে যাবার দশা হলো বেচারার। ঠেলে সরিয়ে দিল তাকে ফ্র্যাঙ্ক, এবার মুখের ওপর একটা আপারকাট ঝাড়ল, সিধে হয়ে গেল লোকটা, সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতে পটাপট দুটো ঘুসি বসিয়ে দিল ও। সশব্দে আছড়ে পড়ল লোকটা, গড়িয়ে চিত হলো, উঠল না আর।

এত দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাটা যে দর্শকদের কেউই নড়াচড়া করার সময় পায়নি। চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়াল ফ্র্যাঙ্ক, লাথি লাগাল চেয়ারে বসা লোকটার মেলে দেয়া পা লক্ষ্য করে। দুটো পা একসঙ্গে শূন্যে উঠে গেল তার, চেয়ার থেকে ধপাস করে মেঝেয় আছড়ে পড়ল সে। থর থর করে কেঁপে উঠল পুরো ঘর।

নির্দ্বিধায় আগ বাড়ল ফ্র্যাঙ্ক। লোকটা উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, সজোরে তার মুখের ওপর লাথি হাঁকাল।

'ভালভাবে দুটো কথা বলতে এসেছিলাম,' আস্তে আস্তে বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'কিন্তু কি আর করা, তোমাদের স্বভাব খারাপ।'

কেউ কিছু বলল না। বোতলঅলা এতক্ষণে গোঙাতে শুরু করেছে। উঠে বসার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পিছলে আবার পড়ে গেল। চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে অন্যজন। থ্যাঁতলানো নাক থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে।

'সবাই বলে,' বলে চলল ফ্র্যাঙ্ক, 'তোমরা নাকি বিরাট মাস্তান। কিন্তু আসলে মাস্তানীর কিছুই তোমাদের জানা নেই। এখন ছোট্ট একটা নমুনা দেখালাম, তবে প্রয়োজনে আরও কঠিনও হতে পারি।'

বারটেন্ডারের দিকে তাকাল ফ্র্যাঙ্ক। বিশাল হাতজোড়া বারের ওপর রেখে সামনে ঝুঁকে আছে লোকটা, বোধ হয় এপাশে লাফিয়ে আসতে চায়।

'বোতল টপকে আসতে চাইলে আসো,' বলল ফ্র্যাঙ্ক, 'কিছু অবশিষ্ট থাকলে ওপাশে রেখে আসার জন্যে লোকের অভাব হবে না।'

এক মুহূর্ত দ্বিধায় ভুগল বারটেন্ডার—তারপর চুপচাপ থাকার সিদ্ধান্ত নিল। মোটেই ভয় পায়নি সে, জানে লাফ দিয়ে বার টপকানোর সময় কয়েকটা দীর্ঘ মুহূর্ত শূন্যে থাকতে হবে তাকে, পিস্তলে আগন্তুকের চোখ ধাঁধানো ক্ষিপ্রতা নিজের চোখে দেখা। লোকটা পিস্তল না হাত চালাবে সেটা একটা প্রশ্ন বটে, কিন্তু জবাব জানার ইচ্ছে হলো না বারটেন্ডারের। একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল সে।

'আর একবার জিজ্ঞেস করছি, রেইন্ট্রি কোথায়?'

'অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নে,' হিংস্র কণ্ঠে জবাব দিল বারটেন্ডার। 'যাও, ওর কাছে গিয়ে মরো!'

পিছিয়ে এল ফ্র্যাঙ্ক। পেছনে তাকিয়ে দেখল, পিস্তলের বাঁটে হাত রেখে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে রাস্টি, সতর্ক। ঘুরে স্যালুন ছেড়ে বেরিয়ে এল ফ্র্যাঙ্ক, পেছনে রাস্টি কনার্স।

'নতুন এসেছ,' বলল সে, 'বেশ দ্রুত এখানকার রীতিনীতি শিখে নিচ্ছ তুমি।'

'অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়ন কোন্ দিকে?' জিজ্ঞেস করল ফ্র্যাঙ্ক।

'সীমান্তের কাছে এসপাদা ক্রিকে মুখ খুলেছে একটা ক্যানিয়নের, ওটাই অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়ন—রিটা উইলিয়ামসের আস্তানা।'

'সে আবার কে?'

'সীমান্তের সম্রাজ্ঞী ডাকে সবাই। আধা-আইরিশ আধা-মেক্সিক্যান এক বাঘিনী। পুরো দক্ষিণ-পুবে ওর মত সুন্দরী মেয়ে আর একটাও পাবে না। কিন্তু একবার যদি কখনও রেগে যায়, রক্ষা নেই। মেয়েটা একা নয়, সঙ্গে ক্রিস মেহ্‌লার আছে—আধা-ইয়াকু ইন্ডিয়ান—ইউস্টনের মত চালু পিস্তলবাজ। ব্লাড হাউন্ডের মত ট্র্যাক করতে জানে, পাদ্রীর মত বিশ্বস্ত; বিরাট শরীর—বোধ হয় টনখানেক হবে তার ওজন।'

'অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়ন একটা শহর?'

'উঁহুঁ। তবে ওখানে স্যালুন আছে, ডান্স হল আছে; চল্লিশজন লোক ঘুমোতে

পারবে এমন একটা বাঙ্কহাউস পাবে; তাছাড়া বিশাল একটা বার্ণ, করাল আর বেশকিছু ঘর-বাড়িও আছে। আইন-কানুনের বালাই নেই ওখানে, সীমান্তের ওপারে পালানোর সময় চাইলে যতদিন খুশি গা ঢাকা দিয়ে থাকা যায়। আত্মগোপন করার দরকার হলেই সোজা অ্যাপ্ল ক্যানিয়নে চলে যায় বার্ট রেইন্ট্রি। আবার সীমান্তের দু'ধারে একসঙ্গে কোন কাজ পড়লেও যায়।'

'পথের কি অবস্থা?'

কাঁধ ঝাঁকাল কনার্স। 'শকুন, হাজার হাজার র‍্যাটল-স্নেক, ভাবতেও পারবে না এমন ঘন ঝোপ-জঙ্গল আর লক্ষ লক্ষ পোকা মাকড়ে ভরা—মাকড়শা, বিছা—কামড়ে দেবার জন্যে মুখিয়ে আছে। কাঁটা গাছেরও অভাব নেই।

'ঝোপের আনাচেকানাচে ট্রেইল আছে, তবে সেসব তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে। পথ হারিয়ে যদি না মরো, হয়তো, আবার বলছি, হয়তো অ্যাপ্ল ক্যানিয়নের দেখা পাবে।

'কিন্তু ওখানে পৌঁছুনো মাত্র মরতে হবে তোমাকে। ক্রিস মেহ্লার ছাড়া অ্যাপ্ল ক্যানিয়নের সবাই রেইন্ট্রির বন্ধু; মেহ্লারও বাইরের কাউকে সহ্য করতে পারে না।'

'রিটা উইলিয়ামস সম্পর্কে বলো?'

'এক নম্বর, ওর মাঝে কোন কপটতা নেই...গায়ে হাত দাও, কেউ কিছু বোঝার আগেই হাতটা হারাবে...তারপর ওরা খুন করবে তোমাকে। সীমান্তের দু'পাশে সব মিলিয়ে ওর কয়েক হাজার গরু আছে...কিন্তু চুরি করবে; এত বড় বুকের পাটা কারও নেই।

'অ্যাপ্ল ক্যানিয়নের মালিক ও-হর্তাকর্তা। ডান্স হলে নিত্যদিনই তিনচারজন মেয়ে পাবে—একসঙ্গে নাচো নয়তো কিছুক্ষণ গল্পগুজব করো—ব্যস, ওই পর্যন্তই। বাঙ্কহাউসকে ও হোটেলের মত ভাড়া দেয়—ভাড়া অসম্ভব চড়া।

'ইচ্ছে মত দর হাঁকে ও, কারণটা সহজঃ হয় তার দাবী মিটিয়ে দাও নইলে সোজা জঙ্গলে গিয়ে রাত কাটাও। ওর বার ছাড়া আর কোথাও গলায় ঢালার মত কিছু পাবে না, অবশ্য কুয়োর পানি খেতে চাইলে ভিন্ন কথা।

'রিটার কথায় ওঠ-বস করে ক্রিস মেহ্লার। রিটা কাউকে খুন করতে বললে বিনা দ্বিধায় খুন করবে সে। বেড়ালের মত ক্ষিপ্র তার চালচলন। ওকে সহজে ঘাঁটাতে যায় না কেউ।

'মেক্সিকো সিটি, স্যালটিলো, মন্টেরি আর অস্টিনে বড় বড় রুই-কাতলাদের সঙ্গে লাইন আছে রিটার। কিন্তু তাদের পরিচয় জানা যায়নি—ওদের কাছে তার কখনও সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে কিনা তাও বলতে পারব না।'

'তার সঙ্গে রেইন্ট্রির সম্পর্ক?'

'কিছু না, জায়গাটা রেইন্ট্রির জন্যে সুবিধেজনক—ব্যস। কয়েকবার আমি নিজেও গেছি ওখানে, যদ্দূর বুঝেছি, রেইন্ট্রির ওখানে অবস্থানের ব্যাপারে একেবারে উদাসীন ছিল মেয়েটা।'

সকালে দক্ষিণে রওনা হলো ফ্র্যাঙ্ক। আস্তাবলের দরজায় দাঁড়িয়ে চিন্তিত চেহারায়

ওর দিকে তাকিয়ে রইল রাস্টি কনার্স। নসেসের দিকে চলে যাওয়া একটা ট্রেইল ধরে কিছুক্ষণ এগিয়ে ঘোড়া ঘোরাল ফ্র্যাঙ্ক, ঘন ঝোপের মাঝে পথ করে এগিয়ে চলল পশ্চিমে।

বারবার ট্রেইল বদল করছে ও, সূর্যের অবস্থান দেখে মোটামুটি দক্ষিণ-পশ্চিমে এগিয়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ আড়ালে আবডালে এগিয়ে মানুষের উপস্থিতি নজরে না পড়ায় আড়াল ছেড়ে মোটামুটি ঘেসো জমিতে বেরিয়ে এল ফ্র্যাঙ্ক, চলার গতি বাড়াল।

এতক্ষণ এরই অপেক্ষা করছিল যেন বাকস্কিন, ছুটতে শুরু করল। সূর্যাস্তের বেশ আগেই লস্ট ক্রিক ভ্যালির দিকে প্রায় আধাআধি দূরত্ব পেরিয়ে এল ফ্র্যাঙ্ক। এবার গতি কমাল ও, একটু পর পর ব্যাক-ট্রেইল পরখ করছে। ওকে অনুসরণ করা হচ্ছে, এমন মনে করার কোন কারণ ঘটেনি, তবু ঝুঁকি নিতে চাইল না। হঠাৎ উত্তরমুখী একটা অস্পষ্ট ট্রেইল পেয়ে চট করে ঘোড়া ঘুরিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেল ও, তারপর রাশ টেনে কান পেতে অপেক্ষা করতে লাগল। অনেকক্ষণ কেটে গেল, কিন্তু ঘোড়ার খুরের আওয়াজ কিংবা অন্য কোনরকম শব্দ পাওয়া গেল না। কেউ অনুসরণ করে থাকলেও এখানে আসতে আসতে আঁধার ঘনিয়ে আসবে। ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে উত্তরে এগোল ফ্র্যাঙ্ক, ঝোপের মধ্যে কোন ফাঁকা জায়গা পাওয়া যায় কিনা দেখছে। অবশেষে পাওয়া গেল, খোলামেলা ঘাসে ঢাকা প্রান্তর, এখানে-ওখানে প্রায় মানুষসমান উঁচু ক্যাকটাস মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঠের ওপর দিয়ে প্রায় পোয়া মাইলের মত পশ্চিমে এগোল ফ্র্যাঙ্ক, তারপর দক্ষিণে চলল খানিকক্ষণ।

চাঁদ দেখা দিল আকাশে। একটা শীর্ণ ক্রিক অনুসরণ করে চেনা অচেনা অসংখ্য গাছে-ভরা একটা জায়গায় পৌঁছুল ফ্র্যাঙ্ক। এখানে বাকস্কিনকে পানি খাইয়ে ওটাকে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধল। তারপর বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল, ঘুম নেমে এল দুচোখে।

কিছুক্ষণ পর জেগে উঠে ফের রওনা হলো ও। দু'দু'বার র‍্যাটল-স্নেকের দেখা পেল, এড়িয়ে গেল ওদের। একবার ওকে দেখে ভয়ে পালাল একটা কয়োটে, পুকুরে পানি খাচ্ছিল জন্তুটা। কিন্তু কোন মানুষের দেখা পাওয়া গেল না। ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে এল ঝোপ-ঝাড়। মোটামুটি খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল ফ্র্যাঙ্ক। চারপাশের এবড়োখেবড়ো রুক্ষ এলাকার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে।

এখানে এছাড়া উপায় নেই। অ্যাংলো এবং মেক্সিক্যান আউট-লরা আইনকে ফাঁকি দিয়ে সীমান্ত পেরুনোর জন্যে এ-পথে দক্ষিণে ছোটে—দ্রুত পালিয়ে যাবার জন্যে এরা যে কোন অপরাধ করতে পিছ পা হবে না।

বার্ট রেইন্ট্রির কথা ভাবতে শুরু করল ফ্র্যাঙ্ক। কেন অমন করল রেইন্ট্রি? প্রশ্নটা অনবরত খোঁচাচ্ছে ওকে; কিন্তু স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়ে সন্তোষজনক কোন জবাব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। লোকটা বিপজ্জনক, জানে ফ্র্যাঙ্ক। ওকে সে খুন করতে চেয়েছিল এবং সুযোগ পেলেই ফের চেষ্টা করবে—তা-ও জানে। কিন্তু খামোকা ওকে বেছে নিল কেন রেইন্ট্রি?

ও কি কোনভাবে রেইন্ট্রির কাজে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে? তার স্বার্থ উদ্ধারে

বাদ সেধেছে? ওর আসল পরিচয় জেনে গেছে সে? ভ্যান ডেভিসের সঙ্গে ওর বন্ধুত্বের কথা ফাঁস হয়ে গেছে?

সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কা জেঁকে বসল ফ্র্যাঙ্কের মনে। ছোটার জন্যে বাকস্কিনের ব্যাকুলতাকে আমল না দিয়ে চলার গতি আরও কমিয়ে আনল ও।

সংকীর্ণ খাদ, টিলা আর শুকনো ঝর্নার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। মাঝে-মধ্যে এক-আধটা কাঁটাগাছ, ঘেসো জমি কিংবা ক্যাকটাস আর মেসকিটের ঘন ঝোপ চোখে পড়ছে।

বটাল্লার ঘটনাবলীর মত এখানকার পরিবেশও উদ্বিগ্ন করে তুলছে ওকে। স্টিভ লর্ডের হাসি হাসি চেহারা আর ক্রুদ্ধ অ্যান স্টীলের সৌন্দর্যই সব নয়…গুরুতর কোন ব্যাপার আছে। বাতাসে মৃত্যু আর বারুদের গন্ধ ভাসছে এখানে। উদ্যত পিস্তল হাতে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সমান শক্তিশালী প্রতিপক্ষের হাতে মৃত্যু নয়; এ-মরণ গুপ্তঘাতকের হাতে।

শুধুই কি একটা সাধারণ রেঞ্জ-ওঅর এটা? নাকি অন্য কোন রহস্য আছে?

কাঁটাতারের বেড়া তুলে রেঞ্জ ঘেরার হুমকির প্রতিক্রিয়া কতখানি মারাত্মক হতে পারে জানে ফ্র্যাঙ্ক। সবার গরু-বাছুর এখন ইচ্ছেমত একসঙ্গে চরে বেড়াচ্ছে। রাউন্ড আপের সময় হলেই কেবল ওদের আলাদা করা হয়। সুযোগ পেলে, যাদের গরু নেই তারাও ব্র্যান্ডিংয়ের কাজ করে মুফতে কিছু গরুর মালিক বনে যাচ্ছে। বেড়া দেয়ার পর এর পরিসমাপ্তি ঘটবে। বিত্তবান র‍্যাঞ্চাররা বেড়া তুলে বিস্তীর্ণ জায়গা দখল করে অন্যদের উৎখাত করবে–সীমানা বরাবর পাহারা বসাবে; স্টীল তো বলেইছে, উইনচেস্টার হাতে টহল দেবে তার রাইডাররা।

জমি সরকারের, কিন্তু ধনী র‍্যাঞ্চারদের সে কথা বোঝাবে কে?

ভূমিহীন খুদে র‍্যাঞ্চাররা দেখতে পাচ্ছে, তাদের জীবিকার ওপর হামলা আসছে; অবস্থা এমনিতেই খারাপ, তার ওপর নতুন বিপদ দেখে খেপে উঠছে তারা–ওদের অনেকেই জমি রক্ষার জন্যে প্রাণপণ লড়াই করবে। কিন্তু জ্যাকসনের মৃত্যুতেই পরিষ্কার হয়ে গেছে চূড়ান্ত ফলাফল কি হতে যাচ্ছে।

পিস্তলবাজ ভাড়া করার আর্থিক সঙ্গতি বা কাঁটাতার কেনার সামর্থ্য অধিকাংশ খুদে র‍্যাঞ্চারের নেই। বড় র‍্যাঞ্চাররা বিশাল এলাকা দখল করে নিলে বাধ্য হয়ে অল্প জমিতে গরু চরাতে হবে ওদের, আর সবচেয়ে বড় কথা–পানির উৎসের কাছ থেকে সরে যেতে হবে। পানি ছাড়া জমি মূল্যহীন–একথা কে না জানে?

ফলে সীমানার বেড়া কাটা হচ্ছে। লোকজন সশস্ত্র অবস্থায় চলাফেরা করছে রেঞ্জে। সদা প্রস্তুত। একা হলেও খুদে র‍্যাঞ্চাররা কম বিপজ্জনক নয়; ওরাও অস্ত্রের ভাষায় কথা বলতে জানে। এদের কেউ কেউ হয়তো এক সময় সৈনিক ছিল, ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়েছে, কিংবা মোষ শিকার করেছে–সশস্ত্র সংঘর্ষ এদের কাছে নতুন নয়।

এখন একটা দুঃসময় যাচ্ছে। গুলি করে তারপর প্রশ্ন করে লোকে। আউট-ল স্যাম ব্যাস দেশজুড়ে ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে; জন ওয়েসলি হারডিনের হত্যার তালিকা ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে; এবং এদিকেই কোথাও আখড়া বসিয়েছে কিং ফিশার, সীমান্তের দুদিকে সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচ শতাধিক অনুচর আছে তার; ফিশার নাকি

বাঘের ছালে তৈরি চ্যাপস পরে, তার সোমব্রেরোতে রুপোর ব্যান্ড লাগানো, রুপোয় মোড়ানো পিস্তলের বাঁটে মুক্তোর কাজ করা।

কয়েকশো দাগী আউট-ল ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে টেক্সাসে; আরও অন্তত শ-পাঁচেক আউট-ল আছে নিউ মেক্সিকোয়—এখান থেকে সামান্য পশ্চিমে। এরা সবাই অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এটাই ওখানে বিরোধ নিষ্পত্তির স্বীকৃত পন্থা—পুবে, এমনকি ইয়োরোপেও এই রীতির প্রচলন রয়েছে।

একটা রিজের মাথায় দাঁড়িয়ে লস্ট ক্রিক ভ্যালির দিকে তাকাল ফ্র্যাঙ্ক, যদ্দূর চোখ যায়; শুধু চকচকে কাঁটাতার। তবে লস্ট ক্রিকের এদিকটায় খুব বেশি তার খরচ করতে হবে না: আকাশ-ছোঁয়া ক্লিফ আর ক্যানিয়ন পুরো এলাকাটিকে সুরক্ষিত করে রেখেছে। এখানে পানির অভাব নেই। টিলার মাথা থেকে লস্ট ক্রিকের দিকে একবার তাকিয়েই এর ওপর সবার নজর পড়ার কারণ বুঝে ফেলল ও। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি পানি আছে এখানে, সবুজ সতেজ ঘাস আছে। লোকে এ জায়গা দখল করতে চাইবে—এটাই তো স্বাভাবিক।

'বুঝছি না রে, বাক,' ঘোড়ার উদ্দেশে বলল ফ্র্যাঙ্ক, 'বেড়ার ব্যাপারটা খোলাসা হচ্ছে না। এটা ঠিক বেড়া দিলে কৃষকরা যেমন নিশ্চিন্তে ফসল ফলাতে পারবে, র‍্যাঞ্চাররাও গরু উন্নত করার একটা সুযোগ পাবে। লংহর্নের দিন চলে যাচ্ছে, বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

'আমাদেরও বোধ হয় চলে যাওয়া উচিত, বাক। আমরা স্বাধীন, যেখানে ইচ্ছে যেতে পারি। আর এই বেড়াও আমাদের পছন্দ নয়। উত্তরে ডাকোটা, ওয়াইওমিঙ কিংবা আরও দূরে কানাডায় চলে গেলে কেমন হয়?'

শেষ বিকেলে ঝোপ-ঝাড় আর বোল্ডারের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া একটা সংকীর্ণ ট্রেইলে পৌঁছুল বাকস্কিন। কোন ভাল মানুষের এ-পথে চলাচল করার কথা নয়, তবে ফ্র্যাঙ্ক যার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে তার সততা প্রশ্নাতীত—অধিকার আদায়ের জন্যে শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করবে সে।

হঠাৎ কয়েকশো গজ প্রশস্ত একটা গহ্বরে নেমে গেল ট্রেইলটা। গহ্বরের প্রায় মাঝামাঝি আসার পর যা খুঁজছিল পেয়ে গেল ফ্র্যাঙ্ক। স্যাডল থেকে নেমে ঘোড়াকে একটা বোল্ডারের আড়ালে নিয়ে এল। একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে পশ্চিমে হেলে পড়া বিদায়ী সূর্যের দিকে তাকাল। ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে ছায়াগুলো, অস্তাচলগামী সূর্যের আভায় রক্তের মত লাল বর্ণ ধারণ করেছে পাহাড়-চূড়া।

নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়েছিল ও। ঘুম ভাঙতেই দেখল তারারা মিটমিট করছে আকাশে। অন্তত কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়েছে আন্দাজ করল ফ্র্যাঙ্ক।

নীরব-নিথর চারপাশ। একমুহূর্ত নিঃসাড় পড়ে রইল ও, কান পেতে অস্বাভাবিক কোন শব্দ শোনা যায় কিনা দেখল। হঠাৎ একটা পিস্তলের নলে তারার আলোর প্রতিফলন চোখে পড়ল ওর। একটা পাথরের ওপাশ থেকে ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে আছে। ফ্র্যাঙ্ক একটু নড়ে উঠতেই অগ্নি বর্ষণ করল ওটা। গুলির শব্দ শুনল ফ্র্যাঙ্ক। এই সময় হঠাৎ ঘাড়ের পেছনে প্রচণ্ড এক রদ্দা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ও, জ্ঞান হারানোর আগ মুহূর্তে দীর্ঘ আঠাল কিসের যেন ছোঁয়া

লাগল গালে…

অনেক, অনেকক্ষণ পর, মাথার ভেতর প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে চোখ খুলল ফ্র্যাঙ্ক, কয়েকহাজার লোক অবিরাম হাতুড়ির বাড়ি মারছে যেন খুলির ভেতর।

দুটো পাথরের ফাঁক দিয়ে একটা তারার দিকে তাকাল ফ্র্যাঙ্ক, পরক্ষণে দীর্ঘ একটা অবয়ব চোখে পড়ল ওর। মানুষের মত লাগছে।

আপ্রাণ চেষ্টায় চিত হয়ে শুলো ফ্র্যাঙ্ক, ওভাবেই পড়ে রইল কিছুক্ষণ, শক্তি সঞ্চয় করল। তারপর দু'হাতে ভর দিয়ে কোনমতে উঠে বসল। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না কিছু। দু'হাঁটু ভাঁজ করে তার ওপর হাতজোড়া রেখে মাথা এলিয়ে দিল ও। অনেকগুলো মুহূর্ত কেটে গেল।

অবশেষে দুপাশে হাত নামিয়ে দু'টো পাথরে ভর দিল ফ্র্যাঙ্ক, মাথা ঘুরছে, তবু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। বোল্ডারের গায়ে হেলান দিয়ে পিস্তলজোড়া খুঁজল। নাহ্, জায়গামতই আছে।

মারা গেছে জেনেই লোকটাকে ফেলে রেখে গেছে হত্যাকারী। লাশের মাথায় হাত বুলাল ফ্র্যাঙ্ক, রক্ত জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে গেছে চুলগুলো।

আশপাশে হাতড়াতেই লোকটার টুপি খুঁজে পেল ফ্র্যাঙ্ক; গলায় ঝুলিয়ে নিল ওটা। মাথায় টুপি পরার অবস্থা নেই ওর। হাতড়ে হাতড়ে বোল্ডারের উল্টোদিকে এসে বাকস্কিনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। কান খাড়া করে ডাক ছাড়ল হলদে ঘোড়াটা।

'রাগ করিসনে, বয়,' ফিসফিস করে বলল ফ্র্যাঙ্ক, 'এতক্ষণে আস্তাবলে খড় খেয়ে ঘুমোনোর কথা ছিল তোর।'

বোল্ডারের পেছন থেকে ঘোড়া নিয়ে এসে ফের লাশটার দিকে তাকাল ফ্র্যাঙ্ক, এবার একটা ঘোড়াও দেখতে পেল ও—একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে।

বিপদ মোকাবিলার জন্যে তৈরি হয়ে পিস্তল হাতে লাশের দিকে এগিয়ে গেল ফ্র্যাঙ্ক।

তারার ম্লান আলোতেও লোকটার চেহারা পরিষ্কার দেখতে পেল—অপরিচিত। হঠাৎ দেখল লাশের মুঠি থেকে একটা শাদা কাগজ উঁকি দিচ্ছে; বের করে নিল ওটা…একটা খাম। মাথার ভেতর দপ দপ করছে, বসে পড়ল ফ্র্যাঙ্ক, ফস্ করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালল। দোমড়ানো-মোচড়ানো খামটা, নিশ্চয়ই পকেটে ছিল, খামের গায়ে আঁকাবাঁকা হরফে লেখা:

পেছন থেকে গুলি করা হয়েছে আমাকে।
ভ্যান ডেভিসের সাহায্য দরকার—তাড়াতাড়ি।
ওর পক্ষে আসা সম্ভব নয়।

পিট ক্যাসুজ, লস্ট ক্রিক র‍্যাঞ্চ, এই ঠিকানায় পাঠানো হয়েছিল খামটা।

চিঠিটা পকেটে ভরে স্যাডলে চাপল ফ্র্যাঙ্ক, তারপর ট্রেইল ধরে র‍্যাঞ্চের দিকে ঘোড়া ছোটাল। চারপাশের পরিবেশ দেখে বুঝতে পারছে র‍্যাঞ্চে পৌঁছুতে খুব দেরি নেই। শত্রুরা, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ভ্যান ডেভিসের র‍্যাঞ্চের ট্রেইলে ওত পেতে আছে, যাতে কেউ ওখানে যেতে বা ওখান থেকে বেরুতে না পারে।

হঠাৎ সুযোগ পেয়ে ট্রেইল ছেড়ে সরে এল ফ্র্যাঙ্ক, একটা ঢিবির ঢাল বেয়ে

ব্যাকস্কিনকে নিয়ে চূড়ায় উঠে এল। চারপাশ উন্মুক্ত হলেও ট্রেইল থেকে দূরে আছে ও। র‍্যাঞ্চের অবস্থান আর পথ নির্দেশ করা একটা ম্যাপ আগেই পেয়েছিল; রাস্টি কনার্সের কাছে বর্ণনা শুনে আরও নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে। র‍্যাঞ্চে পৌঁছুতে কষ্ট হবে না।

র‍্যাঞ্চ থেকে কয়েক মাইল দূরে থাকতেই দিগন্তে আগুনের আভাস দেখতে পেল ফ্র্যাঙ্ক, জ্বলছে র‍্যাঞ্চ হাউস।

দেরি হয়ে গেল! পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে একটা ঘর, ভ্যান ডেভিস এখনও বেঁচে আছে কিনা কে জানে!

আচমকা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল একটা লোক। 'কে, জো নাকি?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থামাল ফ্র্যাঙ্ক, জবাব দিল না। আরও কাছে এল লোকটা। 'ব্যাপার কি, জো?'

পরিচিত কণ্ঠস্বর, স্পার স্যালুনে এর সঙ্গে মারপিট হয়েছিল বোধ হয়। জ্বলন্ত র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে কিসের যেন পতনের শব্দ ভেসে এল, লকলকিয়ে উঠল লেলিহান শিখা। সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরকে চিনতে পারল ওরা।

একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল লোকটা, ঢোক গিলে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল; কিন্তু তাক করা ছিল ফ্র্যাঙ্কের উইনচেস্টার, বিনা দ্বিধায় ট্রিগার টিপে দিল ও।

বিকট শব্দে খান খান হলো রাতের নিস্তব্ধতা। দু'হাতে পেট চেপে ধরে সামনে ঝুঁকে পড়ল প্রতিপক্ষ।

'একটা গেল, ভ্যান, একটা শত্রু কমল।'

বাকস্কিনের পেটে স্পার ছোঁয়াল ফ্র্যাঙ্ক, দ্রুত এগিয়ে চলল জ্বলন্ত র‍্যাঞ্চের দিকে।

আস্তে আস্তে নিভে আসছে আগুন।

পাঁচ

রাইফেল হাতে নিবু নিবু আগুনের দিকে এগিয়ে চলল ফ্র্যাঙ্ক। ভ্যান ডেভিসকে কি ওরা মেরে ফেলেছে? হাজার মাইল দূর থেকে ছুটে আসার পরিশ্রম মিথ্যে হয়ে গেল তাহলে?

ও আসার আগেই অনেক কিছু ঘটে থাকতে পারে। সার্বিক পরিস্থিতি এখনও পরিষ্কার নয় ওর কাছে। তবে এটুকু বুঝতে পারছে, এ অবস্থা একদিনে সৃষ্টি হয়নি, অনেকদিনের জমে ওঠা অসন্তোষের বারুদে কাঁটাতারের বেড়া অগ্নি সংযোগ করেছে মাত্র। লর্ড কিংবা স্টীল, দুজনের কেউ হার স্বীকার করার মানুষ নয়—আসলে টেক্সাসের যে কোন র‍্যাঞ্চারের কাছে তার নিজের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত—কারও মতামতের পরোয়া করে না।

অনেক বছর আগেই এখানে এসে নামমাত্র দামে বিস্তীর্ণ এলাকা কিনে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে টেক্সাসের বড় বড় র‍্যাঞ্চাররা। নিজের অধিকার আর দেশের উন্নয়নে তাদের অবদান সম্পর্কে টনটনে জ্ঞান রাখে ওরা। ঘাসে ভরা মাঠ আর গরু বাছুর নিয়ে গড়ে উঠেছে তাদের সাম্রাজ্য–কিন্তু পানি না থাকলে এগুলোর কানাকড়িও মূল্য নেই।

ওদের পরেও আরও অনেকে এসেছে, জমিতে লাঙ্গল চালিয়ে ফসল ফলিয়েছে; ওঅটর হোল কিংবা ছোটখাট কোন ঝর্নার ধারেই ওদের আবাস–এখন এসব পানির উৎসকে নিজের বলে ভাবতে শুরু করেছে ওরা। এরপর এসেছে খুদে র‍্যাঞ্চাররা–বড় র‍্যাঞ্চারদের কাছে ওদের পরিচয়–ছিঁচকে চোর। অল্প কয়েকটা গরুর মালিক হয়েও ব্র্যান্ডিংয়ের ছাঁচ হাতে ঘুরে বেড়াবে ওরা, আস্তে আস্তে বাড়িয়ে তুলবে গরুর সংখ্যা। অবশ্য বড় র‍্যাঞ্চাররাও ব্র্যান্ডিংয়ের সময় কার গরুর গায়ে মার্কা দিচ্ছে সেদিকে খুব একটা খেয়াল করে না।

প্রায়ই দেখা যায় খুদে র‍্যাঞ্চারের কাছে কোন ষাঁড় নেই। উন্মুক্ত রেঞ্জে নিজের গরু ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে সে। বড় র‍্যাঞ্চারের ষাঁড়ই ওর সমস্যার সমাধান করে দেয়…তাই বড় র‍্যাঞ্চারদের অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন, একথা বলা যায় না।

কাঁটাতারের বেড়া এ-অবস্থা পাল্টে দেবে। ঘিরে ফেলা হবে রেঞ্জ, মালিক ছাড়া আর কেউ ওঅটর হোলের সুবিধে লাভ করতে পারবে না; এবং ইচ্ছেমত ষাঁড়ের প্রয়োজনও মেটানো যাবে না। যাদের আর্থিক সঙ্গতি আছে কেবল তারাই উন্নত ষাঁড় কিনে গরুর পাল বড় করে তুলতে পারবে।

লস্ট ক্যানিয়নের কথা আগেও শুনেছে ফ্র্যাঙ্ক। জায়গাটা মেক্সিকো সীমান্তের কাছাকাছি এবং গরু আর ঘোড়া চোরেরা বহুদিন এটাকে হাইডআউট হিসেবে ব্যবহার করত বলে র‍্যাঞ্চাররা এড়িয়ে গেছে। বছরের প্রতিটি ঋতুতে এখানকার ঝর্নায় পানি পাওয়া যায় দেখে র‍্যাঞ্চাররা প্রলুব্ধ হয়েছে, কিন্তু এখানে গরু ছেড়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব উধাও হয়ে গেছে। তারপরও, লর্ড এবং স্টীল দু'জনেই মনে মনে ভেবেছে জায়গাটা ওদের…দখল না নিলে কি হবে? কেউ একজন দখল করার চেষ্টা করলে তখন ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

কিন্তু ওদের হতবাক করে হঠাৎ ভ্যান ডেভিস এসে হাজির হলো, মেক্সিকো থেকে গরু আনাল–জেঁকে বসল এখানে। ভ্যান ডেভিস কঠিন লোক, কোনরকম হঠকারিতা সহ্য করতে পারে না। লর্ড, স্টীল দু'জনেই বিরক্ত হলো ওর উপস্থিতিতে, যার যার নিজস্ব কায়দায় ওকে উৎখাত করার চেষ্টা করল। কিন্তু ভ্যান ডেভিস ওসবে অভ্যস্ত, টলল না। একাই ওদের ঠেকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন লর্ড আর স্টীল ওর র‍্যাঞ্চে যাওয়া-আসার পথে বেড়া দিতে শুরু করেছে, আমদানি করছে গানহ্যান্ড; তাই বাধ্য হয়ে ওর সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে ডেভিস। তাছাড়া, ফ্র্যাঙ্ক জানে, ভ্যান ডেভিসের নিজস্ব লোকদের হয় দেশছাড়া করা হয়েছে নয়তো হাই জ্যাকসনের মত খুন করা হয়েছে। জ্যাকসন মাঝেমধ্যে ডেভিসের হয়ে কাজ করত।

ঝোপ-ঝাড়ের অন্ধকার ছায়ায় ছায়ায় ধীর গতিতে এগোচ্ছে ফ্র্যাঙ্ক। হঠাৎ

আগুনের কাছ থেকে ভ্যান ডেভিসের পুরোনো শার্পস পয়েন্ট-ফাইভ-জিরোর গর্জন ভেসে এল। পরমুহূর্তে একসঙ্গে অনেক ক'টা রাইফেল পাল্টা জবাব দিল।

একটা উপড়ে পড়া লীণ-টু'র দেয়ালের কাছে মৃদু আন্দোলন চোখে পড়ল ফ্র্যাঙ্কের। চকিতে বাকস্কিনের পেটে স্পার ছোঁয়াল ও। দেয়ালের ওপর দিয়ে লাফ দিল ঘোড়াটা, সময় নষ্ট না করে লুকিয়ে থাকা শত্রুদের দিকে উইনচেস্টার থেকে বুলেট বৃষ্টি ঝরাল ফ্র্যাঙ্ক। তারপরই ঝড়ের বেগে ছুটে গেল জ্বলন্ত র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে।

আচমকা একটা লোক উদয় হলো ওর সামনে, গুলি করার জন্যে পিস্তল ওঠাল। কিন্তু সে-সুযোগ আর পেল না সে। বাঁ হাতে লাগাম ধরল ফ্র্যাঙ্ক, উইনচেস্টারটা ডান হাতে পিস্তলের মত ধরে পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে ট্রিগার টিপল।

মৃত্যু-আতঙ্কে বিস্ফারিত হলো লোকটার চোখ। ধপাস করে চিত হয়ে পড়ল সে। তাকে ফেলে সামনে ছুটল ফ্র্যাঙ্ক। চারদিকে বাতাসে শিস কাটছে শত্রুর বুলেট।

মোটাসোটা একটা করাল-পোস্টের কাছে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছে ভ্যান ডেভিস। এক লাফে স্যাডল থেকে নেমে পড়ল ফ্র্যাঙ্ক, ছোট একটা বার্নের অনিশ্চিত আশ্রয়ের দিকে পাঠিয়ে দিল বাকস্কিনকে।

পা-জোড়া মাটি স্পর্শ করতেই ঘুরে দাঁড়াল ফ্র্যাঙ্ক, একের পর এক গুলিবর্ষণ করে চলল ওর রাইফেল। রণে ভঙ্গ দিয়ে যার যার ঘোড়ার দিকে ছুটল শত্রুর দল—ওদের একজনকে ঘায়েল করল ফ্র্যাঙ্ক। এলোপাতাড়ি পা ফেলে দৌড়ে যাচ্ছে আরেকজন। উইনচেস্টার নামিয়ে রাখল ফ্র্যাঙ্ক, পিস্তলজোড়া উঠে এল হাতে, পালা করে দুই পিস্তলের ট্রিগার টিপে চলল ও।

হঠাৎ গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দ থেমে গেল, নিস্তব্ধতা নেমে এল চারদিকে। এক এক করে পিস্তল দু'টো গুলি ভরে হোলস্টারে রাখল ফ্র্যাঙ্ক, তারপর উইনচেস্টারও রিলোড করল।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল ভ্যান ডেভিস। 'এত দেরি হলো যে?' হাসি মুখে বলল সে। 'লড়াই শুরু হওয়ার আগে আসলে তো কাজ হত!'

'কেন, তোমার মজায় ভাগ বসাতে? বুড়ো শেয়াল, তোমার তো আর সাহায্য লাগবে না, কথা বলার কেউ নেই তাই আমাকে ডেকেছ। এটা একা থাকার ফল, ভ্যান।'

ফ্র্যাঙ্কের কাঁধ চাপড়ে দিল কালো দাড়িঅলা ভ্যান ডেভিস। 'আর কারও কাছে যাবার উপায় ছিল না, ফ্র্যাঙ্ক। ইউস্টনরা আসছে শুনে...মানে শার্পস-এ হাত আমার ভালই চলে, কিন্তু ওই হার্ডকেসদের ঠেকানো আমার সাধ্যের বাইরে।'

'হ্যাঁ...দু'ভাইই সমান খচ্চর,'-সায় দিল ফ্র্যাঙ্ক। 'ঠিক জানো, ওরা এখানে?'

'না...শুনেছি।'

'এরা কারা?'

'সেরেছে, কি করে বলি! স্টীলের লোকও হতে পারে আবার লর্ডেরও হতে পারে।' দাড়ি চুলকাল ভ্যান ডেভিস। 'চলো, দেখে আসি।'

ষোল-সতের বছরের এক তরতাজা তরুণ পাহাড়ী-ঢাল বেয়ে নেমে এল,

হাতে বাপের মতই একটা শার্পস।

তিনটে লাশ পাওয়া গেল, একজনকে আগেই মেরেছে ফ্র্যাঙ্ক, সুতরাং সব মিলিয়ে চার-এ দাঁড়াল মৃতের সংখ্যা। অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে ওদের...কিন্তু ভ্যান ডেভিসকে ঘাঁটাতে গেলে এমন হবে, আগেই বোঝা উচিত ছিল।

'অপরিচিতি চেহারা,' মন্তব্য করল ভ্যান ডেভিস, 'অবশ্য না চেনারই কথা, প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন লোক রাখছে ওরা।'

'বাবা,' বলল যুবক, 'এই ব্যাটাকে বটাল্লায় বার্ট রেইন্ট্রির সঙ্গে দেখেছিলাম আমি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটার চেহারা পরখ করল ফ্র্যাঙ্ক। না, একে আগে দেখেনি ও।

'ভ্যান,' নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'ইউস্টনরা এই লড়াইয়ে যোগ দিয়ে থাকলে, কোন পক্ষে গেছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ভ্যান ডেভিস। 'খোদা মালুম। অ্যাবেল ইউস্টন একবার স্টীলের র‍্যাঞ্চে কাজ নিয়েছিল, কিন্তু অ্যানকে জ্বালাতন করতে শুরু করলে ওকে তাড়িয়ে দেয় বুড়ো–ব্যাপারটা সহজভাবে নেয়নি অ্যাবেল।'

'আমার কাছে সবকিছু কেমন যেন বেখাপ্পা লাগছে,' বলল ফ্র্যাঙ্ক, 'লোকের মুখে কেবল লর্ড আর স্টীলের কথা শুনছি, ওরাও বুক চাপড়ে লড়াইয়ের কথা বলছে; কিন্তু হামলা এল দেখা যাচ্ছে রেইন্ট্রির তরফ থেকে। শহরে কোন কারণ ছাড়াই আমার ওপর হামলা চালিয়েছিল ওরা।'

'ইউস্টনদের ব্যাপারে সাবধান,' সতর্ক করে দিল ভ্যান ডেভিস। 'একসঙ্গে থাকে দু'জন, ওদের কাজে কোন খুঁত নেই। তোমাকে এমনভাবে কোণঠাসা করবে, একসঙ্গে দু'জনকে কখনও পিস্তলের নাগালে পাবে না।

'দু'টোই শয়তানের একশেষ, গোলমাল খুঁজে বেড়ায়। এমন কোন ব্যাপার নেই যাতে নাক গলায় না। প্রচুর টাকা ভাড়া হাঁকে ওরা, গুণ্ডামির অভ্যেসটা রক্তে মিশে গেছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশে তাকাল ফ্র্যাঙ্ক। 'কিছুই তো রেখে যায়নি ব্যাটারা, না? ক'দিন গা ঢাকা দেয়ার মত কোন জায়গা নেই এদিকে?'

'ইয়ে–ওদিকটায় একটা গুহা আছে আমাদের। বাড়ি বানানোর আগে ওখানেই থাকতাম, কোন কষ্ট হয়নি। আসলে সহায় সম্পত্তি কখনও ছিল না তো, অল্পেই চলে যায়। জমি বাঁচাতে পারলে বাপ-বেটা দু'জনে মিলে আবার বছর দু-একের মধ্যে ঘর-বাড়ি দাঁড় করিয়ে ফেলা কঠিন হবে না।'

'পারবে,' শান্ত কণ্ঠে বলল ফ্র্যাঙ্ক, 'খামোকা এতদূর আসিনি আমি।'

পশ্চিমকে বাসযোগ্য করার পেছনে যথেষ্ট অবদান আছে ভ্যান ডেভিসের। এখন বয়স হয়েছে–এতগুলো বছরের অক্লান্ত সেবার প্রতিদান পাওয়ার ষোলআনা অধিকার আছে ওর। ফ্র্যাঙ্ক যতক্ষণ বেঁচে আছে, বড় র‍্যাঞ্চার কিংবা কোন আউট-ল দলের সাধ্য নেই ওকে উৎখাত করে।

'পিট ক্যাসুজ আমার কাছে যাবে, আর কে জানে?' জিজ্ঞাসা ফ্র্যাঙ্কের।

'কারও জানার কথা নয়। আগে কাউহ্যান্ডের কাজ করত পিট, ইদানীং

ওদিকে পশ্চিমে নিজেই একটা র‍্যাঞ্চ খাড়া করার চেষ্টা করছিল—এখানে এসেছিল আমাদের সঙ্গে খাবে বলে, খেতে বসেছি, তখনই গোলাগুলি শুরু হলো। আমি ওকে তোমার খোঁজে পাঠালাম।'

বটাল্লায় কি ধরনের ঝামেলা হয়েছিল ডেভিসকে জানাল ফ্র্যাঙ্ক, অ্যান স্টীলের সঙ্গে টক্কর লাগার কথাও বলল।

'ইস রে, দেখতে পারলাম না!' হাসতে হাসতে বলল ভ্যান ডেভিস। 'অনেক দিন থেকে এই ওষুধ পাওনা ছিল ওর। ওরে বাবা—পাগলের মত রাস্তা জুড়ে বাকবোর্ড হাঁকায়! তবে যাই বলো, মেয়েটা কিন্তু সুন্দরী! পশম আছে, এমন যে কোন জানোয়ারের পিঠে চড়তে পারে! রিটাকে বাদ দিলে ও-ই এ-তল্লাটের সেরা সুন্দরী!'

'রিটা উইলিয়ামস, অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নের মালিক?'

'ঠিক। ধরতে গেলে একলা হাতে পুরো আখড়া সামলাচ্ছে। সঙ্গে ইয়া শরীরঅলা এক ইয়াকু-ইন্ডিয়ান—ধারে কাছে ঘেঁষার সাহস করে না কেউ।'

আগুনের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া সামান্য কিছু জিনিস গুহায় নেয়ার ফাঁকে ফাঁকে আরও কিছু কথাবার্তা বলল ওরা। গুহাটা চমৎকার, যে কোনরকম হামলার বিরুদ্ধে সহজেই প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে।

'কোনরকম গোলমালে না জড়িয়ে চুপচাপ এখানে লুকিয়ে থাকো,' ডেভিসকে বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'আমাকে বেরুতে হচ্ছে।'

অনেক রাত হয়েছে। ক্লান্ত ফ্র্যাঙ্ক, তবে ভাগ্যক্রমে লড়াই শুরুর আগে ছোট্ট একটা ঘুম দেয়ার সুযোগ পেয়েছে, আপাতত না ঘুমোলেও সমস্যা হবে না। এখানকার পরিস্থিতি ভালভাবে বুঝতে হলে আরও কিছু তথ্য জোগাড় করতে হবে। লর্ড আর স্টীলের সঙ্গে দেখা করে পুরোদস্তুর সংঘর্ষ বেধে যাবার আগেই ওদের শান্ত করার চেষ্টা চালানো দরকার।

চারজন লোকের মৃত্যু ঘটেছে; কিন্তু ওরা কোনভাবেই এই নাটকের মূল চরিত্র নয়। স্রেফ ভাড়াটে গানম্যান, টাকার বিনিময়ে পিস্তল চালায়। ওদের শূন্যস্থান পূরণ করার জন্যে আরও লোক জোগাড় করা কঠিন হবে না মোটেই।

এদিকে পিট ক্যাসুজ প্রাণ হারাল—এধরনের ক্ষতি পূরণ হবার নয়। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল লোকটা, ন্যায়ের পক্ষে অস্ত্র তুলে নিতে প্রস্তুত ছিল; ওর রক্ত বৃথা যেতে দেয়া হবে না। এবং ভ্যান ডেভিসের মত মানুষকেও বঞ্চিত হতে দেয়া যাবে না সৎ পথে জীবন ধারণের অধিকার থেকে।

চট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ফ্র্যাঙ্ক, বাকস্কিন নিয়ে ওয়েব স্টীলের র‍্যাঞ্চের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। স্টীলের সঙ্গে আলোচনায় হারাবার কিছু নেই, বরং লাভ হওয়ার সম্ভাবনা একশো ভাগ। মধ্যস্থতাকারীর কাজে তেমন দক্ষ নয় ও; কিন্তু শান্তি রক্ষায় ব্যর্থ হলে বিরাট দুটো র‍্যাঞ্চ অর্থহীন এক লড়াইতে জড়িয়ে পড়বে—কারও কোন উপকার হবে না।

কথাটা ভাবিয়ে তুলল ওকে। তাহলে? ওরা ছাড়া আর কার লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে? দুই লড়িয়ে লড়াইয়ের জন্যে খেপে আছে যদিও, এখন পর্যন্ত হাঁক-ডাক ছাড়া বিশেষ কিছু করেনি ওরা। তৃতীয় কোন ব্যক্তির ইশারাতেই ঘটেছে

সবকিছু। কে এই তৃতীয় ব্যক্তি? দুটো বড় র‍্যাঞ্চ পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে নেমে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে কার লাভ?

ভ্যান?

কথাটা উড়িয়ে দিতে পারল না ফ্র্যাঙ্ক···সত্যি তো, কতখানি জানে ও ভ্যান ডেভিস সম্পর্কে? একবার ওর প্রাণ বাঁচিয়েছিল সে। তখন তাকে সৎ র‍্যাঞ্চার বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু তা যদি না হয়? আবার এমনও তো হতে পারে, এতদিন ভাল ছিল, হঠাৎ ধনী হবার উদ্দেশ্যে আজ অসৎ পথ বেছে নিয়েছে?

স্টীলের র‍্যাঞ্চের উঠোনে ঢুকে বেশ কয়েক গজ এগোনোর পর উইনচেস্টার হাতে অন্ধকার ছেড়ে বেরিয়ে এল এক লোক।

'যথেষ্ট এগিয়েছ, মিস্টার! এবার ভাল ছেলের মত স্যাডল থেকে নেমে এদিকে এসো!'

বিনা প্রতিবাদে নির্দেশ পালন করল ফ্র্যাঙ্ক, র‍্যাঞ্চ হাউসের জানালা দিয়ে বেরুনো আলোয় লোকটা যাতে ওর হাত দেখতে পায় সেদিকে নজর রাখল। ফ্র্যাঙ্ক সামনে এগোলে অস্ত্রধারী লোকটাও খানিকটা এগিয়ে এল–একহারা গড়নের শক্ত সমর্থ লোকটাকে দেখেই ভাল লেগে গেল ওর। চেহারাই বলে দিচ্ছে মনেপ্রাণে একজন কাউহ্যান্ড– আপাতরুক্ষ চেহারার আড়ালে কোমল একটা ভাব আছে।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'ফ্র্যাঙ্ক। এদিকে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম স্টীলের সঙ্গে একটু দেখা করে যাই।'

'ফ্র্যাঙ্ক?' ঝিলিক দিয়ে উঠল লোকটার চোখের তারা। 'তোমার সাথেই অ্যান স্টীলের ঝগড়া হয়েছিল না?'

'হ্যাঁ, আমার সঙ্গেই। এখনও তেতে আছে নাকি মেয়েটা?'

'ফ্র্যাঙ্ক,' হেসে বলল বুড়ো, 'আমি জিম ওয়েস্টন–এটা যেমন সত্যি, তেমনি নিশ্চিত ধরে নাও, ভাল বিপদেই নিজেকে জড়িয়েছ তুমি। মেয়েটা সেদিন বাড়ি ফিরে কি যে করছিল! ভাবছিলাম, শেষ পর্যন্ত বেঁধে রাখতে হয় নাকি! এতকিছুর পরও এখানে আসার সাহস করলে কীভাবে? তোমাকে দেখামাত্র যদি গুলি না করেছে, দেখো!' হঠাৎ গলার স্বর বদলে গেল লোকটার। 'তা স্টীলের কাছে তোমার কী দরকার? কেন এসেছ?'

'লড়াই ঠেকাতে চাই, তাই–এ লড়াইয়ের কোন মানে নেই।'

'তোমার লাভ? খামোকা কেউ কষ্ট করতে যায় না।'

'এখানে কিসের চাকরি তোমার, ওয়েস্টন?'

'ফোরম্যানের, কেন?'

'লড়াই শেষে এই র‍্যাঞ্চের কতটুকু লাভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, বলো তো? তোমারই বা কি লাভ হবে?'

'কিচ্ছু না। গরু চরানো ছেড়ে পাঞ্চাররা এখন সীমানা পাহারা দিচ্ছে। ওদিকে আমাদের অসংখ্য গরু খোয়া যাচ্ছে; সময়ের অপচয় হচ্ছে, পয়সা নষ্ট হচ্ছে তারের পেছনে। যাই হোক, রেঞ্জওঅর থেকে কারও কখনও কোন ফায়দা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু এখন আর কোনমতেই ওই বুড়োকে

ঠেকানো যাবে না।'

'আমারও একই কথা–এসব লড়াই আমার পছন্দ নয়। আমি ভ্যান ডেভিসের পক্ষে, ও আমার বন্ধু মানুষ। ভ্যান ডেভিস যাতে লস্ট ক্রিকে টিকে থাকতে পারে সেটাই আমি চাই, ওয়েস্টন। দরকার হলে ওখানে গাছে-গাছে কিছু লাশ ঝোলাব, কিন্তু ওকে সরানো যাবে না।'

'নিজেকে বিরাট কিছু ভাবছ, না?' বলল জিম ওয়েস্টন। লোকটার দৃষ্টি দেখে ফ্র্যাঙ্কের মনে হলো ওর কথা কিছুটা প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। হয়তো ভ্যান ডেভিসের মত এ-ও একই জাতের লোক। 'কে জানে, হয়তো তাই।'

'এসব বাদ দিয়ে এসো কাজের কথা বলি। তুমি অভিজ্ঞ লোক, দক্ষ কাউহ্যান্ড, নিশ্চয়ই চাও না, কয়েকজন লোকের জেদের কারণে দেশটা ধ্বংস হোক? ভ্যান ডেভিসের সঙ্গে তোমার কি নিয়ে শত্রুতা, বলো?'

'কিচ্ছু না। ভ্যান ডেভিস অভিজ্ঞ লোক–এখানে যারা কাজ করছে তাদের চাইতে হাজার গুণ ভাল। তুমি কি বলতে চাও, বুঝেছি, কিন্তু আমার কথায় এখন র‍্যাঞ্চ চলছে না। ওয়েব কিংবা অ্যানই সব নির্দেশ দিচ্ছে।'

'এরই মধ্যে অনেক খুনোখুনি হয়ে গেছে,' বলল ফ্র্যাঙ্ক, 'আরো মানুষ মারা যাক চাই না আমি।'

'হাই জ্যাকসনের কথা বলছ?'

'জ্যাকসন আর পিট ক্যাসুজ, দুজনের কথাই বলছি–'

'ক্যাসুজ মারা গেছে?'

'আজ রাতেই…গুপ্তহত্যা। ও ছাড়াও আরও চারজন প্রাণ হারিয়েছে। ভাল একটা লড়াই হয়ে গেছে লস্ট ক্রিকে।'

একসঙ্গে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে হাঁটছিল দুজনে। থমকে দাঁড়াল জিম ওয়েস্টন। 'কাদের? আমাদের না তো?'

মাথা নাড়ল ফ্র্যাঙ্ক। 'এখানেই তো ঘাপলা। স্টীল আর লর্ডের অগোচরে অনেক ঘটনা ঘটছে এখানে। তোমাদের কারও লোক নয় ওরা। তবে ভ্যান ডেভিসের ছেলেটা বলছিল, একজনকে নাকি বার্ট রেইন্ট্রির সঙ্গে দেখেছে সে।'

'রেইন্ট্রি? বুঝলাম না।'

র‍্যাঞ্চ হাউসে পৌঁছে দরজার সামনে থামল ওরা। কবাটে টোকা দিল ওয়েস্টন। ভেতর থেকে অনুমতি পেয়ে দরজা খুলল।

বিশালদেহী ওয়েব স্টীল প্রকাণ্ড একটা টেবিলের পেছনে চেয়ার হেলিয়ে বসে আছে। শার্টের ওপর দিকের দু'টো বোতাম খোলা, লোমশ পেশীবহুল বুকের ছাতি দেখা যাচ্ছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকাল সে। ওয়েবের ডান দিকে একটা বড়সড় ইজি-চেয়ারে বসে আছে অ্যান স্টীল । ফ্র্যাঙ্ককে দেখেই ঝট করে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা, ক্রোধে আড়ষ্ট চেহারা।

কালো স্যুট পরা লম্বা-চওড়া, সুদর্শন আরেকজন লোক রয়েছে রুমে, নীলাভ-সবুজ তার চোখজোড়া, নাকের নিচে সুন্দর করে ছাঁটা সোনালি গোঁফ।

'তুমি!' বিস্ফোরিত হলো অ্যান স্টীল। 'কি সাহস, এখানে এসে পড়েছ?'

মুচকি হাসল ফ্র্যাঙ্ক, নিখাদ বন্ধুসুলভ হাসি। 'ঘরেও নিশ্চয়ই চাবুক হাতে বসে

থাকো না, নাকি থাকো?'

'ইয়াংম্যান, শুনলাম, আমার মেয়েকে নাকি একহাত দেখে নিয়েছ!' প্রথমে ফ্র্যাঙ্ক তারপর অ্যানের দিকে তাকিয়ে আবার ফ্র্যাঙ্কের দিকে চোখ ফেরাল ওয়েব স্টীল। 'কি হয়েছিল?'

'মাঝ রাস্তায় ঘোড়দৌড় দিচ্ছিল ও। আমি থাকায় ওর অসুবিধে হয়, তাই চাবুক দিয়ে মারার চেষ্টা করে আমাকে। আমি শুধু বোঝানোর চেষ্টা করেছি, ভদ্রমহিলাদের এমন করা ঠিক নয়।'

হেসে ফেলল ওয়েব স্টীল। 'নাহ্, সত্যিই তুমি বিপদে পড়েছ, ইয়াংম্যান; তবে তোমার সাহস আছে বলতে হবে। যাক, অ্যানের ব্যাপার, ও-ই দেখবে। খোদা তোমাকে বাঁচাক!'

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল ফ্র্যাঙ্ক। 'এক হাত দেখে নেয়ার কথা বলছ, আসলে উচিত ছিল কষে একটা চড় লাগানো, তাহলেই ওর শিক্ষা হত!'

নেচে উঠল ওয়েব স্টীলের চোখের তারা। 'তা যদি পারো, এখুনি একশোটা গরু দেব আমি!'

'বাবা!' প্রতিবাদ করল অ্যান। 'এই লোকটা আমাকে অপমান করছে!'

'ম্যা'ম,' সহজ কণ্ঠে বলল ফ্র্যাঙ্ক, 'এ-ব্যাপারে আমরা না হয় পরে এক সময় আলাপ করব, ঠিক আছে? আজ তোমার বাবার কাছে বিশেষ একটা প্রয়োজনে এসেছি।'

রক্ত জমে উঠল অ্যানের মুখে। কি যেন বলতে চাইল সে, কিন্তু তাকে সুযোগ না দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ফ্র্যাঙ্ক, একটা চেয়ার বেছে নিয়ে বসে পড়ল।

'মিস্টার স্টীল,' বলল ও, 'মনে করো, আমি একজন মধ্যস্থতাকারী, আপস রফার জন্যে এসেছি। দেখো, তোমরা তিনজন একটা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছ, অথচ এ-লড়াইতে তোমাদের লোকসান ছাড়া লাভ হবে না। গরু খোয়া যাবে, অযথা সময়ের অপচয় হবে, অনেক লোক মারা যাবে—কাঁটাতার আর গোলাবারুদের কথা না হয় বাদই দিলাম। তাই, চার্লস লর্ড, ভ্যান ডেভিস আর তোমাকে নিয়ে একটা মিটিংয়ের ব্যবস্থা করার কথা ভাবছি...'

'ডেভিস?' সশব্দে চেয়ার সোজা করে নিল স্টীল, 'ওই হতচ্ছাড়া বদমাশের সঙ্গে মিটিংয়ে বসব আমি—অসম্ভব! ওই জায়গা ওকে ছাড়তেই হবে, ভালয় ভালয় না ছাড়লে ঘাড় ধরে বের করব! গবেটটাকে বলে দিয়ো, যত জলদি পারে কেটে পড়তে!'

'ওই লোকটাই সব গোলমালের হোতা,' বাধা দিয়ে বলল সোনালি গোঁফঅলা। 'বেড়া কাটাসহ আরও কত কি যে করছে! মোটকথা এখানে ত্রাস সৃষ্টি করেছে।' একটু থামল সে, তারপর আবার বলল, 'আমার নাম ভিক্টর বার্জার, নিউ ইয়র্ক সিটির বাসিন্দা।'

দায়সারাভাবে লোকটাকে একবার দেখে আবার ওয়েব স্টীলের মুখোমুখি হলো ফ্র্যাঙ্ক। 'বন্দুকবাজ হিসেবে তোমারও তো এককালে খুব সুনাম ছিল, তাই না? কিছু লোক সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমে এসেছিলে, পছন্দসই জায়গা পেয়ে সংসার পেতেছ। ভ্যান ডেভিসও তা-ই করেছে—পশ্চিমে ওর চলাচল তোমার চেয়ে অনেক

বেশি; স্যান্টা ফে আর সল্ট লেক সিটিতে ও-ই প্রথম পা দিয়েছে, দেশটাকে বাসযোগ্য করে তুলেছে। এখন ও যদি নিজের পছন্দের জায়গায় ঘর বানায়…দোষটা কোথায়? তুমি কি ভিন্ন কিছু করেছ?'

একটু নড়েচড়ে বসে আবার খেই ধরল ফ্র্যাঙ্ক। 'কোমাঞ্চি আর অ্যাপাচিদের সঙ্গে লড়াই করে জায়গাটা বাঁচিয়েছে ও, সব ওঅটর হোল খুঁজে বার করেছে, লস্ট ক্রিকের জন্যে ও যা করেছে, তোমরা কোনদিনই তা করতে না। আসলে, বেড়া তোলার হুজুগ যদি শুরু না হত, তোমরা ওর পেছনে লাগতেও যেতে না।

'আমার মতে ওখানে থাকার ষোলোআনা অধিকার ভ্যান ডেভিসের আছে।'

সামনে ঝুঁকল ফ্র্যাঙ্ক। 'দেখো, স্টীল, মাত্র দু'দিন হলো আমি এখানে এসেছি, এরই মধ্যে একটা জিনিস পরিষ্কার বুঝতে পারছি, তোমাদের দুজনের অজান্তে অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছে এখানে।

'কার নির্দেশে জানি না, ভ্যানের র‍্যাঞ্চে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে আজ। নির্দেশটা তুমি কিংবা লর্ড দিয়েছ–আমার তা মনে হয় না।

'ভ্যান ডেভিসকে ঘাঁটানো হোক আমি তা চাই না। লড়াই করার শখ থাকলে তোমরা লেগে যাও, কিন্তু ভ্যানকে দয়া করে এর মধ্যে টেনো না। নইলে,' কিঞ্চিত নরম হলো ফ্র্যাঙ্কের কণ্ঠস্বর, 'আমিও লড়াইতে নাম লেখাতে বাধ্য হব।'

'ভবঘুরে কাউহ্যান্ড হয়েও বেশ বড় বড় বুলি কপচাচ্ছ,' ফোড়ন কাটল বার্জার। 'জানো, ইচ্ছে করলে তোমাকে এখানে আটকে রাখতে পারি আমরা?'

বার্জারকে পাত্তা দিল না ফ্র্যাঙ্ক। 'এখানে কথা বলার তুমি কে, জানি না,' বলল ও। লক্ষ্য করল বিস্মিত দৃষ্টিতে বার্জারের দিকে তাকিয়ে আছে অ্যান, স্টীলও অবাক হয়েছে। 'তবে মনে রেখো,' বলে চলল, 'আমাকে আটকে রাখার মত লোক এখনও পৃথিবীতে আসেনি।'

'ওকে ঘাঁটিয়ো না,' নতুন একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মোটেই বাড়িয়ে বলেনি ও।'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে রাস্টি কনার্স, সবাইকে চমকে দিতে পেরে পুলকিত হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে।

'এ-পথে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার ঢুঁ মেরে যাই, কফি খাওয়াও হবে আবার খোঁজ খবরও নেয়া যাবে–এক ঢিলে দুই পাখি আর কি!'

কি যেন বলতে চাইল বার্জার, কিন্তু বাধা দিল কনার্স। 'চুপ করে থাকো, নিউ ইয়র্কার। বকবক করলে মুখ ফসকে বাজে কথা বেরিয়ে আসতে পারে।'

হঠাৎ মুচকি হেসে ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকাল রাস্টি কনার্স। 'আর,' সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল সে, 'বাজে কথা আবার সইতে পারে না ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন!'

ছয়

বোমা ফাটল যেন ঘরের মাঝখানে। গলার কাছে উঠে এল অ্যান স্টীলের দু'হাত, চোখ ছানাবড়া। আবারও সশব্দে চেয়ার সোজা করে নিল ওয়েব স্টীল। দু'হাতে প্রচণ্ড শক্তিতে চাপড় মারল টেবিলে। এক কদম পিছিয়ে গেল জিম ওয়েস্টন, তবে সে খুব একটা অবাক হয়েছে বলে মনে হলো না।

কিন্তু, অস্বাভাবিক হলেও, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল নিউ ইয়র্কের ভিক্টর বার্জার। তার চেহারার সূক্ষ্ম পরিবর্তন ফ্র্যাঙ্কের নজর এড়াল না, মুহূর্তের জন্যে তার চোখে ভীতির ছায়া পড়েই মিলিয়ে গেল, এতই দ্রুত, সন্দেহ হলো হয়তো বা ভুল দেখেছে ও।

'কি বললে, শ্যাননন?' জিজ্ঞাসা ওয়েব স্টীলের, 'বিখ্যাত গানফাইটার শ্যানন?'

'হ্যাঁ। তবে পিস্তলবাজ হিসেবে বা অন্য কোনভাবে খ্যাতি বা কুখ্যাতি অর্জনের সাধ আমার কখনোই ছিল না। কিন্তু ভ্যান ডেভিস আমার বন্ধু—বন্ধু-বান্ধব বিপদে পড়লে আমি তো আর চুপ করে বসে থাকতে পারি না।' স্টীলের দিকে তাকাল শ্যানন। 'ঝামেলা করার উদ্দেশ্যে এখানে আসিনি আমি। তবে তোমাকে জানিয়ে গেলাম, ভ্যান ডেভিসের ওপর হামলা চালানো হয়েছে, ওর র‍্যাঞ্চ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে ওরা।'

'কি ঘটেছে?' জিজ্ঞেস করল বার্জার।

'চারজন লোক মারা গেছে, কিন্তু তাদের কেউই লর্ড বা স্টীলের লোক নয়। ভ্যান অবশ্য এখনও বহাল তবিয়তেই আছে। ভবিষ্যতেও যাতে থাকে সেটাই আমি দেখতে চাই।'

'এতগুলো মানুষ যেখানে জড়িত,' মন্তব্য করল ভিক্টর বার্জার, 'একজনের পক্ষে তেমন কিছু করা সম্ভব বলে তো মনে হয় না।'

'কখনও কখনও,' পাল্টা জবাব দিল শ্যানন, 'একজনের ওপরই সবকিছু নির্ভর করে, বার্জার।'

'ভ্যান ডেভিসের র‍্যাঞ্চ ছাই হয়ে গেছে?' কাঁধ ঝাঁকাল স্টীল। 'ওকে অবশ্য এমনিতেই ওখান থেকে পাততাড়ি গুটাতে হত। যাকগে, ও-কাজ আমার দিক থেকে করা হয়নি; তবে ব্যাটার উচিত সাজা হয়েছে।'

'তবু একটু ভেবে দেখো, স্টীল,' বলল শ্যানন, 'ভ্যান ডেভিসের বাড়িতে কে, কী উদ্দেশ্যে আগুন লাগাল? নিজেদের শক্তি দেখানোর জন্যে ঝগড়া-ফ্যাসাদ করছ তুমি আর লর্ড, কিন্তু এই সুযোগে কে ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে?

'বড় র‍্যাঞ্চার বলে নিজেদের পুরো এলাকার সম্রাট ভেবে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছ তোমরা। কিন্তু আমার ধারণা কেউ একজন দাবার ঘুঁটি হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে তোমাদের। লর্ড আর তুমি দাপাদাপি করবে, একজন অন্যজনকে খোঁচাবে, কিন্তু সাবধান পরে যেন পথে বসতে না হয়।'

'হুমকি দিচ্ছ?'

'উঁহুঁ, মোটেই না। আমি হুমকি দিই না। আসলে বন্ধুকে সাহায্য করা ছাড়া কোন উদ্দেশ্য নেই আমার এখানে।'

'তুমি একবার আহত হয়ে ডেভিসের কাছে যাওয়ার পর সে নাকি তোমাকে বাঁচিয়েছিল?'

'কথাটা মিথ্যে নয়।'

স্টীলের দিকে তাকাল শ্যানন। 'আমার পরামর্শ শুনে ভ্যান ডেভিসের সঙ্গে তোমাদের আলোচনায় বসা উচিত, তাহলে শান্তি স্থাপন করা কঠিন হবে না।'

'নিজের চরকায় তেল দাও, শ্যানন। কি করা উচিত আর কি নয়-ভাল করেই জানি আমি। পরামর্শ নেয়ার দরকার হলে পরে তোমার কাছে হাত পাতব।'

কাঁধ ঝাঁকাল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। 'যেমন তোমার মর্জি। আমার হারাবার কিছু নেই, সর্বস্ব হারাবে তুমি। ঠিক আছে, এবার তাহলে যেতে হয়।'

উঠে পড়ল ফ্র্যাঙ্ক, দরজা ঠেলে বাইরে এসে সিঁড়ি বেয়ে উঠোনে নামল। ওর বাকস্কিনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে অ্যান স্টীল। মেয়েটাকে কামরা থেকে বেরুতে দেখেছিল ও, কিন্তু তাকে এখানে দেখবে ভাবেনি।

'আচ্ছা?' কণ্ঠে গরল ঢেলে বলল অ্যান। 'আগেই বোঝা উচিত ছিল! একটা ছিঁচকে গানম্যান! অসহায় লোকদের হত্যা করে বেড়াও!'

'যাই হোক,' হাসল শ্যানন। 'ওদের একটা সুযোগ অন্তত দিই। তোমার মত আচমকা গাড়ি চাপা দিই না।'

একটু থামল শ্যানন। 'একটা কথা কি জানো, ম্যা'ম? চেহারার শয়তানি চোখে পড়ে না তো, তাই চাঁদের আলোয় তোমাকে দারুণ লাগে! বোধ হয় আমাকে গাল দিতে বেরিয়ে এসেছ? নাকি প্রেমে পড়ে গেলে? খোদাই জানে কোন্‌টা বেশি খারাপ!'

রাগের দমকে এক কদম পিছিয়ে গেল অ্যান। 'প্রেমে পড়ব তোমার! অসভ্য, বদমাশ, একটা-'

অ্যান স্টীল বক্তৃতা শেষ করার আগেই স্যাডলে চেপে ঘোড়া ঘুরিয়ে দিল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। তারপর চট করে সামনে ঝুঁকে পড়ে মেয়েটার গাল টিপে দিল, যেন একটা বাচ্চা মেয়েকে আদর করছে; পরমুহূর্তে চলতে শুরু করল ওর ঘোড়া। গান গাইছে শ্যানন:

ওল্ড জো ক্লার্ক হ্যাজ গট আ কাউ
শী ওঅজ মিউলি বর্ন
ইটস টেক্স আ জে-বার্ড ফরটি-এইট আওয়ারস
টু ফ্লাই ফ্রম হর্ন টু হর্ন।

হারানো দিনের হৃদয়-কাড়া গানটা গাইতে বেশ লাগছে।

রাগে অথবা আবেগে দিশেহারা অ্যান স্টীল থরথর করে কাঁপছে। তাকিয়ে আছে শ্যাননের গমন পথের দিকে। আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে শ্যাননের কণ্ঠস্বর। কিন্তু নড়াচড়ার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছে মেয়েটা।

আটচল্লিশ ঘণ্টাও পেরোয়নি, অথচ এরই মধ্যে কত কি ঘটে গেল! ওর হাত থেকে চাবুক কেড়ে নিল লোকটা; কড়া ভাষায় ধমক দিল; বুঝিয়ে দিল ওকে সে-

পাত্তা দেয় না; বলল ওর মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন অভদ্রের ভাব আছে, ওকে নাকি চাঁদের আলোয় দারুণ লাগে। তারপর আবার ওর গাল টিপে দিয়ে গেল!

নিজেকে বোঝাতে চাইল অ্যান–লোকটাকে সে ঘৃণা করে; কিন্তু ঘৃণা করার পেছনে স্পষ্ট কোন কারণ খুঁজে পেল না; নিজের কাছেই কেমন যেন অর্থহীন মনে হলো কথাটা।

ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন গানফাইটার, খুনী। পশ্চিমের এমন কোন লোক নেই যে নামটা শোনেনি। শ্যাননের কত হাজার কাহিনী শুনেছে ও? হাওয়া থেকে হঠাৎ উদয় হয় লোকটা, ওকে চিনতে পারে না কেউ–কাজ শেষে আবার হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

মিলিয়ে যায়? এবারও কি তাই ঘটবে? কোথেকে আসে লোকটা? কী সে? কে? এখন কোথায় যাচ্ছে?

সেদিন মাটি থেকে তুলে নেয়া প্রৌঢ়ার ছবির কথা মনে পড়ল অ্যানের। ওই মহিলা সাধারণ কেউ নয়। মহিলার চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে–নিঃসন্দেহে কোন ভাল ঘরের মেয়ে।

ওই ছবি নিয়ে ঘুরছে কেন শ্যানন? তার মায়ের ছবি? নাকি খালার?

মহিলার পোশাকের কথাও মনে আছে, পুরোনো ধাঁচের, কিন্তু সেই সময়ে এই ফ্যাশনেরই চল ছিল।

কে এই ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন?

পেছনে নড়াচড়ার শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল অ্যান স্টীল। শ্যাননকে অনুসরণ করার জন্যে স্যাডলে চাপছে রাস্টি কনার্স।

'রাস্টি?'

রাশ টানল কনার্স। 'ম্যা'ম?'

'কে লোকটা?'

'শ্যানন, ম্যা'ম? যে কোনদিন দেখেনি সে-ও জানে শ্যাননের পরিচয়। গানফাইটার, ম্যা'ম, বোধ হয় দেশের সবচেয়ে ক্ষিপ্র এবং ভয়ঙ্কর গানফাইটার।'

'সেটা জানতে চাইনি। জিজ্ঞেস করছিলাম, ওর ঘর-বাড়ি কোথায়, কী ওর সত্যিকার পরিচয়?'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল রাস্টি কনার্স। বেরিয়ে পড়ার জন্যে ওর মন আনচান করছে। কিন্তু প্রশ্নটা নিয়ে বহুবার নিজেও ভেবেছে ও। 'জানি না, ম্যা'ম,' অবশেষে সত্যি কথা বলল রাস্টি। 'এ-প্রশ্নের জবাব শ্যানন ছাড়া আর কারও জানা নেই।' হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে উঠোন থেকে বেরিয়ে গেল সে, শ্যানন যেদিকে গেছে সেদিকেই ঘোড়া হাঁকাল।

অন্ধকার রাতের দিকে চোখ মেলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল অ্যান স্টীল। দ্বিধান্বিত ও, রাগও হচ্ছে একটু একটু। প্রশ্নের জবাব মিলছে না বলে বিরক্তি বোধ করছে। মনের সঙ্গে যুঝতে হচ্ছে। নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছে, আসলে আর দশজনের মতই নামগোত্রহীন সাধারণ লোকটা, খুব সম্ভব আউট-ল–হিংস্র এবং অসৎ নিঃসন্দেহে। কিন্তু এসব কথা মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস হলো না ওর। শ্যাননের চালচলনে অন্যরকম একটা ভাব আছে…নামগোত্রহীন কেউ নয় সে।

জিম ওয়েস্টন এগিয়ে এল। 'কোন অসুবিধে, ম্যা'ম?'

'না জিম, কিছু না।' একটু পরেই আবার বলল, 'ওই লোকটা আমায় চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।'

'শ্যানন? তা ওয়েব যদি ভ্যান ডেভিসের সঙ্গে লাগতে যায় চিন্তার কারণ আছে বৈকি। ওয়েব ওকে না ঘাঁটালে চিন্তা নেই। সহজ কথা। অনর্থক শ্যানন কাউকে মেরেছে—একথা শত্রুও বলবে না। প্রায়ই ছদ্মনামে কোথাও গিয়ে হাজির হয় ও, কাউহ্যান্ডের কাজে ব্যস্ত থাকে, কারও ব্যাপারে নাক গলায় না। কাউহ্যান্ড হিসেবে ওর তুলনা হয় না...স্যাডলের সঙ্গে শ্যাননের যেন আত্মার সম্পর্ক; ল্যাসো ছোঁড়ায় রীতিমত ওস্তাদ লোক।'

'তাই নাকি? অবাক হচ্ছি, জিম, কথার ঢঙে মনে হচ্ছে তুমি ওর দলে।'

'দলাদলির কথা জানি না, ম্যা'ম। তুমি জিজ্ঞেস করলে, তাই বললাম। মোটামুটি একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছি—আর কিছু না।'

'দুঃখিত, জিম, আমি জানি। আসলে আজ মেজাজটা ঠিক রাখতে পারছি না।'

ঘাড় ফিরিয়ে অ্যানের দিকে তাকাল জিম ওয়েস্টন। 'তাই? আমিও তাই ভেবেছি।'

হাঁটতে হাঁটতে সরে গেল জিম ওয়েস্টন। রাগত চেহারায় তার দিকে চেয়ে রইল অ্যান। কি বলতে চাইল লোকটা?—জবাব খুঁজে ফিরল মনে মনে।

শ্যাননের নাগাল পেতে বেশ কয়েক মিনিট সময় লাগল রাস্টি কনার্সের। উইনচেস্টার হাতে একটা অন্ধকার ছায়ায় অপেক্ষা করছিল শ্যানন।

'কি চাও তুমি, কনার্স?'

সামনে ঝুঁকে ঘোড়ার কাঁধে চাপড় দিল রাস্টি। 'শুধু তোমার সঙ্গে থাকতে চাই, আর কিছু না। দেখতে পাচ্ছি বিনা চেষ্টাতেই আমার চেয়ে বেশি ঝামেলায় জড়াতে পারো তুমি।'

'ভাল একজন লোককে সঙ্গী হিসেবে চাইলে আমি সানন্দে তোমার সঙ্গে যোগ দিতে পারি। আগামী দিনগুলোতে মনে হচ্ছে সাহায্যের দরকার হবে তোমার।'

'ঠিক আছে, কনার্স, চলো, এগোনো যাক।'

ভোরে ঘুম ভাঙল শ্যাননের, ব্ল্যাঙ্কেটের নিচ থেকে মাথা বের করে কনার্সের দিকে তাকাল ও। এখনও নাক ডাকছে লালচুলো। উঠে বসে হাত বাড়িয়ে জুতোজোড়া তুলে নিল শ্যানন, ভাল করে ঝাঁকাল—রাতে বিছা বা মাকড়শা আশ্রয় নিয়ে থাকলে বেরিয়ে পড়বে। বিষণ্ন চেহারায় মোজার একটা ফুটোর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ও।

এখন সেলাই করার সময় নেই। পায়ে জুতো গলিয়ে উঠে দাঁড়াল শ্যানন।

সতর্কতার সঙ্গে অস্ত্রগুলো পরখ করল।

এবার গা ঢাকা দিয়ে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসে একটানা প্রায় পনের মিনিট আশপাশে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালাল। কাছেপিঠে কেউ নেই, নিশ্চিত হয়ে

বাকস্কিন নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এল। জিন চাপাল ওটার পিঠে।

লস্ট ক্রিক ভ্যালিকে সামনে রেখে সিডারে ঢাকা একটা পাহাড়ী ঢালে ক্যাম্প করেছিল ওরা। বাকস্কিনে চেপে নিঃশব্দে ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে গেল শ্যানন, কিন্তু রাস্টি জাগার আগেই আবার ফিরে এল। তারপর বেকন ভাজতে বসল।

এদিকে কেতলিতে টগবগ করে ফুটছে কফি, আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল রাস্টি।

'আরে!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'বেকন এল কোত্থেকে?'

'কেন, কালরাতে ওই মেক্সিক্যান লোকটাই তো দিল। ওর কাছে প্রায় ছ'সাতটা শুয়োর আছে।'

'ওরেব্বাপ! আর গোটা ছয়েক জোগাড় করতে পারলেই ব্যাটা বড়লোক হয়ে যাবে। এদিকে শুয়োরের মাংস তো সোনার চেয়েও দামী!'

উঠে গিয়ে কিছু ডালপালা জোগাড় করে আনল রাস্টি; তারপর ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে আবার আগুনের কাছে এসে আসন পেতে বসল। একটু পর পর আগুনে ছুঁড়ছে ওগুলো।

'ওই বার্জার লোকটা কে?' আচমকা জিজ্ঞেস করে বসল। 'আগে কখনও দেখেছ তাকে।'

'না।' মুহূর্তের জন্যে থামল শ্যানন, তারপর আবার বলল, 'তুমি?'

'নাহ্। লোকটা এদিককার কেউ নয়।'

'ভাবছি।'

'ভাবছ? মানে? সবাই বলছে, নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছে সে—পোশাক-আশাকেও তো তেমনই মনে হয়।'

'ঠিক। কিন্তু তারপরও তুমি কৌতূহলী হয়ে উঠেছ। আহত অবস্থায় ভ্যান আমাকে বাঁচিয়েছিল, সেকথা লোকটা জানে।'

'দূর, ওই গল্প এত হাজারবার বলা হয়েছে; কারও জানতে আর বাকি আছে নাকি! জন ওয়েসলি হারডিন আর ওয়াইল্ড বিল হিককের মুখোমুখি দাঁড়ানোর গল্পের মত ক্যাম্পফায়ার আর লাইনক্যাম্পে পায় প্রতিদিনই এ নিয়ে আলাপ করে সবাই, এবং প্রতিবারই নতুন নতুন ঘটনা যোগ হয়। খামোকা সন্দিহান হয়ে উঠছ।'

'সেজন্যেই তো আজও বেঁচে আছি।' শুষ্ক কণ্ঠে বলল শ্যানন।

'বুঝতে পারছি।' কাছের একটা সিডার গাছের তলা থেকে কিছু ডাল নিয়ে ফিরে এল কনার্স। 'লোকটা তা হলে কে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ফ্র্যাঙ্ক। 'জানি না। তবে এটুকু বুঝেছি, আমার নাম ওকে চমকে দিয়েছে, ওর চোখ আমাকে ফাঁকি দিতে পারেনি···যাকগে, বাদ দাও। আমার দেখার ভুলও হতে পারে।'

কিছু সময় নীরবতার মাঝে কেটে গেল। বেকন ভাজির গন্ধে খিদে চাগা হয়ে উঠছে। জ্বলন্ত সিডার গাছের সুবাস লাগছে নাকে।

আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ ভাসছে, বৃষ্টি নামবে বোধ হয়। হঠাৎ হাওয়ায় কেঁপে উঠছে অগ্নিশিখা।

'কালরাতে বলছিলে, লর্ড আর স্টীলের মধ্যে একটা সাধারণ লড়াই নয় এটা।'

'তোমার কী মনে হয়?'

কাঁধ ঝাঁকাল রাস্টি কনার্স। 'ইয়ে, ভাবছি। আসলে এতদিন আমরা সবাই ধরে নিয়েছিলাম, ভ্যান ডেভিসকে ভাগিয়ে লস্ট ক্রিক ভ্যালি দখল করার জন্যে লড়াই লড়াই খেলছে ওয়েব স্টীল আর চার্লস লর্ড। কিন্তু ওরা দুজন ছাড়াও আর কেউ এর মধ্যে থাকলে, কে হতে পারে সে?'

'তুমি অনেকদিন ধরে আছ এখানে, রাস্টি। ওরা ছাড়া আর কে লাভবান হতে পারে, বলো তো? ধরো লড়াই করতে গিয়ে দুজনেই মারা গেল কিংবা ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল, কার লাভ হবে?'

'কারও না। আগে থেকেই ওরা সবকিছু কব্জা করে রেখেছে। একমাত্র ডেভিস ছাড়া আর কারও লাভের সম্ভাবনা দেখি না। সে ওদের হাত থেকে রেহাই পেলে নিজেই পুরো এলাকা ভোগ করতে পারবে।'

'এ রাজ্যের ম্যাপ কখনও দেখেছ, রাস্টি?'

'ম্যাপ? নাহ্। আছে কিনা তা-ও জানি না। ওসব দিয়ে কি হয়?'

'ম্যাপ খুবই দরকারী জিনিস, ফ্রেন্ড। ম্যাপ ছাড়া অনেক সময় একটা দেশের আসল চেহারা বোঝা যায় না। আকাশ থেকে দেখলে সবকিছুই অন্যরকম দেখায়। ম্যাপে ঠিক এ-কাজটাই হয়। ম্যাপ দেখলে এরকম একটা বিশাল দেশ ভিন্ন চেহারায় ধরা দিত তোমার চোখে। ম্যাপ ছাড়া বিভিন্ন জায়গার আপেক্ষিক অবস্থান বোঝা যায় না। দেখো।'

হাঁটু মুড়ে বসে বালির ওপর তর্জনীর সাহায্যে আঁক কষল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন।

'এই যে "ভি'টা দেখছ,' বলল, 'এটা একসঙ্গে লর্ড আর স্টীলের সম্পত্তি দেখাচ্ছে।' ভি-এর মোটামুটি মাঝখানে লস্ট ক্রিক ভ্যালি আঁকল ও। আঙুলের ইশারায় উপত্যকাকে দেখাল। 'ঠিক লস্ট ক্রিক ভ্যালিতে এসে মিলেছে দুজনের রেঞ্জ।'

'ওটাই তো যত নষ্টের গোড়া,' বলল রাস্টি। 'ওরা দুজনেই লস্ট ক্রিকের মালিক হতে চায়—এখানকার পানির দিকে নজর ওদের।'

'জানি। কিন্তু দেখো...লর্ড ও স্টীলের রাজত্ব ভি-এর কোণ থেকে শুরু হয়ে উত্তরে টেক্সাসের বিস্তীর্ণ চারণভূমিতে মিশে গেছে।

'ওদিকে আরও অসংখ্য র‍্যাঞ্চ আছে। কোন কোন র‍্যাঞ্চারের রেঞ্জ লর্ড আর স্টীলের রেঞ্জ এক করলে যত বড় হবে তার চাইতে বড়। ওদের রেঞ্জ পেছনে ফেলেই আমি এসেছি। পথে অসংখ্য গরু আর হোয়াইট-হেড ষাঁড় চোখে পড়েছে।

'কিছুদিনের মধ্যেই পৃথিবীর একটা বিখ্যাত চারণভূমি হতে যাচ্ছে দেশের এ-অংশটা। রাউন্ড-আপের কষ্ট লাঘব ছাড়া কাঁটাতারের বেড়া খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারবে না। ভালজাতের স্বাস্থ্যবান গরুর সংখ্যা যেমন বেড়ে উঠবে, তেমনি মাংসের চাহিদাও বাড়বে হু-হু করে।

'খুদে র‍্যাঞ্চারদের পক্ষে উন্নত জাতের ষাঁড় সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। ফলে মাঝে মধ্যে তারা এখানে-ওখানে বেড়া কাটবে, বড় র‍্যাঞ্চারের ষাঁড় কাজে

ল্যাগানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।'

মনোযোগ দিয়ে শুনছে রাস্টি কনার্স।

'উত্তরের ওই বিশাল এলাকার কথা ভাবো। হাজার হাজার তাগড়া সব গরু গিজগিজ করবে চারদিকে, আস্তে আস্তে ঘাস খেয়ে আরও মোটা হবে। বুদ্ধিমান র‍্যাঞ্চাররা এক জায়গায় বেশিদিন গরু চরাবে না, ক'দিন পর পর গরু সরিয়ে নেবে যাতে আগের জায়গায় নতুন করে ঘাস গজাতে পারে।

'একটা কথা তো জানো, কাউহ্যান্ডরা প্রায়ই অন্যের গরু চুরি করে, মানে, কার গরুর গায়ে মার্কা মারছে সেটা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না। মালিকের জমিতে গরু চরছে দেখলেই ব্র্যান্ড লাগিয়ে দেয় ওরা। কাজটা ঠিক নয়, কিন্তু অনেক ছোট র‍্যাঞ্চ এভাবেই বেড়ে ওঠে। যার গরু চুরি গেল সে বেশির ভাগ সময়ই টের পায় না।

'এদিকে দেখো,' আঙুল দিয়ে উত্তর থেকে একটা সরলরেখা টেনে লর্ড ও স্টীলের রেঞ্জের ওপর দিয়ে সীমান্ত পার করে দিল শ্যানন।

'বুঝেছ?' জিজ্ঞেস করল।

মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল রাস্টি। 'আলবৎ।'

আঁকাবাঁকা ম্যাপের ওপর হাত রাখল সে। 'লর্ড ও স্টীলের রেঞ্জ দখলে রাখতে পারলে যে কেউ ইচ্ছে করলে গরু চুরি করে মেক্সিকোয় চালান দিতে পারবে, এটাই তো বলতে চাইছ? লর্ড আর স্টীলের জমি যার দখলে থাকবে হাজার কুকর্ম করেও সবার কাছে সৎ র‍্যাঞ্চার রয়ে যাবে, তাই না? ওর রেঞ্জে কখনোই চোরাই গরুর দেখা পাওয়া যাবে না, অথচ গরু চুরি করে হাজার হাজার টাকা কামাবে, এই তো?'

'এটা একটা সম্ভাবনা বটে,' বলল ফ্র্যাঙ্ক, 'আপাতত এ ছাড়া আর কোন ব্যাখ্যা আমার মাথায় আসছে না।'

'বার্ট রেইন্ট্রি এতে জড়িত?'

'বোধ হয়।'

কড়াই থেকে বেকনের টুকরো নিয়ে খেতে লাগল ওরা। কয়েক মিনিট যার যার ভাবনায় ডুবে রইল দু'জন। একসময় উঠে দাঁড়াল ফ্র্যাঙ্ক, আগুনের কাছ থেকে সরে গিয়ে কান খাড়া করে সন্দেহজনক কোন শব্দ পাওয়া যায় কিনা দেখল।

মনে হচ্ছে বৃষ্টি নামবে। অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে ওদের, কিন্তু শ্যাননের তাড়া নেই। ওকে সকালের দিকেই ট্রেইলে আশা করবে প্রতিপক্ষ। সুতরাং দেরি করে রওনা দিলে, কোন আততায়ী যদি ওত পেতে থাকেও, ও ভিন্ন পথে রওনা দিয়েছে ধরে নেবে সে। বহুদিনের অভিজ্ঞতা ওকে শিখিয়েছে, নির্দিষ্ট একটা প্যাটার্নে বন্দী না হওয়াই বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় উপায়। কথায় আছে, সাবধানীর মার নেই।

আবার আগুনের কাছে ফিরে এল শ্যানন। 'রিও গ্র্যান্ড বরাবর সীমান্ত অনেক লম্বা, কিন্তু খেয়াল করেছ, এখানে ভি-এর মাথাটা কোথায় পড়েছে?'

'অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়ন?'

'ঠিক...আউট-লদের একটা হাইডআউট ওটা। বার্ট রেইন্ট্রির প্রিয় আশ্রয়। অ্যাপল ক্যানিয়ন আর লর্ড ও স্টীলের রেঞ্জ এক সঙ্গে গরু চোরদের চমৎকার একটা নিরাপদ রাস্তার ব্যবস্থা করে দেবে। এই পথে হাজার হাজার চোরাই গরু নির্ঝঞ্ঝাটে মেক্সিকোয় চালান করে দেয়া যাবে।'

'এখন তা হলে কি করবে?' কড়াই ধোয়ার ফাঁকে জিজ্ঞেস করল রাস্টি।

গোড়ালি দিয়ে ছাই ছড়িয়ে বালিতে ঢেকে দিল শ্যানন, তারপর অবশিষ্ট পানি আর কফি ঢালল তার ওপর।

'কেন, ঘোড়ায় চেপে সোজা অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নে যাব। ওখানে গিয়ে...কি যেন নাম মেয়েটার?'

'রিটা উইলিয়ামস,' বলল রাস্টি।

'হ্যাঁ, রিটার সঙ্গে কথা বলব।'

'দেখলে বুঝবে সুন্দরী কাকে বলে!'

সাত

মোটামুটি দক্ষিণ-পশ্চিমে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা, আউট-ল আর চোরাচালানী ছাড়া সচরাচর এদিকে আসে না কেউ। ঘেসো সমতলভূমিতে মাঝে মধ্যে ওক গাছের সারি চোখে পড়ছে; ক্যাকটাস প্রিকলি-পিয়ারসহ নানা জাতের খুদে ঝোপগুলোকে রুক্ষ ঘাস-সাগরে ছোট ছোট দ্বীপের মত দেখাচ্ছে। একঘেয়ে দৃশ্য চারদিকে।

বিপজ্জনক এলাকা—ওকের সারি, ঝোপ-ঝাড় আর গিরিখাতে শত্রুপক্ষ ওত পেতে বসে থাকতে পারে। হঠাৎ হঠাৎ এক-আধটা ঝর্না চোখে পড়ছে, রিও গ্র্যান্ড নদীতে গিয়ে পড়েছে ওগুলো; কিন্তু পানির খুবই অভাব, পাওয়া গেলেও হয়তো দেখা যাবে লোনা—পানের অযোগ্য।

এধরনের এলাকায় আগেও চলেছে বাকস্কিন, স্বাভাবিক পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে সে। ট্রেইল মোটামুটি দীর্ঘ হলে নির্দেশ দেবার প্রয়োজন পড়ছে না।

কখনও শ্যাননের পিছু পিছু কখনও পাশাপাশি এগোচ্ছে রাস্টি কনার্স, রোদের আঁচে লাল হয়ে গেছে তার চেহারা। সাহসী মানুষ বলে অনায়াসে ওর শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়েছে ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। ওদের রুক্ষ দেশের রুক্ষ জীবনে অতুলনীয় একটা অবস্থানে নিজেকে তুলে নিয়ে গেছে শ্যানন। সেনাবাহিনী একজন তুখোড় স্কাউট হিসেবে জানে ওকে। অবস্থা ভেদে ইন্ডিয়ানদের পক্ষে বা বিপক্ষে লড়াই করেছে। তাই শ্যাননের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে দ্বিধা করেনি রাস্টি। ও নিজেও প্রয়োজনবোধে লড়াই করে অভ্যস্ত, সহজে সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে পারে।

ঘোড়ার পিঠে যাওয়া যায় এমন চার-পাঁচটি রাজ্যের প্রায় প্রতি ইঞ্চি জায়গায় রাস্টি কনার্সের পা পড়েছে। শ্যাননের মতই একাকী মানুষ সে। কোথাও কাজ পেলে বিনা দ্বিধায় নিয়ে নেয়। একসময় শটগান-গার্ডের চাকরি করেছে, স্টেজ

চালিয়েছে, গরু চরিয়েছে, আবার ফ্রেইটিং ব্যবসাতেও নেমেছে। কিন্তু গরু পালনেই ওর বেশি উৎসাহ। দুবার নিজস্ব র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলেছিল—একবার বিক্রি করে সব টাকা জুয়ো খেলে উড়িয়েছে; আরেকবার ওকে উৎখাত করা হয়েছে। সুতরাং ভ্যান ডেভিসের মনের অবস্থা ও বোঝে।

দেশটা বড় নিষ্ঠুর, তবু একেই সে মনে-প্রাণে ভালবাসে। জীবনের শুরু থেকেই সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়েছে ওকে। খুদে একটা খামারে জন্ম ওর। ছোটবেলা থেকেই গরুর দুধ দোয়ানো, খড় জোগাড় করা, কাঠ কাটা, আর অনুর্বর জমিতে ফসল ফলানোর আপ্রাণ লড়াই চালাতে হয়েছে। বাবার সঙ্গে কাজ করত ও, কিন্তু ক্যানসাসের দাঙ্গায় বাবা প্রাণ দিল। তারপর মা আর চার-ভাইবোনের সংসারের সব দায় দায়িত্ব চাপল ওর কাঁধে।

কঠোর পরিশ্রমের ধকল সইতে না পেরে হঠাৎ করে একদিন মাও মারা গেল। বছর খানেক পর কলেরায় প্রাণ হারাল এক বোন; বুনো ঘোড়ার পায়ের নিচে থেঁতলে মরল এক ভাই; চোদ্দ বছর বয়সে মাঝির কাজ পেয়ে ঘর ছাড়ল অন্য ভাইটি। ষোল বছরে পা দিতেই এক ডাক্তারকে বিয়ে করে জপলিনে চলে গেল আরেক বোন। নিঃসঙ্গ রাস্টি কনার্স উনিশ বছর বয়সে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় বুক বেঁধে পশ্চিমে পাড়ি জমাল। নিজের এক টুকরো জমিতে গরু আর ঘোড়ার খামার গড়ে তোলার সাধ ছিল। সে সাধ আর পূরণ হয়নি। পশ্চিমে আসার পথে এবং পরে ক্যাট্‌ল আর স্টেজ ট্রেইলে ওয়াইল্ড বিল হিকক, জন ওয়েসলি হারডিন, বিলি ব্রুকস, জ্যাক ব্রিজেস, রহস্যময় ডেভ ম্যাথার, বিল লঙলি আর কুলেন বেকারের বহু কাহিনী শুনেছে।

গল্প শুনেছে ক্কাইজ আর ক্রেজী হর্সের, স্যাতানতা ও ম্যাঙনাস কলর‍্যাডোর। বন্ধুত্ব করতে গিয়ে ইন্ডিয়ানদের হাতে জেডিয়াহ স্মীথ আর লেফটেন্যান্ট হ্যারিসনের প্রাণ হারানোর কাহিনীও শুনেছে।

বেন টম্পসন আর কিং ফিশার সম্পর্কে অসংখ্য গুজব কানে এসেছে। কিং ফিশার নাকি এদিককারই লোক। কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন সম্পর্কে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু শোনা যায় না।

সামান্য একটু হৈচৈ, গোলাগুলি···মারা যায় এক বা একাধিক লোক···তারপরই ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন হাওয়া। অ্যাবিলিনে এক জুয়োর আড্ডায় কয়েকজন জোচ্চোর নাকি ওর টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল; কিছু টের পাবার আগেই তাদের দু'জন মারা যায়, প্রাণ নিয়ে কেটে পড়ে অন্যরা।

আরেকবার এক বাফেলো-ওয়ালোয় ওকে ঘেরাও করে চার কিওয়া যোদ্ধা। তিনজনকে হত্যা করে শ্যানন, অন্যজন আহত হয়। আহত যোদ্ধার কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে রেখে দেয় ও, খালি পায়ে তাকে নিজ গ্রামে ফেরত পাঠায়—যাতে গোত্রের লোকদের পুরো ঘটনা আগাগোড়া জানাতে পারে। এ ঘটনার মাত্র দু'সপ্তাহ পর, তিন শ্বেতাঙ্গ বোম্বেটের কবল থেকে এক কিওয়া শিশুকে বাঁচাল শ্যানন। একটা ঘোড়া কিনে ছিনিয়ে নেয়া সেই রাইফেলসহ ছেলেটিকে কিওয়াদের গ্রামে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিল।

অবশ্য এসব ঘটনার অধিকাংশই রটনা কিংবা অতিরঞ্জিত—সত্যি জানার

উপায় নেই। লোকটার মধ্যে একটা এড়িয়ে চলার ভাব আছে। ওকে নিয়ে আলোচনা করে লোকে, কিন্তু একজনের কথার সঙ্গে আরেকজনের কথা মেলে না। পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয় কারও বর্ণনা। লড়াই শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কারও নজরে পড়ে না শ্যানন–কিন্তু পরে, যখন সবাই চারদিকে ভাল করে দৃষ্টি দেয়ার ফুরসত পায়, উধাও হয়ে যায় ও।

কারও কারও মতে মোট আঠারজন লোককে হত্যা করেছে শ্যানন। ডজ সিটির গরু-ক্রেতার দাবী অনুযায়ী এ-সংখ্যা উনত্রিশ হওয়া উচিত। কিন্তু এসব অনুমান মাত্র–হলপ করে বলতে পারে না কেউ। ছেলেমানুষের মত পিস্তলের বাঁটে দাগ কাটে না শ্যানন।

'জানো তো,' হঠাৎ বলে উঠল রাস্টি কনার্স, 'ইউস্টনরা এখন অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নে আছে?'

'জানি,' জবাব দিল শ্যানন, 'ওদের মুখোমুখি হবার আশঙ্কা আছে, তা-ও জানি।'

থুতুর সঙ্গে গাল থেকে তামাকের কুটো ফেলল রাস্টি। 'অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নে ওদের সঙ্গে টক্কর না লাগলেই ভাল। কমপক্ষে পঞ্চাশজন গুণ্ডা আছে ওখানে–একশোও হতে পারে–এবং ওরা সবাই ইউস্টনদের পক্ষে।'

রাস্টিকে মোহনীয় হাসি উপহার দিল শ্যানন। 'তাতে কি, তোমার সঙ্গে পঞ্চাশ রাউন্ড কার্তুজ আছে না?'

'পঞ্চাশ রাউন্ড?' তামাকের পিক ফেলে বলল কনার্স। শ্যাননের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল সে। 'হায়, আজকাল কি আর সেই হাতের টিপ আছে! আচ্ছা, ইউস্টনদের দেখেছ কখনও? তুমি নিজে তো বিশাল শরীরের মানুষ···একশো নব্বই পাউন্ডের বেশি ছাড়া কম হবে না। ওদের দু'জনের ওজনই তোমার চেয়ে কমপক্ষে চল্লিশ পাউন্ড বেশি হবে! আমার চোখের সামনে উড়ন্ত কাক গুলি করে মেরেছিল একবার কেইন ইউস্টন!'

'কাকটার কাছে পিস্তল ছিল?' বিদ্রূপ ঝরল শ্যাননের কণ্ঠে।

হ্যাঁ, ভাবল রাস্টি কনার্স, একটা প্রশ্ন বটে। ফ্লাইং টার্গেটে গুলি লাগানো এক কথা, কিন্তু চলন্ত টার্গেট যখন পাল্টা গুলি করছে তখন তাকে ঘায়েল করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।

একটা ঝোপকে চক্কর মেরে ওটার ছায়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা।

'ও আসুক আগে,' বলল শ্যানন।

'আসবে? কে আসবে?'

'স্টিভ লর্ড। কয়েকমাইল পেছনে রয়েছে।'

'এত কড়া তোমার নজর?' পেছনে তাকাল রাস্টি কনার্স। 'মানুষ কিনা বুঝতেই তো কষ্ট হচ্ছে!'

'আবার তাকাও। লর্ডের হেডব্যান্ড চকচকে রুপোর পাতে তৈরি,' সূর্যের আলো ঝিলিক মারছে ওটার গায়ে। তাছাড়া একদম মিলিটারি কায়দায় সোজা হয়ে স্যাডলে বসে···'

আবার থুতু ফেলল রাস্টি। একদম সহজ, ভাবল, যদি জানা থাকে। শ্যানন

বলার পর এখন হেডব্যান্ডের কথা মনে পড়ছে। অথচ কতবার জিনিসটা দেখেছে, ওর মনে কোন ছায়াপাত করেনি।

'ভাল কথা,' বলল শ্যানন, 'ইউস্টনদের একা সামলাতে চাই আমি।'

'দু'জনকেই! শোনো, আমি-'

'দু'জনকেই,' জবাব দিল শ্যানন। 'তবে গুণ্ডাদের ঠেকাতে পারো তুমি।'

এগিয়ে আসছে নতুন ঘোড়সওয়ার। টুপি খুলে ঘামে চুপচুপে চুলে হাত বোলাল শ্যানন। আকাশের মেঘের দিকে তাকাল, ছেঁড়া-খোঁড়া হলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।

'মেনডোজার ব্যাপারটা বলবে? আমি তখন সনোরায় ছিলাম। শুনতাম পিস্তলে ওর চেয়ে ক্ষিপ্র লোক নাকি এদেশে দ্বিতীয়টি নেই, অথচ তোমার কাছে হেরে গেল। ঝড়ে বক? নাকি তুমি ওর চেয়েও ক্ষিপ্র?'

'তেমন নয়, তবে ড্রতে কিন্তু আমি হেরে গিয়েছিলাম।'

'তোমাকে হারানোর মত কেউ আছে, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়,' বলল রাস্টি।

'আছে, কয়েকজন। মেনডোজাও তাদের একজন। আমার আগেই পিস্তল বের করেছিল ও।'

'তাহলে তুমি বাঁচলে কীভাবে?'

'একটু ভুল করে ফেলেছিল ও। আমার আগে ড্র করলেও তাড়াহুড়োয় ওর প্রথম গুলি ফসকে যায়। দ্বিতীয় গুলি করার সুযোগ পায়নি।'

হঠাৎ হাওয়ায় ওক গাছের পাতা নেচে উঠল। আরও কাছাকাছি এসে গেছে ঘোড়সওয়ার। স্টিভ লর্ডই, কিন্তু অসময়ে এখানে কেন সে?

ধীরে সুস্থে এগোতে শুরু করল ওরা। সামনে নজর রাখার সাথে সাথে স্টিভের দিকেও চোখ রাখছে।

দুলকি চালে আরও সামনে চলে এল স্টিভ লর্ড। ফ্র্যাঙ্ককে দেখে গতি কমাল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শ্যানন আর রাস্টিকে জরিপ করল সে।

'এদিকে তোমাদের দেখব ভাবিনি,' বলল স্টিভ।

'অ্যাপল ক্যানিয়নে একটু ঢুঁ মারতে যাচ্ছি,' বলল রাস্টি, 'রিটার সঙ্গে শ্যাননের পরিচয় করিয়ে দেব।'

শ্যাননের দিকে তাকাল স্টিভ। 'কে যেন বলছিল তুমিই নাকি শ্যানন, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। কারও বর্ণনার সঙ্গেই তোমার চেহারা মেলে না।'

'কেননা,' মন্তব্য করল শ্যানন, 'আমি চাই না কেউ আমাকে চিনুক।'

'আমি ভেবেছিলাম তুমি-' থেমে গেল স্টিভ লর্ড। রাস্টির কথার অর্থ যেন এতক্ষণে তার মাথায় ঢুকেছে। 'মিস উইলিয়ামসের কাছে তোমার কী দরকার?'

'কিচ্ছু না,' জবাব দিল শ্যানন। 'রাস্টির সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দৃশ্য দেখছিলাম। ও বলল, মেয়েটা নাকি দেখার মত।'

'মেয়েটা সুন্দরী, ঠিক,' সায় জানাল স্টিভ। 'কিন্তু তোমার বলার ঢঙটা ওর পছন্দ না-ও হতে পারে।'

'কথাটা সেই-অর্থে বলেনি ও,' সপ্রতিভ কণ্ঠে বলল রাস্টি কনার্স। 'কিন্তু ওই মেয়েকে দেখতে কয়েকশো মাইল পাড়ি দিতে না পারলে কিসের পুরুষ!'

স্টিভের দিকে তাকাল ফ্র্যাঙ্ক। রাস্টির মন্তব্যে আপত্তি না করলেও এধরনের কথাবার্তায় অস্বস্তি বোধ করছে ছেলেটা। মেয়েটার প্রতি দুর্বল সে? বিচিত্র নয়। অল্প বয়স, দেখতে শুনতে মন্দ নয়; প্রেমে পড়া অসম্ভব কিছু নয়।

'স্টিভ, তুমি জানো না বোধ হয়,' বলল শ্যানন, 'কাল রাতে ওয়েব স্টীলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। শোনো, অনর্থক একটা লড়াই যাতে না বাধে সেজন্যে ভ্যান ডেভিস আর তোমার বাবাকে ওর সঙ্গে আলোচনায় বসানোর চেষ্টা করতে হবে আমাদের।'

'ভ্যান ডেভিস?' খেপে গেল স্টিভ লর্ড। 'ওকে তো দেখলেই গুলি করবে বাবা! প্রাণ গেলেও ওরা এক টেবিলে বসবে না!'

'আমি নিজে হাজির থাকব আলোচনার টেবিলে,' ভারি গলায় বলল শ্যানন। 'গোলাগুলি যা দরকার আমিই চালাব।'

'ঠিক আছে, বাবাকে বলে দেখি,' সন্দিহান কণ্ঠে বলল স্টিভ লর্ড। 'কিন্তু লাভ হবে বলে মনে হয় না–যা গোঁয়ার!'

'ওয়েব স্টীলও তাই,' বলল রাস্টি, 'কিন্তু ওকে রাজি করাতে পারব আমরা।'

'নিজের চোখে কখনও ক্যাট্‌ল-ওঅর দেখেছ তুমি, স্টিভ?' জানতে চাইল শ্যানন।

'নাহ্,' বলল স্টিভ লর্ড। 'তবে সাটন-টেইলর ফিউড আর রেগুলেটর ও মডারেটদের দাঙ্গার কথা বহুবার শুনেছি।'

'তাহলে নিশ্চয়ই বোঝো, এধরনের ঘটনায় কত প্রাণ নষ্ট হতে পারে? তরুণেরা সাধারণত বিশ্বাস করে, তারা অনন্তকাল বেঁচে থাকবে, কিন্তু জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই–ছেলে-বুড়ো কেউই মৃত্যুর নাগালের বাইরে নয়। মনে রেখো লড়াই বাধলে তুমি হবে প্রতিপক্ষের পয়লা সারির নিশানা। গুলি করতে দ্বিধা করবে না কেউ।'

'ভয় করি না!' প্রতিবাদ করল স্টিভ।

'এখন ভয় পাবার কথাও নয়...এই মুহূর্তে তোমাকে গুলি করছে না কেউ। কিন্তু বাতাসে যখন সীসে উড়ে বেড়ায়, বিশ্বাস করবে না, কত তাড়াতাড়ি মানুষ বদলে যায়। কারণ কার গায়ে ঢুকছে, বুলেটের সেই বাছবিচার নেই। সবাই ধরে নেয়, মরলে মরবে অন্য কেউ–কিন্তু বোঝে না, মৃতদের মনেও একই ভাবনা জেগেছিল।'

'ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন, তুমি বলছ এসব কথা?'

'নিশ্চয়ই,' সহজ কণ্ঠে বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'কোন মানুষই অমর নয়। আমার তো মনে হয় মৃত্যুকে যারা ভয় করে, তারা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। ভয়-ভীতি না থাকাটা প্রায়ই মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।'

'যাই হোক,' বলল রাস্টি কনার্স, 'আরেকজনের স্বার্থে কেন খামোকা লড়াই করতে যাবে?'

ঝট করে ঘাড় ফেরাল স্টিভ। 'মানে? কার স্বার্থের কথা বলছ?'

জবাব না দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল শ্যানন। ইশারায় রাস্টি বলল, ব্যাখ্যা দেয়া উচিত।

খুদে একটা ঢিবির ওপর থেকে সামনে তাকাল শ্যানন। অচেনা এলাকায় পথ চলছে ও। তাছাড়া, কারও সহযাত্রী হওয়া ওর পছন্দ নয়। কারণ কথোপকথন ওর মত লোকের জন্যে বিপদ, এমনকি মৃত্যু ডেকে আনতে পারে।

'অন্য কেউ এতে জড়িত আছে,' অবশেষে বলল শ্যানন। 'এমন একজন যে লর্ড এবং স্টীলকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে চায়। লড়াই করে ওরা ধ্বংস হয়ে গেলে সহজেই দু'জনের রেঞ্জ দখল করে নেবে সে।'

'স্টীল আর তোমার বাবা ভাবছে ওদের ইঙ্গিতেই ঘটছে সবকিছু, আসলে তা ঠিক নয়, আরেকজনের মোহন বাঁশীর সুরে নাচছে ওরা–কিন্তু বাঁশীঅলার পরিচয় আমাদের জানা নেই।'

'বিশ্বাস করি না! মিথ্যে কথা!'

'কিন্তু পিট ক্যাসুজ আর হাই জ্যাকসনের হত্যাকারী কিংবা ভ্যান ডেভিসের র‍্যাঞ্চে যারা আগুন লাগিয়েছে তাদের কেউই তোমাদের বা স্টীলের লোক নয়, এটা তো বিশ্বাস করো? ওই সব ঘটনার পেছনে কার হাত আছে বের করো, তাহলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে লড়াই বাধানোর চেষ্টা করছে কে?'

'অ্যাপল ক্যানিয়নে গিয়ে তোমাদের লাভ হবে না, ওখানকার কেউ এ-ব্যাপারে কিছু জানে না!' বিরক্তির সঙ্গে বলল স্টিভ লর্ড। ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন আর রাস্টির দিকে তাকাল। 'তবে সাবধান! ইউস্টনরা এখন ওখানে!'

সহসা ঘোড়ার পেটে স্পারের গুঁতো লাগাল স্টিভ লর্ড। ওদেরকে ফেলে ট্রেইল ধরে সামনে এগিয়ে গেল।

'ছেলেটার হলো কি?' জিজ্ঞেস করল কনার্স।

কাঁধ ঝাঁকাল শ্যানন, জানে না, তবে কিছুটা আঁচ করতে পারছে। এ নিয়ে মাথা ঘামাল না ও। স্বভাব বিরুদ্ধ হলেও নিজের কথা ভাবতে শুরু করল। বেঁচে থাকার জন্যে জরুরী কয়েকটা জিনিসের দিকে লক্ষ্য রাখা ছাড়া সাধারণত শাদামাঠা জীবন-যাপন করতে পছন্দ করে ও, আরাম আয়েশের দিকে নজর দেয় না; ওর বন্ধুবান্ধব নেহাত হাতে গোনা। কাঠখোট্টা এক নিঃসঙ্গ মানুষ ও, দিনে দিনে আরও কঠিন হয়ে যাচ্ছে–বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই। ওর মত বিখ্যাত বন্দুকবাজ কখনোই নিরাপদে, নিশ্চিন্তে থাকতে পারে না, শান্তিতে জীবন যাপন ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

সর্বত্রই উঠতি গানম্যানের ছড়াছড়ি, নিজেদের ক্ষমতা জাহির করার জন্যে খেপে থাকে তারা। ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন ওদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে, কারণ ওর কিছু প্রমাণের প্রয়োজন নেই। গানফাইটারের খ্যাতির মোহ কোন কালই ওর ছিল না। নিতান্ত ঘটনাচক্রে বিখ্যাত হয়ে পড়েছে ও।

এমন একটা সময় যাচ্ছে এখন এদেশে, বেঁচে থাকার জন্যে সবাইকে সঙ্গে অস্ত্র রাখতে হয়–প্রয়োজনে ব্যবহারও করতে হয় সেটা। অস্ত্রের সাহায্যে বিরোধ নিষ্পত্তির রেওয়াজ শুধু পশ্চিমে নয় পুবেও বহুদিন ধরে চলে আসছে।

সভ্যতার শুরু থেকে পৃথিবীর প্রায় সব দেশে শত্রু নিধন কিংবা প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে মানুষ অস্ত্র ব্যবহার করে আসছে। আমেরিকা এর ব্যতিক্রম নয়। এদেশের অনেক সিনেটর, কংগ্রেস সদস্য, জেনারেল, ক্যাপ্টেন এবং

মিডশিপম্যান, তলোয়ার কিংবা পিস্তলের সাহায্যে তাদের বিবাদের ফয়সাল করেছে। পশ্চিমে ব্যাপারটা একটু বেশি চোখে পড়ে, এবং এখানে আনুষ্ঠানিকতার বালাই নেই—এই যা।

যেখানে দেশের প্রায় প্রতিটি নাগরিক সাথে অস্ত্র রাখে, কিছু নির্দিষ্ট লোক স্বভাবতই অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করবে! কেউ কেউ অস্ত্র চালনায় এত দক্ষ হয়ে ওঠে যে, নিরুত্তাপ স্নায়ু আর অবিচল হাতের সুবাদে অনায়াসে গানফাইটে জিতে যায়। এরকম দু'একটা লড়াইতে জয়লাভ করলেই বিখ্যাত হওয়া যায়। উপর্যুপরি তিন-চারবার জিতলেই হলো, 'গানম্যান' অথবা 'গানফাইটার' খেতাব জুটে যাবে তার কপালে। খুবই সহজ ব্যাপার।

এমন বহু লোককে জানে শ্যানন, যারা হয়তো ব্যক্তিগত জীবনে ল-ইয়ার, ডাক্তার, জুয়াড়ী কিংবা ব্যবসায়ী, ফার্মার অথবা র‍্যাঞ্চার। অবিশ্বাস্য শোনালেও একথা সত্যিঃ ভুলে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করে যারা ফেরার হয়েছে, তাদের বাদ দিলে পলাতকদের মধ্যে গানফাইটার নেই বললেই চলে। রাসলার আর আউট-লদের মধ্যে চালু পিস্তলবাজের সংখ্যা নগণ্য।

শ্যাননের জীবনও অন্যান্য গানফাইটারের মত। ছোটবেলায় শিকারের শখ ছিল, অস্ত্র ঘেঁটেই বেড়ে উঠেছে, অস্ত্রকে সম্মান দিতে শিখেছে। গানফাইটারের সুনাম কিনতে চায়নি। কিন্তু এমন কিছু সমস্যা, এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো একদিন, অস্ত্র ব্যবহার করতে বাধ্য হলো ও এবং জয়লাভ করল। ব্যস, গানফাইটার হিসেবে বিখ্যাত হয়ে গেল। খুব কম লোকই ওর মত একসঙ্গে দু'হাতে পিস্তল চালাতে পারে। তবে জরুরী অবস্থা ছাড়া ওভাবে পিস্তল চালায় না ও।

আজ এখানে যা ঘটছে, ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন লোকালয়ে একই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে শ্যানন। ভবিষ্যতেও এর ব্যতিক্রম হবে না। আসলে সংঘাত হচ্ছে বিবর্তন আর বিকাশের অনিবার্য প্রক্রিয়াঃ তিক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকশিত হচ্ছে বুনো পশ্চিম।

এ-দেশের অধিবাসীদের প্রকৃতি এধরনের সংঘাত অনিবার্য করে তোলে। এ-দেশের প্রতিটি লোক প্রচণ্ডভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, প্রখর তার আত্মসম্মানবোধ, সে চায় সবাই তাকে সম্মান করুক। রুক্ষ কঠিন দেশে জীবন যাপন করতে গিয়ে কঠিন হয়ে উঠেছে এরা। ইন্ডিয়ান এলাকা অতিক্রম করার সময়, কিংবা ইন্ডিয়ানদের মাঝে বসতি গড়তে গিয়ে এদের মন-মানসিকতায় ইন্ডিয়ানদের প্রভাব পড়েছে। ইন্ডিয়ান যোদ্ধা নিজেকে নিয়ে গর্ব বোধ করে, যোদ্ধা হিসেবে মর্যাদাই তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলে প্রচণ্ড একটা সংঘর্ষ বাধবেই। প্রচুর ভাল লোক প্রাণ হারাবে। কিন্তু শক্তিমান লোকদের বেঁচে থাকা দরকার, পশ্চিমের স্বার্থেই—এই অস্থির সীমান্তে ওদের প্রয়োজন আরও অনেক বেশি।

আজকাল ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও। জীবনের অধিকাংশ সময় ট্রেইলেই কাটাতে হয়েছে ওকে, জানে, এরকম সংঘর্ষের পরিণাম কি হতে পারে।

এই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চায়নি ও। কিন্তু ভ্যান ডেভিস ওর বন্ধু, জান

বাজি রেখে ওকে একবার বাঁচিয়েছিল। বন্ধুর বিপদে এগিয়ে আসা ছাড়া শ্যাননের কোন পথ নেই—সাহায্য করার একটা উপায়ই জানা আছে ওর।

এখানকার কর্তব্য শেষে আবার পথে নামতে হবে ওকে। যাত্রার শেষে হয়তো বা অপেক্ষা করছে মৃত্যু। এই তো জীবন।

আট

একেবারে যে অজানার পথে পা বাড়িয়েছে শ্যানন তা নয়। সামনে কি কি বিপদ হতে পারে জানে।

ইউস্টনদের ভাল করে চেনে শ্যানন। দুজনই বিশালদেহী, পেটা শরীর। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। হাতাহাতি কিংবা গানফাইট—দুটোতেই সমান দক্ষ। সেধে ঝামেলা বাধাতে ওস্তাদ। ওদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে সবাই, ভয়ে। দু'ভাই প্রায়ই অনর্থক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে, গোলমাল বাধায়, প্রয়োজনে ভাড়াটে গানম্যান বনে যায়।

চমৎকার স্বাস্থ্য আর আগ্নেয়াস্ত্রে চালু হাত থাকায় যখন যেখানে ইচ্ছে পা রাখে, অত্যাচার আর উৎপীড়ন চালায়। কিন্তু এভাবেই একদিন ভুল লোকের গায়ে হাত দেবে ওরা, মরবে। শুধু সময়ের প্রশ্ন।

যে কোন সমস্যার গভীরে হাত দেয়া শ্যাননের স্বভাব। অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়ন থেকেই গোলমাল পাকানো হচ্ছে বলে সন্দেহ করছে ও।

বার্ট রেইনট্রিকে মোটেই ছোট করে দেখছে না ফ্র্যাঙ্ক। লোকটা যেমন ক্ষিপ্র তেমনি ধূর্ত। হত্যা করতে ভালবাসে, নিজে মারা না যাওয়া পর্যন্ত খুন করে যাবে। দরকার হলে অ্যামবুশ করে হলেও হত্যা করবে। কিন্তু তাই বলে কাপুরুষ নয়। নির্ঝঞ্ঝাটে ঝামেলা দূর করতে পারলেই হলো—পদ্ধতিটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। অস্ত্রধারীদের মোকাবিলা রেইনট্রি আগেও করেছে, নিঃসন্দেহে; ভবিষ্যতেও করবে।

ওয়েব স্টীল আর লর্ড, এদের দুজনের কেউ জাত খুনী নয়। রুক্ষ স্বভাবের মানুষ ওরা, একটু রগচটা হলেও নিখাদ ভদ্রলোক। পশ্চিমের অধিকাংশ লোকই এরকম। ভ্যান ডেভিসও আসলে ওদের মত।

কে বলবে, বার্ট রেইনট্রি হয়তো অন্য কারও নির্দেশে কাজ করছে। বিরাট কোন পরিকল্পনা ওর মাথা থেকে বেরুনোর কথা নয়। কিন্তু নির্দেশ পাচ্ছে কার কাছ থেকে? বুঝতে পারছে না শ্যানন। নাটের গুরু, নারী বা পুরুষ যেই হোক, এক অশুভ অপরাজেয় শক্তি হিসেবে দেখা দিয়েছে সে। বুদ্ধির ধার, কাজ করার ক্ষমতা দুটোই আছে তার—পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা রাখে।

ফ্র্যাঙ্ক শ্যাননকে সে চেনে কিংবা ওর সম্পর্কে জানে।

এবং ফ্র্যাঙ্ক শ্যাননকে পরোয়া করে না।

এই গোলমালে প্রাণ না হারালে আবার পথে নামবে ও; ফেরারীর মত বাসী খাবার আর লোনা পানি খেয়ে দিন কাটাবে। ভিন্ন দেশে, অন্য কোন পরিবেশে

শান্তির সন্ধান করবে। একদিন হয়তো সফল হবে। কিন্তু অতীত কি ওর পিছু ছাড়বে?

অনেকবার সব ছেড়ে পুবে ফিরে যাবার কথা ভেবেছে ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। কিন্তু এই জীবন ওর জন্যে নয়। এখন পুরোপুরি বদলে গেছে ও। পুবে বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ওর নেই। ওখানকার রীতিনীতি বেমালুম ভুলে গেছে। আর তাছাড়া দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর, নির্মল বায়ু, পাহাড়-পর্বত, তৃণভূমি, বনজঙ্গল; ক্যাম্পফায়ারের গন্ধ, দু'পায়ের ফাঁকে ছুটন্ত ঘোড়ার স্পর্শ আর বাতাসের হাহাকার সঙ্গীত ছেড়ে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভবও নয়। এই পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে ও। রক্ত-মাংসে এখন আপাদমস্তক পশ্চিমের লোক ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন; হঠাৎ কোনদিন কোন পাহাড়ী ঢালে বা শহরের রাস্তায় গুলি খেয়ে মরার সময়ও তাই থাকতে চায়।

এই মুহূর্তে বিপদের দিকে এগিয়ে চলেছে ও। ওর প্রতিপক্ষ, নারী বা পুরুষ শ্যানন জানে না, এতক্ষণে হয়তো জেনে গেছে, খেলায় নাম লিখিয়েছে ও। লর্ড কিংবা স্টীলকে নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না শত্রুপক্ষ, শ্যাননের কাজকর্মই এখন তার কাছে দেখার বিষয়। শ্যানন তার জন্যে মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখন আর পিছিয়ে আসার উপায় নেই ফ্র্যাঙ্কের। যেভাবে হোক বেসামাল করে দিতে হবে শত্রুকে। স্টীলের সঙ্গে দেখা করার পরপরই অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ও।

খোলাখুলি হামলা চালাতে হবে শত্রুর ওপর। নইলে এই নিপুণ কৌশলী দুষ্কৃতকারীকে কায়দা করা যাবে না। এই ধরনের লোকেরা ধীরে-সুস্থে সময় নিয়ে পা ফেলতে চায়। তাই তাকে বিরক্ত করার জন্যে সরাসরি খোঁচানো সবচেয়ে সহজ উপায়। ক্রমাগত আক্রমণে খেপে যাবে অচেনা অপরাধী, খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসবে।

এধরনের পরিকল্পনা বানচাল করার অভিজ্ঞতা শ্যাননের আছে, কিন্তু এবার কি সফল হতে পারবে?

পরিস্থিতি খতিয়ে বিচার করতে গিয়ে বুঝতে পারল, কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছে না ও। ঠাণ্ডামাথার, ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক এক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এবার। লোকটা কে জানে না শ্যানন। কিন্তু প্রতিপক্ষ ওকে ভাল করে চেনে, কাজেই ওর কাজের ধারা আগেই অনুমান করতে পারবে সে। আত্মপ্রকাশ না করে ইচ্ছে হলে মেরে ফেলতে পারবে ওকে।

চিন্তিত চেহারায় চারপাশে তাকাল শ্যানন। মেক্সিকোয় গরু চালান করার জন্যে এর চেয়ে সুবিধেজনক জায়গা আর হয় না। দক্ষিণের পথ দখলে রাখতে পারলে যে কেউ নিরীহ র‍্যাঞ্চার সেজে অপকর্ম চালিয়ে যেতে পারবে, তার রেঞ্জে কখনও চোরাই গরু পাওয়া যাবে না।

টেক্সাসের বিশাল চারণভূমিতে লক্ষ লক্ষ গরু চরে বেড়ায়। ওগুলোর মধ্য থেকে কয়েক হাজার গরু সরিয়ে দেশের বাইরে পাচার করে দিলে, টেরটিও পাবে না কেউ। একটু কষ্ট করে গরুর পায়ের ছাপ মুছে দিলে কি ঘটেছে বুঝে উঠতে কয়েক মাস কি, কয়েক বছর লেগে যাবে সবার।

বিকেলের দিকে একটা পাথুরে বাঁক ঘুরে অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নের জীর্ণ-বসতির রাস্তার মাথায় এসে থামল ওরা। আগে এখানে আপেল বাগান ছিল, এখন লুপ্ত হয়ে গেছে। রাস্তা বরাবর সামনে তাকাল দু'জন।

রাস্তার একপাশে চারটা দালান দেখা যাচ্ছে, অন্যপাশে তিনটা।

'সবচেয়ে সামনের বাড়িটায় এক ডাক্তার থাকে, ভাল অপারেশন করতে পারে, কিন্তু কেন কে জানে গা ঢাকা দিয়ে আছে এখানে। তারপরের ওটা লিভারি-স্ট্যাব্‌ল, কামারের দোকান তার পাশেই। আর ওই যে বিরাট দালানটা দেখছ, ওটা সেই বাংকহাউস। তার পরেই বার্ট রেইন্ট্রির ঘর। বীভার স্যাম্পসন আর টম এভার্সের সঙ্গে ওখানে থাকে সে।

'ডানে বিল স্যাডলার্সের আড্ডা। তুখোড় জুয়াড়ী। জালিয়াতিতেও ওস্তাদ—যে কোনরকম দলিল বানিয়ে দিতে পারে। এরপর অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নের সবচেয়ে বড় দোকান…বর্ডার বার। মালিক রিটা, নিজেই চালায়।

'শেষের ওই বাগান ঘেরা বাড়িটায় ও থাকে। কোন পুরুষ নাকি এখন পর্যন্ত ওখানে ঢোকার সুযোগ পায়নি।' শ্যাননের দিকে একবার তাকাল রাস্টি। 'একেবারে কাঠখোট্টা টাইপের মেয়ে রিটা, যারা উল্টো ভেবেছিল তাদের ভুল ভেঙে দিতে দেরি করেনি ও।'

'আর শহরের বাইরে পাহাড়ের চূড়ায় ওই ঘরটা কার?'

'কি? কি বললে?'

আঙুলের সাহায্যে ইঙ্গিত করল শ্যানন। শহরের ওপাশে একটা এবড়োখেবড়ো পাহাড় চূড়ার কাছে সুরক্ষিত একটা কাঠামোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে—ডানা ছাড়া ওখানে পৌঁছুনো অসম্ভব। সূর্যের প্রখর আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে, তবু যেন মনে হলো কাচের ওপর আলোর প্রতিফলন দেখতে পেয়েছে ও।

'লোকটা যেই হোক,' মন্তব্য করল শ্যানন, 'খুব সতর্ক। ফীল্ড গ্লাস দিয়ে আমাদের ওপর নজর রাখছে।'

'বলো কি!' অস্বস্তিতে ভুগছে রাস্টি কনার্স। 'চার-পাঁচবার এখানে এসেছি আমি, একবার একনাগাড়ে পাঁচদিন ছিলাম, কই একবারও তো ওটার অস্তিত্ব টের পাইনি!'

মাথা ঝাঁকাল শ্যানন। 'বাজি রেখে বলতে পারি শহর থেকে ওটা দেখা যায় না। ভাবছি এত সতর্ক থাকার প্রয়োজন পড়ল কার? যারাই এখানে আসছে, সবার ওপর নজর রাখছে কেন? সবার চোখ বাঁচিয়ে ওখানে থাকছে কে?'

'তোমার কি মনে হয়—?'

'এখনও জানি না। এটুকু বুঝতে পারছি দূরবীন হাতে কেউ একজন বসে আছে ওখানে। তবে আমি আবার একটু খুঁতখুঁতে স্বভাবের, রাস্টি, দেখো, শিগ্‌গিরই ব্যাটার পরিচয় বের করে ফেলব।'

ডানে বামে তাকাল শ্যানন। ডানপাশে একটা অস্পষ্ট ট্রেইল খুঁজে পেল। গবাদি পশু চলাচলের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। 'চলো, কনার্স, একটু ঘুর পথে এগোই। ওই লোকের নাগালের বাইরে থাকার চেষ্টা করো।'

'অতদূর থেকে গুলি লাগাতে হলে হাতের তেমন টিপ থাকতে হবে; তাছাড়া,

বহু নিচে রয়েছি আমরা।'

'ওর হাতের টিপ ভাল না খারাপ, জানছ কীভাবে? এক আধবার হয়তো মহড়া দিয়ে দেখেছে সে! ওখান থেকে শহরে ঢোকার পথ কাভার করা যায় ধরে নেয়াই ভাল।'

'এখন তাহলে কি করবে?'

'শহরেই ঢুকব···তবে ঘুর পথে। ওই পাথরের ঢিবিটার পেছন দিয়ে ঘুরে বার্ণের আড়াল থেকে রাস্তায় উঠে আসব আমরা।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে অস্পষ্ট কাউ ট্রেইলটা ধরল ওরা, পাথরের ফাঁক-ফোকর দিয়ে একটা খাদে নেমে পড়ল। খাদ পেরিয়ে মেসকিট ঝোপের আড়ালে এগিয়ে চলল। সামনে রয়েছে শ্যানন, সতর্কতার সঙ্গে সে পথ বেছে নিচ্ছে।

ওকে ওরা দেখে ফেলেছে, সন্দেহ নেই; তৈরি হয়ে থাকবে সবাই। কিন্তু শহরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত গুলি করা হবে না।

করাল আর বার্ণের পাশ ঘেঁষে বাকস্কিনকে হাঁটিয়ে রাস্তায় উঠে এল শ্যানন, পেছনে রাস্টি কনার্স।

প্রথমে কয়েক কদম একসঙ্গে এগোনোর পর আস্তে আস্তে প্রায় দশ-বার গজ সামনে চলে এল শ্যানন। বর্ডার বারের সামনে একটা লোক বসেছিল, ঘাড় ফিরিয়ে একটা খোলা জানালার উদ্দেশে কি যেন বলল সে। কিন্তু এছাড়া, আর কোন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ল না।

বর্ডার বারের সামনে বসা আরেকজনের হাতে একটা রাইফেল রয়েছে। রাস্তার শেষ মাথায়, পাথর-স্তূপের আড়াল থেকেও একটা ব্যারেল উঁকি দিচ্ছে।

'আমরা এসেছি বলে নয়,' বলল রাস্টি, 'সব সময়ই এখানে এই অবস্থা। অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা পড়তে চায় না কেউ।'

হিচিং রেইলের কাছে এসে ঘোড়া থামিয়েই চট করে স্যাডল থেকে নেমে পড়ল শ্যানন। স্যাডলের ওপর দিয়ে জানালার পাশের লোকটার দিকে তাকাল। মাথায় কটা রঙের চুল, রুক্ষ চেহারা, কিন্তু তার তীক্ষ্ণ নীল দু'চোখে প্রচ্ছন্ন কৌতুক খেলা করছে। 'হাউডি?' বলল সে, 'এদিক দিয়েই যাচ্ছ নাকি থাকবে?'

'সেটা আবহাওয়া কেমন তার ওপর নির্ভর করছে। থাকতেও পারি।'

'প্রায়ই খুব শীত পড়ে এদিকে,' ঠাট্টার সুরে বলল লোকটা, 'অসম্ভব শীত। সবাই আবার সহ্য করতে পারে না।'

'আচ্ছা,' ওর দিকে তাকিয়ে হাসল শ্যানন, 'তা হলে সঙ্গে বন্দুক এনে ভালই করেছি, কি বলো?'

'এখানে ও জিনিসের অভাব নেই, অ্যামিগো। ছোট, বড়—সব আছে। ওসব দিয়ে এখানে সুবিধে হবে না।'

'অনেক জায়গায়,' বলল শ্যানন, 'দেখেছি, একটু চেষ্টা করলেই কিছু জিনিস বেশ উত্তাপ ছড়ায়। নাহ্, জায়গাটা আমার পছন্দ হয়ে যাচ্ছে, তোমাদের ব্যবহার চমৎকার—গ্রাম গ্রাম একটা ভাব আছে। ভাবছি এখানেই থেকে যাব।'

'মরবে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল লোকটা।

হাসল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। 'অত সহজ না!' বলল ও। তারপর দরজা ঠেলে

ভেতরে ঢুকে পড়ল। বন্ধ হয়ে গেল কবাটজোড়া।

বারান্দায় উঠে থামল রাস্টি কনার্স। 'খামোকা ঘুরে বেড়াতে আর ভাল লাগে না,' মন্তব্য করল।

'যার সঙ্গে ঘুরছ যে কোন সময় বিপদে পড়তে পারো। ওকে নিয়ে এখানে এসে ভুল করেছ। কারও জানতে বাকি নেই।'

'তাহলে আবার জেনে রাখুক ওরা,' জবাব দিল রাস্টি, 'ওর সঙ্গেই থাকছি।'

'সে তোমার ইচ্ছে। আমার কিছুই আসে যায় না।'

'তা কি বলেছি? তুমি নাক না গলালেই খুশি হব।'

ভেতরে ঢুকল রাস্টি কনার্স। বারে দাঁড়িয়ে আছে শ্যানন। বারের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় অনর্থক পায়চারি করছে বারটেন্ডার, ওর দিকে নজর নেই।

নিরীহ গোবেচারার মত নরম গলায় শ্যানন বলল, 'আমাকে এক গ্লাস হুইস্কি দাও।'

বারটেন্ডারের ভাবসাব দেখে মনে হলো কথাটা তার কানে যায়নি।

'আমি এক গ্লাস হুইস্কি দিতে বলেছি,' গলা চড়িয়ে আবার বলল শ্যানন।

আরও তিনজন লোককে দেখা যাচ্ছে কামরায়, সতর্ক নজর রাখছে শ্যাননের দিকে। দক্ষিণ আর পশ্চিম দেয়ালের কাছে বসে আছে দু'জন; অন্যজন শ্যাননের প্রায় পেছনে, পুব-দেয়াল ঘেঁষে বসেছে। দু'পাশের দু'টো কিচেনের দরজা বাদ দিয়ে উত্তরের পুরো দেয়াল বারের আড়ালে পড়ে গেছে।

'আবার বলছি,' শান্ত কণ্ঠে বলল শ্যানন। 'এক গ্লাস হুইস্কি দাও।'

উদাসীনভাবে এগিয়ে এল বারটেন্ডার। কঠিন চোখে শ্যাননের দিকে তাকাল। 'কি বলছ শুনতে পাচ্ছি না, স্ট্রেঞ্জার। আমি তোমাকে চিনি না।'

এরপর যা ঘটল, সীমান্ত অঞ্চলে কিংবদন্তীতে রূপান্তরিত হওয়ার মত। নিমেষে সামনে হাত বাড়িয়ে দিল শ্যানন, শক্ত করে ধরল বারটেন্ডারের কলার–তারপর হ্যাঁচকা টানে তাকে বারের ওপর দিয়ে উড়িয়ে এনে দড়াম করে মাটিতে আছাড় মারল। হাত পা ছড়িয়ে মেঝেতে পড়ল দানবাকৃতি লোকটা।

'এসো পরিচয়ের পালা সেরে ফেলি,' নরম সুরে বলল শ্যানন। বারটেন্ডার উঠে দাঁড়ানোমাত্র তার চোয়াল বরাবর বিরাশি শিক্কার একটা ঘুসি হাঁকাল। পরক্ষণে চিবুকের ওপর রদ্দা খেয়ে হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল লোকটার।

ওকে সামলে ওঠার সুযোগ দিল না ফ্র্যাঙ্ক, এক হাতে শার্টের কলার ধরে শ্বাসনালীর ওপর একটা আপারকাট ঝেড়ে দিল। বেমক্কা আঘাতে মুখ হাঁ হয়ে গেল বারটেন্ডারের, বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস শুরু করল। ওকে ছেড়ে দিয়ে মুখের ওপর পটাপট দু'হাতে দু'টো ঘুসি হাঁকাল শ্যানন। তারপর পিছিয়ে এল। হামাগুড়ি দিয়ে বারের কাছে গেল বারটেন্ডার, বার ধরে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল।

মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরাল না শ্যানন। আস্তে করে আবার বলল, 'এতক্ষণে চিনতে পেরেছ নিশ্চয়ই? এবার যাও, ওপাশে গিয়ে আমাদের দু'জনের জন্যে দু'গ্লাস হুইস্কি ঢালো। নইলে আরও এক ডোজ আছে কপালে!'

টলমল পায়ে বারের শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে গেল বারটেন্ডার। ঘুরে দাঁড়াল শ্যানন। দরজার একপাশে পুবের লোকটাকে কাভার করে দাঁড়িয়ে আছে

রাস্টি কনার্স।

অন্য দুজনের দিকে তাকাল শ্যানন। 'আমার নাম শ্যানন।' চমকটা সামলে উঠতে এক মুহূর্ত সময় দিল ওদের। তারপর বলল, 'ইচ্ছে থাকলে, এসো, লেগে যাও!'

নামটা একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে, কিন্তু তিনজনের একজনও নড়ার সাহস করল না। পশ্চিম দিকের গানম্যান কাঁপা কাঁপা জিভ বের করে ঠোঁট ভেজাল। জানতে বাকি নেই, এখন প্ল্যানমাফিক কাজ করতে গেলে ওকেই প্রাণ দিতে হবে। শ্যাননের মুখোমুখি দাঁড়ানোর কথা আগে জানানো হয়নি ওদের।

নাম শুনেই কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে ওদের। মূর্তির মত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে তিনজন, আতঙ্কে ফ্যাকাসে চেহারা। আস্তে, খুব আস্তে, দক্ষিণের লোকটা পিস্তলের কাছ থেকে হাত সরিয়ে নিল।

'যাক,' বলল শ্যানন। গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে গিয়ে বার ভাসাচ্ছে বারটেন্ডার। 'এসো, এবার দু'টো কথা বলি। তোমাদের মেহ্‌মানদারীর কায়দাটা সত্যি চমৎকার, কিন্তু তোমাদের কে পাঠিয়েছে না জানলে তাকে কীভাবে ধন্যবাদ জানাব, বলো?'

'তোমাকে মারতে চাইনি আমরা,' বলল একজন, 'শুধু ধরে নিয়ে যাবার কথা ছিল।'

'কিন্তু কারও হাতে ধরা পড়ার ইচ্ছে আমার নেই। যাকগে, তোমরা মেক্সিকোয় কিভাবে যেতে হয় জানো নিশ্চয়ই? তাহলে আর দেরি কেন? বেরিয়ে পড়ো! জলদি! আমার হাত ফসকে আবার গুলি বেরিয়ে যেতে পারে!'

একসঙ্গে দরজার দিকে ছুটল তিনজন। একবারও পেছনে না তাকিয়ে সোজা রাস্তায় নেমে পড়ল।

বারের দিকে ঘুরল শ্যানন।

হঠাৎ বোতল হাতে পিছিয়ে গেল বারটেন্ডার, কান খাড়া করে আছে।

প্রথমে একটা, তারপর অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর দু'টো গুলির শব্দ শোনা গেল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল শ্যানন।

রাস্তার মাঝখানে গড়াগড়ি যাচ্ছে একজন, অন্য দুজন পড়ে আছে বারান্দার কাছে।

'কে করল কাজটা?' রাস্টির জিজ্ঞাসা।

'কাজে গাফিলতি বসের বোধ হয় পছন্দ নয়,' বলল শ্যানন।

বারের কাছে ফিরে এল ও।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে বারটেন্ডার, কাঁপছে।

'এবার মনে হয় নিজের হাতেই মদ ঢেলে নিতে হবে,' মন্তব্য করল রাস্টি কনার্স।

'না, তার দরকার হবে না,' সুরেলা মেয়েলী কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

চমকে তাকাল ওরা।

নয়

বারের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। ঋজু ভঙ্গি, চিবুকটা একটু উঁচু করে রেখেছে–একহাতে আলতো করে ছুঁয়েছে বারের প্রান্ত। হাতির দাঁতের মত শাদা মেয়েটার গায়ের রঙ, মাথা ভর্তি কালো চুল খোঁপা বেঁধে রেখেছে। তবে সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ছে ওর চোখজোড়া।

বড় বড় বাদামী দু'চোখে আরও বাদামী তারা–লম্বা লম্বা চোখের পাপড়ি। সব মিলিয়ে অসাধারণ সুন্দরী। কিন্তু এই সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে মেয়েটার হাবভাবে ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে, মোটেই উগ্র লাগছে না।

মেয়েটার দৈহিক গঠনও চমৎকার। চলাফেরায় একটা সর্পিল সৌন্দর্য আছে, কিন্তু কোন ভান নেই।

শ্যাননের সামনে এসে দাঁড়াল ও, হাত বাড়িয়ে দিল। 'রিটা উইলিয়ামস।' সহজ কণ্ঠে বলল সে। 'আমি হুইস্কি ঢেলে দিলে আপত্তি আছে?'

রিটা উইলিয়ামসের চোখের দিকে তাকাল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, যেন কিছু খুঁজছে।

'রিটা উইলিয়ামস,' আস্তে আস্তে বলল শ্যানন, 'অনায়াসে, আপত্তি থাকবে কেন?'

দু'টো গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে দু'জনের হাতে তুলে দিল রিটা। বারটেন্ডার, বিগ ববের দিকে তাকালও না। এতক্ষণে ধকল সামলে উঠে হাঁটাহাঁটি শুরু করেছে লোকটা।

'তোমার ওপর দিয়ে বেশ ঝামেলা গেছে মনে হচ্ছে?' শান্ত কণ্ঠে বলল রিটা উইলিয়ামস।

'তোমার মত মেয়ের দেখা পাওয়ার জন্যে এই ঝামেলা কিছুই না,' মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল শ্যানন।

'বেশ গুছিয়ে সুন্দর করে কথা বলতে পারো তুমি, সিনর,' শ্যাননের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল রিটা। 'শুনতে ভালই লাগল। এখানে আবার এসবের আকাল।'

'তোমাকে খুশি করার জন্যে বলিনি,' শ্যানন বলল, 'অন্তর থেকেই বলেছি।'

খুব ধীরে চোখ তুলে শ্যাননের দিকে তাকাল রিটা, কি যেন বোঝার চেষ্টা করল, তারপর দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

'লাইভ ওকে আন্তরিকতা বিরল, সিনর। এখানে তার কোন মূল্য নেই!'

'কিন্তু আমার মতে সব জায়গাতেই ওটার দাম আছে,' বিগ ববের দিকে একবার তাকাল শ্যানন। অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছে বারটেন্ডার। 'মারপিট বা ঝগড়া-ফ্যাসাদ আমার পছন্দ না; তবু অনেক সময় বাধ্য হয়ে জড়িয়ে পড়তে হয়–উপায় থাকে না।'

'এটা কিন্তু,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল রিটা উইলিয়ামস, 'মিথ্যে বললে। মারপিট পছন্দ না করলে ওই লোকটার এই অবস্থা করলে কীভাবে? তারচেয়ে বলো মারপিট পছন্দ করো, কিন্তু মারপিটে জড়িয়ে পড়তে চাও না। দু'টোয় তফাৎ আছে, তাই না?'

'আছে,' সায় দিল ফ্র্যাঙ্ক। 'মারপিটে যাতে না জড়াতে হয় সেজন্যেই এখানে আসা। রিটা, পাহাড়-চূড়ার ওই ঘরটায় কে থাকে?'

একটু ইতস্তত করে কাঁধ ঝাঁকাল রিটা। 'আদৌ কেউ থাকলে তাকে গিয়েই জিজ্ঞেস করে আসো?'

'আমাকে কাছে ঘেঁষার সুযোগ দেবে বলে মনে হয় না, সিনোরিটা,' বলল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। 'অ্যাপ্ল ক্যানিয়নে কারা যাওয়া-আসা করছে সেদিকে তার কড়া নজর দেখলাম।'

একটু থামল শ্যানন। 'এ জায়গার নাম অ্যাপ্ল ক্যানিয়ন কেন?'

'শুনেছি, এখানে নাকি আপেলের বাগান ছিল, তাই। কেউ কেউ অন্যরকমও বলে, তবে এটাই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য।

'আগে একদম বিরান ছিল জায়গাটা, কেউ আসত না। সীমান্ত পেরুবার জন্যে শুধু অ্যাপাচি আর কোমাঞ্চিরা এই পথ ব্যবহার করত। উল্টো রাস্তা ভেবে অন্যরা পা দিত না। কিন্তু এটা সীমান্ত পেরুনোর অনেকগুলো পথের একটা।'

'তবে গোপন,' সাথে সাথে বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'ইচ্ছে করলে যে কেউ ঘুর পথে অ্যাপ্ল ক্যানিয়নে এসে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে। কেউ যদি গরু-বাছুর চুরি করে এদিক দিয়ে সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে দেয় টেরই পাওয়া যাবে না।'

'হতে পারে, সিনর। কিন্তু আমি এখানে থাকলেও কে কি করছে বা করবে সেটা আমার মাথাব্যথা নয়।'

'আইনের ব্যাপারেও তাই?'

'কিসের আইন? এটা সীমান্ত-বসতি, সিনর। তুমি কোন আইনের কথা বলছ? টেক্সাসের? মেক্সিকোর? নাকি বেঁচে থাকার? বেঁচে থাকাটাই আসল, সিনর, আমি বাঁচতে চাই।...যেভাবেই হোক।'

রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করল রিটা। লাশগুলো ইতিমধ্যে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। 'বেঁচে থাকা সহজ নয়, সিনর। দেখলেই তো, কাজে ব্যর্থ হওয়ায় ওই তিনজনের কি অবস্থা হলো।

'আমি ওভাবে মরতে চাই না। জীবন অনেক সুন্দর—আউট-ল আর চোর-বদমাশের সমাজেও। পুরোপুরি না হলেও কিছুটা সুখ, আনন্দ এখানেও খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

'তবে সেজন্যে একটু বুদ্ধি খাটাতে হয়; খেয়াল রাখতে হয় কে কী ভাবছে; বিশেষ একজনকে বেশি প্রশ্রয় না দিয়ে সবার সাথে একরকম আচরণ করতে হয়। অ্যাপ্ল ক্যানিয়নের বাইরে ওরা কে কী করছে, সেটা ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমি ও নিয়ে মাথা ঘামাই না। তবে আজকের ব্যাপারটা নিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলব। আমার ঘরে যাতে এরকম ঘটনা আর না ঘটে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমার নির্দেশে কাজ করেনি ওরা।'

'এমন কিছু ঘটতে পারে, জানতাম। অচেনা শহরে আগন্তুকের জন্যে এসব নতুন নয়, আর এখানে তো স্বাভাবিক।'

'সেজন্যে আমি দুঃখিত, সিনর। যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকলে, সিনর, প্রয়োজনে আমি মরতেও রাজি, কিন্তু খামোকা মরার ইচ্ছে নেই। আমি নিরপেক্ষ মানুষ নিরপেক্ষই থাকতে চাই। বিশেষ কোন লোক সম্পর্কে তোমার কাছে মুখ খোলার অর্থ হবে বিনা কারণে প্রাণ খোয়ানো। অপচয় আমার পছন্দ নয়।'

'আমি যে শুনলাম, তুমি নিজেই অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নের বস্?'

'দূর থেকে যা মনে হয়, আসল ব্যাপার সবসময় তেমন না-ও হতে পারে, সিনর। আমিই বস্ ছিলাম। কিন্তু এখন সবকিছু বদলে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে।'

'বোঝা যাচ্ছে, পাহাড়-চূড়ার লোকটার সাথে কথা বলা ছাড়া গতি নেই। জানা দরকার শ্যাননের কাছে তার কি দরকার, কেন আমাকে না মেরে বন্দী করতে চাইল।'

'শ্যানন?' অবিশ্বাসের সঙ্গে এক কদম এগিয়ে এল রিটা উইলিয়ামস। 'তুমি?'

'হ্যাঁ, আমি,' বলল শ্যানন।

'তোমার কথা অনেক শুনেছি। তোমাকে নিয়ে অসংখ্য গল্প চালু আছে ওগুলোর প্রায় সবই তোমার প্রশংসায় ভরা। তুমি নাকি নিরুপায় না হলে কখনোই লড়াই করো না।'

'হ্যাঁ।'

'একা থাকতেই পছন্দ করো?'

'হ্যাঁ। আজ অবশ্যি সঙ্গে রাস্টি কনার্স রয়েছে, হয়তো আমরা একই উদ্দেশ্যে কাজ করছি।'

'কখনও নিঃসঙ্গ বোধ করো না? প্রায়ই নিজেকে বড্ড একা মনে হয় আমার।'

'হ্যাঁ, করি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল শ্যানন, 'এখন থেকে অনুভূতিটা আরও প্রবল হবে।'

সহসা বিস্ফারিত হলো মেয়েটার চোখ, সম্ভবত শ্যাননের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত কিছুর সন্ধান পেয়েছে সে। অজান্তেই সামনে এগিয়ে গেল শ্যানন, ওর ওপর প্রায় এলিয়ে পড়ল রিটা; কিন্তু চট করে আবার সরে এল শ্যানন।

দরজার দিকে পা বাড়াল ও, কিন্তু রিটার চিৎকারে থামতে হলো। 'না! সিনর, এক্ষুণি ক্লিফে যেয়ো না। এটা ঠিক সময় নয়! বন্দুক হাতে অনেক লোক পাহারা দিচ্ছে ওখানে! আমার কথা বিশ্বাস করো, সিমর, ঠকবে না।' আরও সামনে এল রিটা উইলিয়ামস। 'লোকটা একাই তোমার জন্যে ভয়ানক বিপজ্জনক...অন্যান্য হার্ডকেসের কথা না হয় বাদই দিলাম, তাছাড়া, সে তোমাকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করে!

'জানি না কেন, কিন্তু বোঝা যায়, তোমাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করে। লোকটা খুব খারাপ, সিনর, ধূর্ত শয়তান! নিজের হাতে তোমাকে কষ্ট দিয়ে মারতে চায়!

'তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাও, সিনর, তাহলে ও গুলি করবে না। তোমার সামনাসামনি দাঁড়াতে চায় লোকটা—নিজের চোখে দেখতে চায়, তুমি

মরছ, যাতে মারা যাবার আগে ওর চেহারা দেখতে পাও। ঠিক এই কথাগুলোই আমাকে বলেছে সে, সিনর।'

রিটা উইলিয়ামসের দিকে তাকিয়েছিল শ্যানন, মনোযোগ দিয়ে মেয়েটার কণ্ঠস্বরের ওঠানামা লক্ষ্য করছিল। রিটার কথা শেষ হতেই দরজার উদ্দেশ্যে ঘুরে দাঁড়াল ও, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে আবার তাকাল।

'তোমাকে বিশ্বাস করে চলে যাচ্ছি। হয়তো মেয়েদের বিশ্বাস করা আর পানির গায়ে নিজের নাম লেখা সমান, কিন্তু তারপরও একবার ঝুঁকি নিয়ে দেখতে চাই।'

বর্ডার বার থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এল শ্যানন। ওকে অনুসরণ করল রাস্টি কনার্স। হিচ রেইল থেকে ঘোড়ার বাঁধন খুলে স্যাডলে চাপল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন।

দরজা খুলে চৌকাঠে এসে দাঁড়াল রিটা।

'কে তুমি?' মরিয়া কণ্ঠে জানতে চাইল সে। 'তোমার আসল পরিচয় কি?'

'শ্যানন,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল ফ্র্যাঙ্ক, 'ব্যস—আর কিছু না।'

ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে, একবারও পেছনে না তাকিয়ে রাস্তা ধরে শহর থেকে বেরিয়ে এল ও। ইচ্ছে করে একটু পেছনে রয়েছে রাস্টি কনার্স, যেন কাভার করছে ওকে।

শহর থেকে নিরাপদ দূরত্বে আসার পর ফ্র্যাঙ্কের পাশে চলে এল রাস্টি। 'কি যে ঘটিয়েছ, খোদা মালুম,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে। 'সব ওলটপালট হয়ে গেছে! রিটা উইলিয়ামসের এমন চেহারা কক্ষনো দেখিনি আমি! বরাবর দেখে আসছি, ঠাণ্ডা একটা ভাব তার আচরণে, গম্ভীর—কারও তোয়াক্কা করে না।

'অনেকেই ওর ওপর জোর খাটাতে গিয়ে উল্টো ঘা খেয়েছে। দু'জনকে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে মেরেছে ও, একজনের গায়ে ছুরি বসিয়েছে; ক্রিস মেহ্লারও খুন করেছে দু'জনকে। বেশির ভাগ লোকই এখানে আসে, ওকে একনজর দেখে আবার বিড়বিড় করতে করতে ফিরে যায়।'

'মেয়েদের আবেগকে কখনও প্রশ্রয় দিয়ো না, রাস্টি। ওদের কাছে কিছু ফাঁসও করতে যেয়ো না। মেয়েরা নিজস্ব কায়দায় আত্মপ্রকাশ করতে চায়···রিটাও তার ব্যতিক্রম নয়।

'ওর সঙ্গে আমি কিছুক্ষণ কথা বলেছি, ঠিক, কিন্তু ওই পর্যন্তই। মেয়েটা নিঃসঙ্গ বলে আমার নৈঃসঙ্গ উপলব্ধি করতে পেরেছে, সেজন্যেই আমি বেঘোরে মারা পড়ি, চায়নি···ব্যস, আর কিছু ভাবতে যেয়ো না।'

পেছনে, অ্যাপল ভ্যালির স্যালুন, বারের এক দিকের দরজা খুলে গেছে, দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী, শক্তিশালী এক লোক, ইন্ডিয়ান অথচ সুদর্শন। লম্বা-চওড়ায় বারটেন্ডারকেও ছাড়িয়ে গেছে।

প্রায় নিঃশব্দে বিগ ববের কাছে এসে দাঁড়াল সে। ক্রিস মেহ্লার।

'না,' মোলায়েম কণ্ঠে বলল মেহ্লার, 'সিনোরিটার সঙ্গে তুমি বেঈমানি করবে না!' তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে বিগ বব গার্ডনারের দিকে চাইল সে। 'আজকের একটা কথা যদি ওই লোকের কানে যায়, তুমি শেষ। খুব কষ্ট পেয়ে মারা যাবে তুমি, অ্যামিগো!

'মারপিট করার পর লালচুলো আর ওই শ্যানন নামের লোকটা নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে বিদায় হয়ে গেছে–কি বলতে হবে, বোঝা গেছে, সিনর?'

'কিছুই বলব না আমি!' বিরক্তির সঙ্গে বলল বব। 'অনেক শিক্ষা হয়েছে! শরীরটা একটু ভাল ঠেকলেই কেটে পড়ব, বুঝেছ?'

'বুঝেছি···কিন্তু যেখানেই যাও, মুখে কুলুপ আঁটা থাকে যেন, নইলে তোমাকে আমি নরক পর্যন্ত ধাওয়া করব এবং বিশ্বাস করো ঠিকই খুঁজে বের করব। এরচেয়ে সামান্য অপরাধেও আমার হাত থেকে রেহাই পায়নি অনেকে।'

'বাদ দাও!' মাথা নাড়ল বিগ বব। 'আমি ভাগছি!'

দশ

বাগানে দাঁড়িয়ে আছে রিটা উইলিয়ামস, একটা গোলাপের গায়ে আলতো করে হাত বোলাচ্ছে। গেইট খুলে বাগানে ঢুকল ক্রিস মেহ্‌লার, এগিয়ে এল রিটার কাছে। দু'ঠোঁটের ফাঁকে ঝকঝকে শাদা দাঁত উঁকি দিচ্ছে–হাসছে সে।

'এতদিনে তাকে পেলে, সিনোরিটা,' নিচু কণ্ঠে বলল ক্রিস মেহ্‌লার, 'জানি, এমন একটা মানুষের অপেক্ষাতেই তুমি ছিলে।'

'হ্যাঁ, ক্রিস, ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমাকে ওর ভাল লেগেছে কিনা জানব কীভাবে?'

'ওর চেহারা, চোখের দিকে তাকাওনি? সি, সিনোরিটা, আমি বলছি, তোমাকে তার মনে ধরেছে। লোকটা কিন্তু দারুণ শক্তিশালী, বোধ হয়,' মাথা দুলিয়ে বলল ক্রিস, 'আমার মতই।'

'কিন্তু ওই লোকটার সঙ্গে কি পারবে ও?' প্রতিবাদ করল রিটা, 'শ্যাননকে যে মেরে ফেলবে! ওকে সে ঘৃণা করে!'

'সি, করে। কিন্তু মারতে পারবে বলে মনে হয় না। অবস্থা বদলে গেছে। আমাদের শ্যানন ফুৎকারে উড়ে যাবার মত লোক নয়।' একটু থেমে দম নিল ক্রিস মেহ্‌লার। 'বোধ হয়, অচিরেই, সিনোরিটা, এখানে আমার প্রয়োজন ফুরোচ্ছে, বাড়ি ফিরে যেতে পারব এবার। শ্যাননই আমার জায়গা দখল করতে পারবে।'

'আমাদের এখন কি করা উচিত, ক্রিস?'

'এখন? কিছু না, সিনোরিটা। চুপচাপ বসে চারদিকে খেয়াল রাখব। তবে মনে রেখো, সিনোরিটা, শ্যানন আর সবার মত নয়, একদম অন্যরকম মানুষ।'

কয়েক গজ পেছনে থেকে শ্যাননকে অনুসরণ করছে রাস্টি কনার্স। মাথা তুলে উপত্যকার দেয়াল বরাবর তাকাল সে। গাছে ঢাকা এবড়োখেবড়ো ঢাল প্রান্ত থেকে ক্রমশ নিচে নেমে গেছে। বুনো, নির্জন এলাকা। এখন শ্যাননের সন্দেহ

ভিত্তিহীন নয় বলেই মনে হচ্ছে: কেউ একজন সীমান্তে, ইতিহাসের ঘৃণ্যতম চুরির এক পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমেছে।

লাইভ ওক কান্ট্রির এদিকটা একজনের দখলে থাকলে, অগুনতি গরু নির্ঝঞ্ঝাটে মেক্সিকোয় পাচার করে দিতে পারবে সে। বিশাল বিশাল পাল থেকে খুব সাবধানে গরু সরিয়ে নিলে বছরকে বছর নিশ্চিন্তে দুষ্কর্ম চালানো যাবে। যেসব রেঞ্জে একসঙ্গে কয়েক হাজার গরু চরছে, সেখান থেকে কিছু গরু চুরি গেলেও কেউ বুঝতে পারবে না। কিন্তু সব চোরাই গরু জড়ো করার পর একটা বিরাট সংখ্যা দাঁড়াবে সেটা।

চট করে কারও পক্ষে এই কাজে নামা সম্ভব নয়। শহরে গিয়ে ফুর্তি করার উদ্দেশ্যে কয়েকটা ডলার জোগাড় করার জন্যে বেপরোয়া কোন কাউহ্যান্ডের কাজ নয় এটা। রীতিমত পুকুরচুরি। চতুর এবং সাহসী কেউ রয়েছে এই পরিকল্পনার পেছনে। রাস্তার ওপর তিনজন গানস্লিংগারের অসহায় মৃত্যুর কথা মনে পড়ল, প্রয়োজনে গণহত্যা চালাতেও দ্বিধা করবে না লোকটা–বুঝতে অসুবিধে হয় না।

এগোতে এগোতে মাথা খাটাচ্ছে শ্যানন। পালের গোদা যেই হোক, লোকটা ওকে চেনে। কে হতে পারে? স্মৃতির পাতা উল্টে চলল ও জবাবের আশায়।

ডেইল শ্যাফটার?...সাটন-টেইলর ফিউডের সময় এক সংঘর্ষে মারা গেছে ডেইল শ্যাফটার। তাছাড়া, এরকম বিরাট একটা পরিকল্পনা তার মাথা থেকে বেরুতে পারে না।

ক্যার্ড বেন্টন? নাহ্–খুদে ছিনতাইবাজ আর জুয়াড়ী ছাড়া আর কিছুই না সে।

একের পর এক নাম মনে আসছে শ্যাননের, কিন্তু জীবিতদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনকে পাওয়া গেল যারা ওকে ঘৃণা করতে পারে। এদের কেউ কেউ বিপজ্জনক হলেও এরকম একটা প্ল্যান খাড়া করার ক্ষমতা ওদের নেই। ওদের কাজের ধারা অন্যরকম।

ভ্যান ডেভিসের জন্যে ও যখন একটা গহ্বরে অপেক্ষা করছিল, সেরাতে কে গুলি করেছে ওকে? কে হত্যা করল পিট ক্যাসুজকে?

এরা কি একই ব্যক্তি? নাকি বর্ডার বারে ওকে বন্দী করতে আসা তিনজনের মত কেউ রয়েছে হত্যাকাণ্ডের পেছনে?

অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো শ্যানন, সন্দেহজনক কাউকে খুঁজে পেল না। যত ভাবছে ততই একটা প্রশ্ন জেগে উঠছে মনে: এটা কি শুধুই সামান্য গরু চুরির ব্যাপার? নাকি আরও গভীর কোন রহস্য আছে? কিন্তু এর ভেতর আর কি রহস্য থাকতে পারে?

ভ্যান ডেভিসকে ওর আশ্রয় বাঁচাতে সাহায্য করতে এসে ভয়ঙ্কর গোলমালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে ও। অবশ্য এর মধ্যে একটা কাজে সফল হয়েছে! স্টীল বা লর্ড এতে জড়িত নয়, ধরে ফেলেছে।

চালু বন্দুকবাজরা ইন্ডিয়ান আর মোষের মতই বুনো পশ্চিমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভালয় মন্দে মেশানো মানুষ এরা। পশ্চিমকে গড়ে তোলার জন্যে ওদের প্রয়োজন আছে। পশ্চিমে নিজের উপযুক্ত স্থান সম্পর্কে যে অল্প ক'জন মানুষ পরিষ্কার ধারণা রাখে শ্যানন তাদের একজন। নিজের পরিচয় আর দায়িত্ব স্পষ্ট

বোঝে ও।

বিলি দ্য কিড, প্যাট গ্যারেট, জন ওয়েসলি হারডিন, ওয়াইল্ড বিল হিকক, ইয়্যার্প, ম্যাস্টারসন, টিলগম্যান, জন সেলসম্যান, ডালাস স্টোডেন মায়্যার, ওয়াইল্ড বিল লঙলি, কুলেন বেকার, পিক হিগিনস, হেনরী স্টার, হেনরী ব্রাউন, কে অ্যালিসন…এরা সবাই গানফাইটার। বিকাশমান পশ্চিমের বাহ্যিক আবরণ…অনেকটা বর্ধিষ্ণু গাছের শক্ত বাকলের মত।

এইসব গানফাইটারের কেউ কেউ আবার পশ্চিমের কোন কোন শহরের মার্শালের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। অতীতে কোন খারাপ কাজ করে থাকলেও মার্শাল হিসেবে প্রশংসনীয় কাজ দেখিয়েছে ওরা। শহরে শান্তি বজায় রাখতে, নাগরিকদের অযথা হয়রানির হাত থেকে বাঁচাতে কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের অব্যাহত গতি বজায় রাখতে কঠোর হাতে আইন প্রয়োগ করেছে।

কিন্তু পাহাড়-চূড়ার লোকটা এদের সবার চেয়ে আলাদা। নিজেকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রেখেছে সে। আগে হয়তো অন্যদের মতই ছিল, কিন্তু এখন কাজের ধারা বা কায়দা বদলে ফেলেছে।

এগিয়ে চলেছে ওরা। চারপাশে ছায়ারা দীর্ঘ হতে শুরু করেছে। মেক্সিকোর দিক থেকে দখিনা হাওয়া ছুটে আসছে, ধুলোর গন্ধ মিশে আছে বাতাসে। কনার্সের দিকে তাকাল শ্যানন।

'অল্প কিছুক্ষণ আগে,' বলল ও, 'এদিকে গেছে কেউ।'

সায় দিল রাস্টি। 'খারাপ খবর,' বলল সে। 'আমি ভাবছি, এবার ওরা কী করবে?'

'সম্ভবত আমাদের কোনরকম সুযোগ না দিয়ে লর্ড আর স্টীলের মধ্যে লড়াই বাধানোর চেষ্টা করবে,' বলল শ্যানন, 'এছাড়া আর কি করার আছে?'

'মুশকিল,' বিড়বিড় করে বলল কনার্স, 'ওদের মতিগতি বোঝা আমার সাধ্যের বাইরে—লর্ড আর স্টীলের কথা বলছি।'

এরপর নীরবে এগিয়ে চলল ওরা। যার যার ভাবনায় ডুবে আছে। কিন্তু চারপাশে সতর্ক নজর রাখতে ভুল করছে না; যদিও সন্দেহজনক কোন আলোড়ন নেই কোথাও, নীরব-নিথর পরিবেশ। বেশ কয়েকবার দূরে অ্যান্টিলোপের পাল চোখে পড়ল ওদের, একবার একটা হরিণ দেখতে পেল। এক জায়গায় শুকনো হাড় চিবুচ্ছিল একটা কয়োটে, ওদের দেখে ভড়কে গেল, দৌড়ে লুকাল একটা ঝোপে, তারপর ওদের চলে যাবার অপেক্ষায় রইল।

ছোটখাট লালচে একটা ক্লিফের দেয়াল ঘেঁষে ক্যাম্প করল ওরা। সামনে সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে; পেছনে ক্লিফ, ওদিক থেকে হঠাৎ কারও পক্ষে আসা সম্ভব নয়।

কাঠ জোগাড় করার সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো পাথর চাঁই জড়ো করে নিজেদের অবস্থান আরও সংহত করল ওরা। তারপর ছোট্ট করে আগুন জ্বেলে কফি তৈরি করল।

'রিটাকে দেখতে আবার অ্যাপল ক্যানিয়নে যাবে?' খানিকপর জানতে চাইল রাস্টি।

'যেতেও পারি,' আগুনে লাকড়ি ঠেলে দিল শ্যানন। 'মেয়েটা চমৎকার।' একটু থেমে আবার বলল, 'পাহাড়-চূড়ার লোকটার ভয়ে মনে হলো তটস্থ হয়ে আছে সবাই।'

'তার গুলি খাবার পর তিনজনের চেহারা দেখেছ? সব ক'টার খুলি ফুটো করে দিয়েছে! অথচ কমপক্ষে চার-পাঁচশো গজ দূর থেকে গুলি করেছে সে!'

'আরও কাছ থেকেও হতে পারে,' বলল শ্যানন, 'তবে লোকটা নিশানা ভেদ করতে জানে ধরে নেয়াই ভাল। অনেক কঠিন লোকের আত্মারাম খাঁচাছাড়া করার মত যথেষ্ট খ্যাতি আছে তার। রিটা উইলিয়ামস অবশ্য ভয় পায়নি, সতর্ক হয়ে আছে। ওর অস্তিত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে লোকটা।'

'মেয়েটার ওখানে থাকার ব্যাপারটা কেমন যেন বেখাপ্পা মনে হয় আমার কাছে। একে সুন্দরী, তার ওপর অবস্থাও ভাল, নিজস্ব বাড়ি-ঘর আছে, দুর্দান্ত কয়েকটা ঘোড়া আছে, শোনা যায় টেক্সাস রেঞ্জে তার প্রচুর গরুও আছে; তাহলে ওখানে পড়ে আছে কেন?'

'যার যেমন পছন্দ,' বলল শ্যানন। 'একেকজনের রুচি একেক রকম। এরচেয়ে জঘন্য জায়গাতে অনেক লোককে সুখে থাকতে দেখেছি আমি। নিজের হাতে একটা জগৎ গড়ে তুলেছে ও, কে কি ভাববে তার পরোয়া করতে যায়নি।'

আস্তে আস্তে গনগনে কয়লায় পরিণত হলো আগুন। অবশিষ্ট কফি শেষ করল ওরা।

'পাহারা দেয়ার দরকার আছে?' জানতে চাইল রাস্টি। 'ওরা আমাদের পিছু নেবেই।'

'ওটা বাকের ওপর ছেড়ে দাও। ঘোড়াটা আপাদমস্তক ম্যাস্ট্যাং, অনেকদিন হলো একসঙ্গে পথ চলছি আমরা। বিপদ দেখলে ঠিক সতর্ক করে দেবে।'

ভোরে বিছানা ছাড়ল শ্যানন। বুট ঝাড়তেই সুড়ুৎ করে একটা ঝাঁকড়া-বিছে বেরিয়ে ছুটে পালাল ঝোপের আড়ালে। জুতোজোড়া পরল শ্যানন, চারদিকে ভাল করে একবার চোখ বুলিয়ে নিল এই ফাঁকে।

স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঘাস খাচ্ছে বাকস্কিন, তারমানে কাছেপিঠে কেউ নেই।

স্যাডলে চেপে সহজ গতিতে বটাল্লার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা, হঠাৎ দেখল, একজন রাইডার প্রায় উড়ে আসছে ওদের দিকে। হাতের ইশারায় ওকে থামাল কনার্স।

'হেই, এত তাড়া কিসের?'

'কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে!' চেঁচিয়ে জবাব দিল অশ্বারোহী। 'কারা যেন লর্ডের খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তিন-চার জায়গায় কাটা হয়েছে স্টীলের বেড়া। লড়াই চলছে লর্ড আর স্টীলের রাইডারদের মধ্যে। বটাল্লায় দু'দু'টো বন্দুক লড়াই তো হয়েই গেল!'

'কেউ মারা গেছে?' শ্যানন জিজ্ঞেস করল।

'যদ্দূর জানি, না। স্টীলের দু'জন কাউহ্যান্ড আহত হয়েছে। লড়াইয়ের সাধ না থাকলে বটাল্লার ধারেকাছেও ঘেঁষো না তোমরা! শেষ হয়ে যাবে!'

'আস্তে, বাবা, আস্তে,' বলল শ্যানন। 'একটু গোলাগুলি হলেই তাকে যুদ্ধ

বলে না।'

কিন্তু ততক্ষণে ঘোড়ার পেটে স্পারের গুঁতো লাগিয়েছে অচেনা কাউহ্যান্ড. পেছনে ধুলোর মেঘ তুলে দিগন্তে হারিয়ে গেল সে।

'দেরি করে ফেললাম বোধ হয়,' বলল রাস্টি কনার্স। 'এখন কী করা?'

'সম্ভব হলে সংঘর্ষ থামাব,' বলল শ্যানন, 'যদি না পারি, দায়ী লোকের পিছু নেব।'

ঘুরপথে বটাল্লায় পৌছুতে পৌছুতে সন্ধ্যা হয়ে এল। স্পার স্যালুনে বাতি জ্বলছে; ঝলমল করছে ট্রেইল হাউস। স্যাডল থেকে নেমে পিস্তল বাঁধন খুলে ট্রেইল হাউসের দিকে এগিয়ে গেল শ্যানন।

বারান্দায় বুটের খটখট আর স্পারের ঝুনঝুন শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকিয়েছিল সবাই. ওকে দেখেই চুপ করে গেল ওরা, নিঃশ্বাস বন্ধ করে নিষ্পলক চোখে অপেক্ষা করতে লাগল।

'স্টীল র‍্যাঞ্চের কেউ আছে এখানে?'

দু'জন লোক সামনে এগিয়ে এল, সতর্ক, যে কোন বিপদ মোকাবিলার জন্যে প্রস্তুত। গানফাইটার নয়; কঠিন কর্মঠ এবং বিশ্বস্ত কাউহ্যান্ড।

'আমরা,' বলল একজন, 'কেন?'

'আমার পরামর্শ শোনো, এখুনি র‍্যাঞ্চে চলে যাও। আর লড়াই হবে না এখানে। তোমরা লর্ডের রাইডারদের কাছ থেকে সরে থেকো। বুঝেছ?'

গালকাটা একজন কাউপাঞ্চার খেপে গেল। 'আমাদের দিকে গুলি ছুঁড়লে আমরা মুখ বুজে সহ্য করব বলতে চাও? নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ।'

'ওরা যে আমাদের বেড়া কাটছে, তার কি হবে?' প্রতিবাদ করল অন্যজন।

'ঠিক জানো, ওরা? অন্য কেউও তো হতে পারে? লর্ডের খড়ের গাদায় কি তোমরা আগুন দিয়েছ?'

'কক্ষনো না! পাগল নাকি! আমার তো মনে হয় আমাদের সঙ্গে লাগার জন্যে ব্যাটা নিজেই নিজের খড়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে!'

'ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা করলেই বুঝবে তোমার অনুমান ঠিক নয়। তোমাদের জন্যে একটা কুটোও পোড়াবে না লর্ড। জোর করে তোমাদের লড়াইয়ের দিকে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করছে আর কেউ।'

'হাহ্, তাই নাকি?' ব্যঙ্গ ঝরল গালকাটা পাঞ্চারের কণ্ঠে। 'কে সে?'

'জানতে পারলে,' সহজ কণ্ঠে বলল শ্যানন, 'তার সঙ্গে আমি নিজেই ফয়সালা করব। কিন্তু তার আগে মাথা গরম করে অবাঞ্ছিত একটা লড়াইতে জড়িয়ে পোড়ো না, এথেকে তোমাদের কারও লাভ হবে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল গালকাটা। 'আমি একজন কাউহ্যান্ড,' বলল সে। 'গানফাইটার নই। যদি লড়াই ঠেকাতে পারবে মনে করো, ঠেকাও, আমার আপত্তি নেই।'

ট্রেইল হাউস থেকে বেরিয়ে স্পার স্যালুনে এল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে লর্ডের টাম্বলিং-আর র‍্যাঞ্চের রাইডারদেরও একই পরামর্শ দিল। কয়েকজন লোকের চেহারায় স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল। কিন্তু একজন লোক অলস ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ধীর পায়ে এগিয়ে এল শ্যাননের দিকে।

শ্যানন জানে, কী ঘটতে যাচ্ছে। আগেও এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে ওকে। অন্য পিস্তলবাজদেরও এরকম অবস্থার মোকাবিলা করতে দেখেছে।

লোকটাকে চিনে নিতে ভুল হয়নি ওর–নিঃসন্দেহে দক্ষ গানফাইটার, নিজের র‍্যাঞ্চ আর শহরে মোটামুটি খ্যাতি আছে, এখন শ্যাননের মত বিখ্যাত হতে চায়। যতই সামনে আসছে লোকটা, চেহারায় অনিশ্চয়তার ছায়া পড়ছে। কিন্তু এখন আর থামার উপায় নেই।

অনিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে লোকটা। কিন্তু শ্যাননের রয়েছে বহু লড়াইতে বিজয়ের অভিজ্ঞতা।

'বড় বাড় বেড়েছ তুমি, শ্যানন! আমরা কখন গোলাগুলি করব না করব শেখাতে এসেছ? এসো, এবার তোমার শেখার পালা!'

পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতে গিয়েই বরফের মত জমে গেল সে। কেউ দেখেনি কখন শ্যাননের হাতে পিস্তল উঠে এসেছে।

গানফাইটারের জীবনে এরকম অভিজ্ঞতা এই প্রথম। উত্তেজনাকর কয়েকটা মুহূর্ত কাটে, তারপর পিস্তলের দিকে হাত বাড়ায় প্রতিদ্বন্দ্বীরা–এটাই দস্তুর। কিন্তু একেবারে উল্টো কাণ্ড ঘটেছে এবার। কথা শেষ করার পর মুহূর্তে পিস্তলের কালো নল দেখতে হয়েছে ওকে, পিস্তলের পেছনের সবুজ চোখের লোকটাকে অপরাজেয় মনে হচ্ছে।

হঠাৎ করে লোকটা বুঝতে পারল, এখন শুধু পিস্তলের বাঁট স্পর্শ করলেই মরণ নিশ্চিত হয়ে যাবে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বেঁচে থাকার বাসনা তীব্র হয়ে উঠল তার।

গুলি খেয়ে মানুষ মরতে দেখেছে সে, অন্তর থেকে উপলব্ধি করল: এত তাড়াতাড়ি মরতে চায় না। গানফাইটার হওয়ার সাধও মিটে গেল তার। কাউহ্যান্ডে ছিল, সেটাই নিরাপদ।

খুব সাবধানে এক পা পিছিয়ে গেল লোকটা। 'কিছু মনে কোরো না, মিস্টার, একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। আজ রাতে স্টীলের র‍্যাঞ্চের কেউ আর তোমাকে বিরক্ত করবে না।'

'ধন্যবাদ,' জবাব দিল শ্যানন, 'এমনিতেই চারদিকে প্রচুর ঝামেলা চলছে।'

ঘুরে বাররুম থেকে বেরিয়ে গেল শ্যানন।

অন্যদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল কাউহ্যান্ড। 'ড্র'টা দেখলে? নিজেকে অনেক ফাস্ট ভাবতাম, অথচ–'

'ফ্রেন্ডস,' শ্যাননের পিছু পিছু স্পারে এসেছিল গালকাটা কাউহ্যান্ড, বলল সে, 'সাবধান হয়ে যাও। ইচ্ছে করলে জিমিকে মারতে পারত শ্যানন, কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের পক্ষে না হোক, ওদের দলেও নেই সে, এটা বাজি ধরে বলা যায়। এসো, আবার ভেবে দেখি।'

বাইরে, শ্যাননের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে রাস্টি কনার্স। 'একজন নতুন লোক এসেছে আজ এখানে, তোমাকে খুঁজছে। খুব নাকি দামী একটা খবর আছে তার কাছে–এল প্যাসো থেকে এসেছে সে।'

'এল প্যাসো? ওখান থেকে কে আসবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল কনার্স। 'মদ খেয়ে একদম বেতাল হয়ে আছে লোকটা, তবে লড়াই নিয়ে একটা কথাও বলেনি; তোমার জন্যে খুব দরকারী একটা খবর আছে—একথা বলছিল বারবার।'

'এল প্যাসো...' ভাঁজ পড়ল শ্যাননের কপালে। ওয়েবারদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর ও আর এল প্যাসোয় যায়নি। ওখান থেকে কে আসতে পারে?

'লোকটা এখন কোথায়?'

'ট্রেইল হাউসে। তুমি বেরুনোর পরই ঢুকেছে। লম্বা, হালকা-পাতলা কাউহ্যান্ড মার্কা চেহারা, মানে চেহারায় গানম্যানের কোন ছাপ নেই।'

বারান্দা থেকে নেমে রাস্তা পেরুনোর জন্যে পা বাড়াল দু'জন, বড় জোর তিন কদম এগিয়েছে, ট্রেইল হাউসে থেকে গুলির শব্দ ভেসে এল।

একবার, তারপর আবার।

এক দৌড়ে দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল কনার্স, দ্বিধান্বিত। শ্যানন এগিয়ে এল; বাঁ হাতের ধাক্কায় দরজা খুলেই স্যাৎ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। পেছন পেছন ঢুকে তাড়াতাড়ি দরজার ডানদিকে দাঁড়াল রাস্টি।

হাত পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে একটা লোক, ক্রমশ লাল হয়ে উঠছে তার শার্টের পেছনটা। মারা গেছে। ছড়িয়ে দেয়া ডানহাতের কাছে একটা পিস্তল পড়ে আছে।

অদূরে পিস্তল হাতে রেইন্ট্রি দাঁড়িয়ে। চোখাচোখি হতেই সতর্ক ভঙ্গি ফুটল তার চেহারায়।

এটা কি উপযুক্ত সময়? রেইন্ট্রির চিন্তাধারা বুঝতে পারছে শ্যানন, মনে মনে যোগ বিয়োগ করছে লোকটা। ওর হাতে পিস্তল আছে, শ্যাননের হাতে নেই। কিন্তু ওদিকে আবার রাস্টি আছে, আওতার বাইরে। রেইন্ট্রির চেহারায় হতাশার ছাপ পড়ল।

নির্বোধ নয়, বরং ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক লোক রেইন্ট্রি।

'লড়াইটা ব্যক্তিগত, শ্যানন,' বলল সে। 'ক্যাটল-ওঅরের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। ধাক্কা মেরে আমার হাত থেকে গ্লাস ফেলে দিয়েছিল, মাফ চাইতে বলায়, উল্টো আমাকে চুলোয় যেতে বলে দিল। তারপর পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু দ্রুতে হেরে গেছে আমার কাছে।'

রেইন্ট্রির পেছনে দাঁড়ানো টাম্বলিং-আর-এর একজন রাইডারের দিকে তাকাল শ্যানন।

'ঠিক?'

'হ্যাঁ-হ্,' জবাব দিল কাউহ্যান্ড নিরাসক্ত চেহারায়।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রেইন্ট্রি, তারপর পিস্তলটা হোলস্টারে ভরে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে।

এগার

কয়েকজন লোক মৃতদেহের কাছে এসে দাঁড়াল। তাকিয়েছিল শ্যানন, ওরা ধরাধরি করে লাশটা চিত করে, শোয়ালে মাথা নাড়ল। লোকটাকে এই প্রথম দেখছে ও।

ফিসফিস করে এবার কথা বলল রাস্টি কনার্স, 'এই লোকটাই তোমাকে খুঁজছিল।' এটা অবশ্য আগেই বুঝে নিয়েছে শ্যানন। 'হঠাৎ করে ও মরে যাওয়াটা,' বলে চলল রাস্টি, 'আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে।'

রেইন্ট্রির সঙ্গে তাল মেলানো কাউহ্যান্ডের দিকে তাকাল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন, পরমুহূর্তে টান মেরে বারের সঙ্গে ঠেসে ধরল তাকে।

'কি হয়েছিল খুলে বলো।'

অস্বস্তির সঙ্গে এদিক-ওদিক তাকাল কাউহ্যান্ড। 'এখানে মুখ খোলা উচিত না,' বিড়বিড় করে বলল, 'ওই লোকটার কি হাল হয়েছে দেখেছ?'

'চেহারা দেখে তো ভীতু মনে হয় না,' বলল শ্যানন। 'রেইন্ট্রির ভয় করছ? আমি শুধু সত্যি কথাটা জানতে চেয়েছি।'

'না। তোমাদের কাউকেই আমি ভয় পাই না। কিন্তু এখানে কথা বলা নিরাপদ নয়। চারদিকে রেইন্ট্রির অসংখ্য চর ঘুরঘুর করছে। তবে রেইন্ট্রি মিথ্যে বলেনি। আমার অবশ্য মনে হয়েছে, ইচ্ছে করে প্রথমে কাউহ্যান্ডকে ধাক্কা মেরেছে সে; তারপর লোকটাকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামতে বাধ্য করেছে।'

'এবার তাহলে বলো,' জিজ্ঞেস করল কনার্স, 'রেইন্ট্রিকে কী বলেছিল ও?'

'খেপে ওঠার মত কিছু নয়। বলেছিল, সে নাকি এদিকে ঝড় তোলার মত দারুণ একটা খবর তোমাকে জানাতে এসেছে। গ্লাসের পর গ্লাস মদ গলায় ঢেলে অবিরাম বকবক করে যাচ্ছিল সে। সবাই শুনেছে তার বক্তৃতা।'

'আর কিছু না?'

'না। মাতালরা কেমন হয় জানোই তো? একটা কথাই ক্রমাগত ঘুরপাক খায় তাদের মাথায়, আপন মনে বিড়বিড় করতে থাকে।'

'নাম বলেছে? কিংবা কে পাঠিয়েছে?'

'না। বললেও শুনিনি।'

অর্থাৎ, গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়ে শ্যাননকে খবর পৌঁছে দেবার আগেই হতভাগ্য কাউহ্যান্ডকে সরিয়ে দিয়েছে রেইন্ট্রি।

রেইন্ট্রি এবং তার দলের জন্যে বিপজ্জনক কী এমন তথ্য নিয়ে এসেছিল লোকটা? তাও আবার এল প্যাসো থেকে?

হঠাৎ একটা চিন্তা খেলে গেল শ্যাননের মাথায়।

গ্লাসের অবশিষ্ট হুইস্কি শেষ করে চাপা স্বরে রাস্টিকে বলল, 'তুমি এখানে

থাকো, চোখ-কান খোলা রেখো, আর রেইনট্রিকে দেখলে ওর দিকে একটু কড়া নজর দিয়ো।'

ট্রেইল হাউস থেকে বেরিয়ে ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে চলল শ্যানন। গলি পেরিয়ে হার্ডওয়্যার স্টোরে চলে এল। তারপর ওটার দেয়াল ঘেঁষে এগোল, করাল পার হয়ে অবশেষে হোটেলের সামনে এসে থামল ও।

পোর্চে জনমনিষ্যির চিহ্নও নেই। সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে এল শ্যানন, নিঃশব্দে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। চারদিক নীরব। ছোট্ট লবি খাঁ খাঁ করছে, শুধু দু'টো হরিণ আর মোষের মূর্তি কটমট করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

বুড়ো ডেস্ক ক্লার্ক একটা সেটীতে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। হোটেল মালিক স্যাম গ্রেভসও একটা বিশাল লেদার চেয়ারে ঘুমিয়ে আছে, কোলের ওপর একটা খবরকাগজ, পড়ি-পড়ি করছে।

রেজিস্টার খাতা ঘুরিয়ে নিজের দিকে টেনে নিল শ্যানন। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছে ও, লাগলেই হয়।

পাঁচ নম্বরেই পাওয়া গেল নামটা: জ্যাক বি. টাইসন, এল প্যাসো, টেক্সাস। রুম-২২।

দ্রুত, নিঃশব্দে সিঁড়ি টপকে দোতলায় উঠে এল শ্যানন। লম্বা করিডর—ফাঁকা। যারা হোটেলে আছে, অনেক আগেই শুয়ে পড়েছে; অন্যরা ট্রেইল হাউস, স্পার কিংবা আর কোথাও আলো ঝলমল পরিবেশে মদ খেয়ে হৈ-হুল্লোড়ে মত্ত।

শ্যাননের মন বলছে, ওর অতীতের কোন ঘটনার সঙ্গে পাহাড়-চূড়ার রহস্যময় লোকটার একটা সম্পর্ক আছে। এল প্যাসোর অচেনা কাউহ্যান্ড হয়তো সেই সম্পর্কে কোন তথ্য কিংবা এখানকার পরিস্থিতি সংক্রান্ত মূল্যবান খবর নিয়ে এসেছিল।

যে কোন তথ্য গোপন রাখা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। একান-ওকান হতে হতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে, কারুরই অজানা থাকে না।

কোন বিরাট পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে প্রচুর লোক সংগ্রহ করতে হয়। প্রস্তাব দিলেই সবাই রাজি হবে, তা নয়; কিন্তু তাদের কাছে তথ্যটা আর গোপন থাকে না; স্যালুন আর হাইডআউটগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে ধীরে ধীরে।

সম্ভবত, এটাই হয়তো একমাত্র সম্ভাবনা···জ্যাক বি. টাইসনের স্যাডলব্যাগে তার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কোন তথ্য মিলে যেতে পারে। হোটেল কর্তৃপক্ষ বোধ হয় এত তাড়াতাড়ি তার রুম তল্লাশি করেনি।

তবে রেইনট্রি এতক্ষণে ঢুঁ মেরে গেছে হয়তো।

এখন আর সন্দেহ নেই; টাইসনকে—এটাই যদি তার নাম হয়—ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়েছে।

করিডর অন্ধকার, হাতড়ে হাতড়ে এগোচ্ছে ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। সিঁড়ির মাথা থেকে নিরাপদ দূরত্বে এসে দেশলাই জ্বালল ও। চোদ্দ নম্বর কামরার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

আরও খানিকটা এগিয়ে হাত বুলিয়ে বাইশ নম্বরের দরজা বের করল শ্যানন।

আস্তে করে হাতল ঘোরাল ও। ভূতের মত স্যাৎ করে ঢুকে পড়ল। অন্ধকারে বিছানার পাশে উবু হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা ছায়ামূর্তি, চোখের পলকে সোজা হয়ে গেল সে। অন্ধকারে ঝলসে উঠল অগ্নিশিখা। শ্যাননের পাঁজরে যেন আগুন ধরিয়ে দিল। পরক্ষণে জানালা গলে শেডের ছাদে লাফিয়ে পড়ল আততায়ী, সেখান থেকে গড়িয়ে নিচে।

দৌড়ে জানালার কাছে চলে এল শ্যানন, অপসৃয়মাণ আততায়ীর উদ্দেশে ট্রিগার টিপল, লাভ নেই জেনেও। ফসকে গেল গুলিটা।

লোকটাকে ধাওয়া করবে কিনা ভাবল একবার, পরমুহূর্তে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। নাগাল পাওয়ার আগেই হয়তো ট্রেইল হাউস, স্পার অথবা অন্য কোন ক্যান্টিনায় লোকের ভিড়ে মিশে যাবে সে।

প্রথমে সিঁড়ি তারপর করিডরে ছুটন্ত পায়ের শব্দ শোনা গেল। দেশলাই জ্বেলে ল্যাম্পের চিমনি সরিয়ে সলতেয় আগুন ধরাল শ্যানন।

সশব্দে হাঁ হয়ে গেল দরজার পাল্লা। হোটেল ক্লার্ককে দেখতে পেল ফ্র্যাঙ্ক। তার পেছনে শটগান হাতে স্যাম গ্রেভস।

'অ্যাই! তুমি এখানে কি করছ? গুলি করছিল কে?'

'আস্তে,' মুচকি হেসে বলল শ্যানন, 'টাইসনের ব্যাগ তল্লাশি করতে ঘরে ঢুকেই দেখি এক চোর, সে-ই আমাকে গুলি করেছে।'

'কিন্তু এখানে কাকে বলে ঢুকেছ তুমি?'

'খানিক আগে ট্রেইল হাউসে জ্যাক বি. টাইসনকে হত্যা করা হয়েছে। আমার কাছে এসেছিল সে, জরুরী খবর নিয়ে। খবরটা কি জানতেই এসেছিলাম। তাছাড়া এখন ওর সব জিনিসের দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে, বেচারার কবরের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'বেশ,' গজগজ করে বলল গ্রেভস, 'টাইসন যখন আপত্তি জানানোর অবস্থায় নেই! ঠিক আছে। তোমার জন্যে খবর নিয়ে আসার কথা আমি জানি। আচ্ছা! সব গুছিয়ে নাও। এসেই পাওনা মিটিয়ে দিয়েছিল ও, টাকা পয়সা দিতে হবে না। কিন্তু দোহাই লাগে, আর যেন গোলাগুলি না হয়, ঠিক আছে? এমনিতেই হাজার ঝামেলায় সবার ঘুম মাথায় উঠেছে!'

ঘুরে ক্লার্কের পিছু পিছু সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল স্যাম গ্রেভস।

একা হতেই জ্যাক টাইসনের জিনিসপত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করল শ্যানন। তেমন কিছু সঙ্গে আনেনি লোকটা, কাউহ্যান্ডরা এসব সাধারণ জিনিস নিয়েই পথে নামে।

একজোড়া ব্ল্যাঙ্কেট, একটা চাদর, হলদে স্লিকার, একটা মোটাকাপড়ের কোট, তার এক পকেটে চারটে কার্তুজ, কয়েকটা দেশলাইয়ের কাঠি, আর কয়েক মাসের পুরোনো একটা চিঠি—ব্যস, এই হলো টাইসনের সম্পত্তি।

কাজে লাগার মত কোন সূত্র পেল না শ্যানন। জরুরী খবরটা টাইসনের সঙ্গে সঙ্গে কবরের অন্ধকারে চাপা পড়ে যাবে অচিরেই। এটাই চেয়েছিল বার্ট রেইনট্রি।

সমস্যার একটা সহজ সমাধান পাওয়া যাবে ভেবেছিল শ্যানন, কিন্তু হতাশ হতে হলো ওকে। এদিকে রেঞ্জ ফিউডের এখন পর্যন্ত কোন ফয়সালা হয়নি। ভ্যান

ডেভিস, স্টীল আর চার্লস লর্ডকে যদি এক টেবিলে বসানো যেত! একই প্রকৃতির মানুষ ওরা তিনজন, উপযুক্ত পরিবেশে ভাল বন্ধু হতে পারত। অনেক দেরি করে এখানে এসেছে ভ্যান ডেভিস—এটাই তার একমাত্র অপরাধ।

কাঁটাতারের বেড়া এখানে বিরোধের আগুন জ্বেলেছে, অন্যান্য জায়গায়ও একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে; কিন্তু বেড়াই গোলমালের মূল কারণ নয়।

এল প্যাসো···কী আছে এল প্যাসোয়? লাইভ ওক কান্ট্রির অনিশ্চিত পরিস্থিতির সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?

কী এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা বেমালুম ভুলে গেছে ও?

আজ রাতের মত একটা ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ হয়তো যুক্তি-তর্ক দিয়ে ঠেকাতে পেরেছে ফ্র্যাঙ্ক। কিন্তু সন্দেহ নেই একটা রেঞ্জ-ওঅর অবধারিত, এবং অচিরেই তাতে আটকা পড়ে যাবে ও।

সবদিকে কড়া নজর রেখে মাঠে নেমেছে প্রতিপক্ষ, এ অঞ্চল তার নখদর্পণে। ভ্যান ডেভিস সাহায্য চেয়ে ওকে খবর না দিলে এত দিনে বিনা বাধায় তার মতলব হাসিল হয়ে যেত।

প্রথম দিকে রহস্যময় প্রতিপক্ষের শ্যাননকে ঘৃণা করার ব্যাপারটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি, কিন্তু, এখন সেটাই আসল ব্যাপার হয়ে গেছে।

ইউস্টনদের ব্যাপারটা কি? এদিকেই আছে ওরা; সুতরাং ওদেরও এসবে জড়িত থাকার কথা। কিন্তু তার কোন আভাস পাওয়া যাচ্ছে না।

অনেকদিন আগে থেকেই ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন-জানে, ওর হাতে একদিন মারা যাবে ইউস্টনরা। একদিন না একদিন ওদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। ওরা দুভাই-ই ঝগড়াটে, বেপরোয়া এবং গোলমেলে স্বভাবের—এই ধরনের লোককে শ্যানন পছন্দ করে না। তাছাড়া ইউস্টনদের মত যারা অন্যায়ভাবে নিরীহ লোকদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করে, তাদের মোটেই সহ্য করতে পারে না ও।

হঠাৎ জমে গেল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন।

একটা ধারণা ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে মাথায়।

তোলপাড় তোলার মত একটা ধারণা।

বার

বার্ট রেইনট্রিই হাই জ্যাকসন আর পিট ক্যাসুজের হত্যাকারী হতে পারে; কিন্তু ফ্র্যাঙ্কের কাছে তেমন জোরাল প্রমাণ নেই।

বারবার পাহাড়-চূড়ার সেই লোকটার ভাবনা খুঁচিয়ে চলছে ওকে। ওখানে একবার ঢুঁ মারা খুবই জরুরী। নির্বোধ নয় ও, জানে, কাজটায় ঝুঁকি আছে। একা যেতে হবে ওকে, যে কোন মুহূর্তে অঘটন ঘটে যেতে পারে—আগে থেকে কিছুই অনুমান করা যাবে না।

দু'একদিনের জন্যে হয়তো লড়াই থেকে বিরত রইবে লর্ড আর স্টীল; ওরা

আদৌ লড়াইতে নামল না—তা-ও হতে পারে। কিন্তু তারপরও লস্ট ভ্যালির সমস্যা থেকে যাবে। অ্যাপল ক্যানিয়নের ওই অচেনা লোকটা প্রতিমুহূর্তে ঝামেলা বাধানোর চেষ্টা করবে।

ম্লান আলোয় হোটেল রুমের চারদিকে নজর বোলাল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। কিচ্ছু নেই। কামরায় এসে ব্যাগ নামিয়ে রেখেছে টাইসন; তারপর চুলে চিরুনি বুলিয়েই মদ খাবার জন্যে সোজা রেস্তরাঁয় চলে গেছে। কামরা ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্যে পা বাড়িয়েছে, এমন সময় কথাটা মনে পড়ল ফ্র্যাঙ্কের।

যে লোকটা ওকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে, পিট ক্যাসুজকে মেরেছে, গুলি করার পর জায়গায় দাঁড়িয়েই অস্ত্রে গুলি ভরে নিয়েছিল।

সাবধানী লোকই বটে, তবে চৌকশ একজন বন্দুকবাজ সাবধানী হবে—এটাই স্বাভাবিক।

আবার পুরো কামরায় তল্লাশি চালাল শ্যানন, কোন লাভ নেই জেনেও।

এবার হোটেল থেকে বেরিয়ে আততায়ীর লাফিয়ে পড়ার জায়গাটা পরখ করতে এল শ্যানন। মাটিতে লোকটার জোড়া পায়ের গভীর ছাপ দেখতে পেল।

স্পষ্ট ট্র্যাক, দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে উবু হয়ে অনুসরণ করল শ্যানন। এখানে-ওখানে জানালা গলে বেরিয়ে আসা আলোয় গোড়ালি কিংবা পায়ের পাতার ছাপ চোখে পড়ছে।

হোটেল থেকে আনুমানিক ষাট ফুটের মত দূরে আসার পর জিনিসটার দেখা পেল শ্যানন। দৌড়ের ওপরই কার্তুজের খালি খোল বের করে পিস্তল রিলোড করেছে আততায়ী। খোলটা তুলে নিল ও। ক্যাসুজের হত্যাকারী ঠিক এরকম কার্তুজ ব্যবহার করেছিল।

'কিছু পেলে?'

চট করে একপাশে সরে সোজা হয়ে দাঁড়াল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। কণ্ঠস্বরের মালিককে চিনতে পেরেছে।

রাস্টি কনার্স, পিস্তলের বাঁটে হাত রেখে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে।

'গুলির খোসা। রেইন্ট্রি কই?'

'অ্যাপল ক্যানিয়নের দিকে রওনা হয়ে গেছে, তবে তাড়াহুড়ো করতে দেখলাম না।'

'নজর রেখেছিলে তো?'

'হ্যাঁ। ও তোমাকে গুলি করেছে ভেবে থাকলে ভুলে যাও। গুলির আওয়াজ আমার কানে গেছে। গুলি হওয়ার পরপরই এক লোক ছুটে এসে জানাল তোমার ওপর হামলা হয়েছে। তখন আমার সামনেই ছিল রেইন্ট্রি।'

অন্ধকারের দিকে গম্ভীর চেহারায় তাকাল শ্যানন। তাহলে রেইন্ট্রি নয়...রেইন্ট্রিকে অচেনা আততায়ী হিসেবে সন্দেহ করতে শুরু করেছিল ও—চিন্তাটা তাহলে বাদ দিতে হয়।

সহসা আরেকটা সন্দেহ উঁকি দিল ওর মনে।

আচ্ছা রাস্টি কনার্স নিজেই হয় যদি? ওকে কতখানি চেনে শ্যানন? কেন ওর সঙ্গে যোগ দিয়েছে রাস্টি? ওকে পছন্দ করে বলে? নাকি লড়াইয়ের নেশায়? কোন

গোপন মতলব নেই তো?

মাথা নাড়ল শ্যানন। এভাবে চালালে শিগ্‌গির নিজেকেও সন্দেহ করতে শুরু করবে ও। ঘুরে রাস্টি কনার্সের পাশাপাশি হোটেলের দিকে পা চালাল ফ্র্যাঙ্ক। বোকা বোকা লাগছে নিজেকে, হেরে গেছে ও। বারবার ওকে বুদ্ধু বানিয়ে ছাড়ছে প্রতিপক্ষ।

অনেক রাত হয়েছে। ক্লান্ত বোধ করছে শ্যানন। বাকস্কিনে চেপে শহরের বাইরে চলে এল ও। শহর থেকে খানিকটা দূরে রাত কাটানোর জন্যে একটা জায়গা ঠিক করে রেখেছে। কাল রাতের জন্যে একটা জায়গা আজ রাতে বেছে রাখতে হবে।

সাধারণত এক জায়গায় পরপর দু'রাত কাটায় না ও।

চারদিকে নজর রাখবে বলে শহরে রয়ে গেছে রাস্টি কনার্স।

আগুন জ্বালল না শ্যানন। বাকস্কিনের পিঠ থেকে জিন নামিয়ে ওটাকে পানি খাওয়াল; তারপর খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়াতে দিয়ে একটা পাথরের স্তূপের কাছে ঘেসো জমিতে বেঁধে রাখল। নিজেও এখানে ঘুমোবে। চাঁদ উঠছে...বেশ ফর্সা দেখাচ্ছে চারদিক...এত আলো না থাকলেও চলত।

পাহাড়-চূড়া স্পর্শ করেছে চাঁদের কিনারা, এই সময় হঠাৎ মৃদু নড়াচড়ার শব্দ কানে এল শ্যাননের। ক্যাম্পের কাছে পিঠেই ঘুরঘুর করছে কে যেন।

নিমেষে একটা বোল্ডারের আড়ালে চলে এল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। সিক্স-শুটার উঠে এসেছে হাতে।

বড়জোর পঞ্চাশ ফুট দূরে, একটা ছোট্ট টিবির মাথায় দেখা যাচ্ছে ছায়ামূর্তিকে।

'গুলি কোরো না, শ্যানন।' কণ্ঠস্বর শুনে স্বস্তি বোধ করল ফ্র্যাঙ্ক। 'আমি শত্রু নই।'

'এসো, তবে সাবধান। অন্ধকারেও আমার চোখ সমান কাজ করে।'

শ্যাননকে নজর রাখার সুযোগ দিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে এল আগন্তুক। সশস্ত্র লোকের সঙ্গে কিরকম আচরণ করতে হয়, জানে। দশ-বার ফুট দূরে থাকতেই থামল সে।

'এভাবে তোমাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। কি করব বলো, তোমার সঙ্গে জরুরী কথা ছিল, অথচ তোমাকে একা পাওয়াই মুশকিল।'

কিছু বলল না শ্যানন। কেন যেন চেনা চেনা লাগছে লোকটাকে। কোথায় যেন একে দেখেছে ও।

'সৎ গানফাইটার বলে তোমার সুনাম আছে, শ্যানন। তোমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছে আমার অনেকদিনের। আমি লী হল।'

লী হল! বিখ্যাত টেক্সাস রেঞ্জার লী হলের নাম শোনেনি টেক্সাসে এমন লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বেশ কয়েকটা বুনো শহর আর অসংখ্য গুণ্ডা-পাণ্ডাদের সোজা করেছে ও। সীমান্তে বিখ্যাত এবং সম্মানিত মানুষ লী।

'আমাকে এখানে দেখে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছ, শ্যানন? আসলে কিছু তথ্য চাই আমি; সেজন্যে তোমার সাহায্য দরকার। এখানে কি ঘটছে, বলো তো?'

এখানে আসার পর যা যা ঘটেছে সংক্ষেপে বর্ণনা করল শ্যানন। ভ্যান ডেভিসের বার্তা আর খুনোখুনির কথাও জানাল; বলল ক্যাটল-ওঅর ঠেকানোর চেষ্টা করছে ও; অ্যাপল ক্যানিয়ন সম্পর্কে নিজের সন্দেহের কথা উল্লেখ করতে ভুলল না।

'রিটা উইলিয়ামস? মেয়েটাকে না দেখলেও ওর বাবাকে বোধ হয় চিনি। ক্যারোলাইনা অথবা ভার্জিনিয়া থেকে এসেছিল সে, সৎ, ভালমানুষ—কিন্তু বৈষয়িক বুদ্ধি বলতে কিচ্ছু ছিল না লোকটার। ওর একটা মেয়ে আছে শুনেছি; কিন্তু অ্যাপল ক্যানিয়নে যাবার সময় করে উঠতে পারিনি।'

'আমাকে কি করতে হবে?' জানতে চাইল শ্যানন।

'যেমন এগোচ্ছ, এগোও। যেভাবে হয় ক্যাটল-ওঅর ঠেকাতে হবে। নিজের এলাকাতেও বেড়া তুলছি আমি, প্রচুর ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। কোনরকম সাহায্য লাগলে আওয়াজ দিয়ো। ধরে নাও, তুমি এখন আমাদেরই লোক—একজন ডেপুটি।'

একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে একটা পাথুরে দেয়ালের কাছে এসে হেলান দিয়ে বসল দু'জন। 'ক্যাসুজ আর জ্যাকসনের খুনের ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত। আগেও বেশ কয়েকজন লোক খুন হয়েছে এদিকে—প্রায় ছ'বছর ধরে চলছে এরকম, কিন্তু রহস্যের কিনারা হয়নি। চার্লস লর্ডের সৎ ভাই ডেস্ট্রি কিং-ও খুন হয়েছিল—অ্যাপল ক্যানিয়নের কাছেই। খুনীর সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি, সামান্য একটা সূত্রও না। অথচ মারা যাবার মাত্র ক'দিন আগে ডেস্ট্রি আমাকে বলেছিল, কার হাতে মারা যাবে জানে ও।'

আরও প্রায় দু'ঘণ্টার মত নিচু গলায় আলাপ করল ওরা। বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় হলো।

'অন্তত কিছু প্রমাণ না পেলে আমাদের পক্ষে কাজে নামা সম্ভব নয়,' অবশেষে বলল লী হল। 'কিন্তু অতীতের হত্যাকাণ্ডগুলোর সঙ্গে এইসব হত্যাকাণ্ডের সম্পর্ক আছে, তা-ও প্রমাণ করার উপায় নেই।

'আমার কেন যেন মনে হয় রীটা উইলিয়ামসকে ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। ওর ধারেকাছে না ঘেঁষাই ভাল···মেয়েটা গোলমেলে; ও-ই গণ্ডগোল বাধায় তা বলছি না। কিন্তু মেয়েটাকে ঘিরেই দুনিয়ার ঝামেলা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এসব আমার ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে ভাবি, এখানকার পরিস্থিতি বোধ হয় আমার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে···'

ডেস্ট্রি কিং? নামটা আগেও শুনেছে শ্যানন।

'রিটা উইলিয়ামসের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে?' শুধাল ও।

কাঁধ ঝাঁকাল লী হল। 'না, তবে ওর সঙ্গীর বিরুদ্ধে আছে। আমাদের বইতে রিটার নামে কোন রেকর্ড নেই। কিন্তু মেহ্লারের বিরুদ্ধে দু'জন লোককে হত্যা করার অভিযোগ আছে। যদিও আমার বিশ্বাস, কাজটা বাধ্য হয়েই করেছে সে। শুনেছি, রিটার বাবা নাকি মেহ্লার কিংবা ওর পরিবারকে একটা বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিল। সত্যি-মিথ্যে জানি না, সে-ই থেকে রিটার সঙ্গে আছে মেহ্লার। রিটার বাবাকে কথা দিয়েছে, মেয়েটার একটা হিল্লে না হওয়া পর্যন্ত নিজের

বাড়িতে ফিরবে না।

'রিটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ছাড়া এখানে তার আর কোন স্বার্থ নেই। রিটাকে নিজের মেয়ের মত দেখে সে। সুতরাং, যা-ই করো, ওর কাছ থেকে দূরে থেকো। দুর্দান্ত বন্দুক চালাতে পারে লোকটা।'

অন্ধকারে লী হল অদৃশ্য হয়ে যাবার অনেকক্ষণ পরেও জেগে রইল শ্যানন, ভাবছে।

জিনের ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছে ও, তারা গুনছে। একে একে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সবার কথা ভাবল ও, মনে মনে উল্টেপাল্টে দেখল প্রতিটি সমস্যা। এখানে আগেও বেশ কয়েকটা খুনের ঘটনা ঘটেছে, তথ্যটা জানার পর ব্যাপারটা এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারা নিয়েছে।

এমনও তো হতে পারে: গরু চুরি কিংবা কাঁটাতারের বেড়ার সঙ্গে সম্পর্কহীন কিছু একটা ঘটছে এখানে? বহুদিন আগে যার সূচনা?

চার্লস লর্ডের সৎ ভাই ডেস্ট্রি কিং খুন হয়েছে; কার হাতে খুন হবে জানত সে। চার্লস লর্ড বা স্টিভকে বিশ্বাস করে কোন গোপন কথা কি ওদের জানিয়েছিল?

চার্লস লর্ডের সঙ্গে দেখা করার সময় হয়েছে, ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে। ব্যস্ততার কারণে এখন পর্যন্ত দেখা করা সম্ভব হয়নি, স্টিভের মারফতই সব যোগাযোগ হয়েছে, কিন্তু এবার সময় করতে হবে।

এক সময় ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল শ্যানন। ওকের পাতায় আলোড়ন তুলে বইছে মৃদু হাওয়া, শৈলশিরায় বাড়ি খেয়ে চাপা প্রতিধ্বনি তুলছে। নিঃসঙ্গ চাঁদের কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছে কয়োটের দল।

চাঁদনী রাত।

আস্তে আস্তে ভোরের আলো ফুটে উঠল। বাকস্কিনের ধাক্কায় ঘুম ভাঙল ফ্র্যাঙ্ক শ্যাননের।

তের

সূর্য ওঠার আগেই কটনউডের উদ্দেশে রওনা হলো ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। ওখানে ছোট্ট স্টেশনে পৌঁছে তিনটে তারবার্তা পাঠাল—একটা এল প্যাসোয়, একটা ডজ সিটিতে এবং অন্যটা স্যান অ্যান্টনিওতে এক বন্ধুর কাছে। ওর এই বন্ধু অনেকদিন থেকে লাইভ ওক কান্ট্রিতে বসবাস করছে, কিন্তু মিসৌরীতে বড় হয়েছে সে।

কটনউডে কাজ শেষ করে খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে অ্যাপল ক্যানিয়ন ট্রেইলে পৌঁছুল শ্যানন, তারপর চার্লস লর্ডের র‍্যাঞ্চ টাম্বলিং-আরের উদ্দেশ্যে ঘোড়া হাঁকাল। একটা গিরিসঙ্কট পেরুচ্ছে, এই সময় দেখল, দুজন ঘোড়সওয়ার ওর দিকে এগিয়ে আসছে। অ্যান স্টীল আর ভিক্টর বার্জার।

'হাউডি,' সপ্রতিভ কণ্ঠে বলল শ্যানন, 'দিনটা চমৎকার, তাই না?'

লাগাম টেনে শ্যাননের মুখোমুখি ঘোড়া দাঁড় করাল অ্যান। 'আরে তুমি! কি, আজও অপমান করার ইচ্ছে আছে নাকি?'

শব্দ করে হাসল ফ্র্যাঙ্ক। 'বখাটে মেয়েদের এখন পাত্তা দিই কিনা জানতে চাইছ?' আবার হাসল ও। 'বদমেজাজি হলেও মেয়েটা সুন্দরী, কি বলো, বার্জার, ঠিক বলিনি?'

হাসল বার্জার। শ্যাননের উরুর সঙ্গে আঁটা পিস্তলজোড়ার দিকে তার চোখ গেল। অদ্ভুত দৃষ্টিতে শ্যাননের চোখের দিকে তাকাল সে। তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে ওর পাশাপাশি চলে এল।

'যাচ্ছ কোথায়, দূরে কোথাও?' নরম গলায় জানতে চাইল সে।

'না, এই তো কাছেই।'

'চার্লস লর্ডের র‍্যাঞ্চে, তাই না? শুনেছি লোকটা নাকি তেমন সুবিধের নয়, এক নম্বর গোঁয়ার।'

'আমরা সবাই-ই কোন না কোন সময় গোঁয়ার্তুমি করি। আশা করি সামলে নিতে পারব। ভাল-খারাপ সবার সঙ্গে তাল মেলানোর ক্ষমতা আমার আছে।'

'আচ্ছা তুমিই ওয়েবারদের খুন করেছিলে না?' জিজ্ঞেস করল বার্জার। 'আমি তো সেরকমই শুনলাম। এজন্যে তোমার ভয় হয় না?'

'ভয়? একবারও ও নিয়ে ভাবিনি কখনও–আর তুমি ভয়ের কথা বলছ? আমি তো আর ঝামেলা বাধাইনি, ওদেরই দোষ ছিল। সে যাই হোক, ও ব্যাপারে আমি মোটেই চিন্তিত নই।'

'বিবেক-টিবেকের কথা বলছি না,' বলল বার্জার। 'আমি রয়্যাল বার্নসের কথা বলছি। রয়্যাল বার্নস নাকি সম্পর্কে ওয়েবারদের ভাই হয়, দেশের সেরা পিস্তলবাজদের একজন সে।'

'বার্নস? ওর নামও আমার মাথায় আসেনি। ওয়েবাররা যেচে লাগতে এসেছিল, উচিত সাজা পেয়েছে। বার্নস এর মধ্যে নাক গলাতে যাবে কেন? বার্নসকে জীবনেও দেখিনি আমি, সামনে এসে দাঁড়ালে চিনতে পারব না।'

'আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু তার ভাল নাও লাগতে পারে; তাছাড়া লোকটা ভয়ঙ্কর, ক্ষিপ্র পিস্তলবাজ…'

বার্জারকে আমল দিল না শ্যানন, লোকটার কথার ঢঙ ভাল ঠেকছে না। ওকে যেন খেপাতে চাইছে সে, অন্যায় কৌতূহল দেখাচ্ছে।

অ্যান স্টীলের দিকে চোখ ফেরাল ফ্র্যাঙ্ক, কৌতূহলী চোখে ওকে জরিপ করছিল মেয়েটা।

'ডেস্ট্রি কিং-কে চিনতে তুমি, ম্যা'ম?'

'ডেস্ট্রি কিং?' উজ্জ্বল হয়ে উঠল অ্যানের চোখজোড়া। 'ও–হ্যাঁ! ওকে কে না চিনত! চার্লস লর্ডের সৎ ভাই, দারুণ লোক। ছোটবেলায় একবার ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম।'

'বেচারা মারা গেছে, তাই না?'

'খুন হয়েছে। আড়াল থেকে কে যেন গুলি করেছিল ওকে। উহ্, জঘন্য!

এখানেই থামেনি খুনী, সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রথমে পরপর দু'বার পেটে তারপর একবার ঠিক মাথা লক্ষ্য করে গুলি করেছে।'

চুপচাপ শুনছিল বার্জার। শ্যাননের দিকে তাকিয়ে আছে, বিভ্রান্ত দৃষ্টি।

'ঠিক বুঝলাম না। আমি জানতাম একটা লড়াই ঠেকানোর চেষ্টা করছ তুমি; অথচ এখন দেখছি, বহু পুরোনো এক হত্যাকাণ্ড নিয়ে মেতে উঠেছ!'

'অ্যামবুশ করে ওকে হত্যা করা হয়েছিল, বার্জার। পিট ক্যাসুজ, হাই জ্যাকসনসহ আরও কয়েকজন লোকও একইভাবে মারা গেছে। অনেকদিন ধরে ঘটেছে হত্যাকাণ্ডগুলো, কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা রহস্যেরও কিনারা হয়নি, অস্বাভাবিক নয়?'

তীক্ষ্ণ হলো বার্জারের দৃষ্টি। 'আচ্ছা, হত্যাকাণ্ডগুলোর একটার সাথে আরেকটার সম্বন্ধ আছে বলে সন্দেহ করছ? একই লোক করেছে খুনগুলো? এর সঙ্গে ক্যাটল ওঅরের কোন সম্পর্ক নেই?'

'এখন যেসব হত্যাকাণ্ড হচ্ছে, সেগুলো হয়তো রেঞ্জ-ওঅরের অংশ,' বলল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন, 'কিন্তু খুনের কায়দাটা পুরোনো।' আবার অ্যানের দিকে তাকাল ও। 'ডেস কিংয়ের কথা কিছু বলো তো আমায়!'

'নিশ্চয়ই,' বলল অ্যান স্টীল। 'চমৎকার মানুষ ছিল ডেস, সবাই ওকে পছন্দ করত, ওর মৃত্যুতে আমরা সত্যি অবাক হয়েছিলাম। বন্দুকে ভাল হাত ছিল ওর, এদিককার সেরা রাইডারদের একজন ছিল। ডেস সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলে, কিন্তু আসলে সত্যিকার ভদ্রলোক ছিল সে।

'পরপর কয়েকজন রাইডার খুন হলো এখানে, তারপর একজন বুড়ো প্রসপেক্টর প্রাণ হারাল; এদের আগে এক ইন্ডিয়ানও বোধ হয় খুন হয়েছিল—নিরীহ এক কোমাঞ্চি, টাম্বলিং-আরের কাছে থাকত।

'যাই হোক, ডেস কিং তদন্তে নামার আগে সব মিলিয়ে প্রায় সাতজন লোক মারা যায়। একই লোক সবক'টা খুন করেছে বলে সন্দেহ করত ডেস। আমাকে একা একা যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে নিষেধও করেছিল একবার, এভাবে একা ঘোরা নাকি নিরাপদ নয়···নিঃসঙ্গ অবস্থাতেই খুন হয়েছিল প্রতিটি লোক।'

'আগে কি খুব বেড়াতে?'

'হ্যাঁ! র‍্যাঞ্চে আমার সমবয়সী কেউ ছিল না তো, তাই ঘোড়া ছুটিয়ে স্টিভ লর্ডের সঙ্গে গল্প করতে প্রায়ই টাম্বলিং-আরে চলে যেতাম। তখন আমাদের সম্পর্ক খুব ভাল ছিল···কিন্তু প্রায় ছ'মাইলের মত বুনো প্রান্তর পেরিয়ে ওদের র‍্যাঞ্চে যেতে হত।'

'ধন্যবাদ,' বলল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। 'এবার তাহলে চলি। এতগুলো খবর দেয়ার জন্যে হাজার ধন্যবাদ। আর, বার্জার, তোমার সঙ্গে আবার দেখা হওয়ায় সত্যি খুশি হয়েছি।'

মুচকি হাসল বার্জার। 'হয়তো আবার দেখা হবে।'

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দিল অ্যান।

'শ্যানন, প্রথম দিনের দুর্ব্যবহারের জন্যে আমি সত্যি লজ্জিত। তোমার কথা ঠিক জেনেও স্বীকার যাইনি; মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল তখন। সত্যি বলছি, আমি

খুব দুঃখিত।'

'ভুলে যাও। তবে তোমার সম্পর্কে আমার মন্তব্য কিন্তু বহাল থাকছে।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল অ্যান। 'মানে?'

'কিসের মানে?' নিষ্পাপ দৃষ্টি মেলে তাকাল ফ্র্যাঙ্ক। 'তুমি সুন্দরী—বলিনি একথা?' বাকস্কিনের পেটে আলতো করে স্পার ছোঁয়াল ও, একটু পরেই অনেক দূরে চলে এল বার্জারদের পেছনে ফেলে।

দ্রুত গতিতে প্রায় পোয়া মাইলটাক দূরে এসে গতি কমাল শ্যানন। ভাবছে।

হলের তথ্যে ভুল নেই। মারা যাবার আগে হত্যাকারীর পরিচয় সত্যিই জেনে গিয়েছিল ডেস্ট্রি কিং। দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিল সে। পরিচয় ফাঁস হয়ে যাচ্ছে টের পেয়েই বেচারাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে খুনী।

কিন্তু খুনগুলোর মধ্যে সম্পর্ক কী? ডাকাতির উদ্দেশ্যে খুন করেনি হত্যাকারী। খুনের কায়দা ছাড়া আর কিছুই মেলে না। আর কিং-য়ের বেলায় তার ব্যতিক্রম হলো কেন? কয়েকবার গুলি করা হয়েছে কিংকে, যেন তাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করত খুনী।

নিরীহ একজন ইন্ডিয়ানকে খুন করার কী কারণ থাকতে পারে? একজন প্রসপেক্টর বা কয়েকজন রাইডারকেই-বা বিনা কারণে হত্যা করা হবে কেন?

শ্যাননের সামনেই হঠাৎ নিচু হয়ে অগভীর বিশাল এক উপত্যকার রূপ নিয়েছে সমভূমি, উপত্যকার ওপর দিয়ে একটা ট্রেইল চলে গেছে, পথে গরুর পাল গেছে বেশিক্ষণ হয়নি। কাছেই একটা ওঅশ দেখা যাচ্ছে, ওঅশের ওপারে পাথরের স্তূপ।

ওঅশ আর পাথর স্তূপের দিকে তাকাল শ্যানন। কীভাবে কোন্ কোন্ দিক দিয়ে স্তূপটার কাছে যাওয়া সম্ভব অনুমান করে নিল। কিছুই দৃষ্টি এড়াল না ওর। আঙুল দিয়ে টুপি পেছনে ঠেলে দিল ও, সামনে খাদের দিকে তাকাল, সামান্য উঁচিয়ে ধরল হাতের উইনচেস্টার। এখানে অ্যামবুশে পড়ার আশঙ্কা নেই, তবু প্রস্তুত হয়ে আছে ও।

এখনও স্থগিত রয়েছে লর্ড-স্টীল সংঘর্ষ। ওর পরামর্শে সম্ভবত কাজ হয়েছে; কিংবা নতুন কোন ব্যাপার ঘটেছে। দু-দু'বার ছোটখাট যুদ্ধ হয়ে যাবার পর পরিস্থিতি এখন একদম শান্ত। কিন্তু মূল সমস্যা রয়েই গেছেঃ লর্ড এবং স্টীলের সঙ্গে ভ্যান ডেভিসকে আলোচনায় বসানো যায়নি।

উত্তেজনা বিরাজ করছে লাইভ ওক্ কান্ট্রির উত্তরেও, কাঁটাতারের বেড়া কাটা হচ্ছে অবিরাম; বিক্ষিপ্ত লড়াইয়ের ঘটনাও ঘটছে; কিছু কিছু গরু খোয়া যাচ্ছে—কিন্তু লাইভ ওক কান্ট্রির ওপর দিয়ে ওগুলোকে সীমান্তের দিকে নেয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

টাম্বলিং-আর র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছাকাছি আসার পর স্টিভ লর্ডকে এগিয়ে আসতে দেখল শ্যানন। চকিতে সতর্ক দৃষ্টি হানল স্টিভ, কৌতূহলী; কিন্তু বিদ্বেষের আভাস নেই তাতে।

'তোমাকে এখানে আশা করিনি। ভেবেছিলাম অ্যাপল ক্যানিয়নের দিকে গেছ।'

'অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নে? কেন?'

'রিটা উইলিয়ামসকে একবার দেখলে সবাই ফের দেখতে চায়। যাকগে, বাবার কাছে এসেছ?'

'ঠিক ধরেছ। আছে?'

'হ্যাঁ—ওই তো রোয়ানের পিঠে।'

একসঙ্গে বিশালদেহী র‍্যাঞ্চারের দিকে এগোল ওরা। মনে মনে কিছুটা স্বস্তি বোধ করছে শ্যানন। সেই পুরোনো ক্যাট্‌ল-ম্যানের মতই চালচলন চার্লস লর্ডের। শ্যানন কাছে যেতেই প্রথমে ওর দিকে তাকাল বুড়ো চার্লস, তারপর চট করে স্টিভের দিকে চোখ ফেরাল।

এবার হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

'শ্যানন, ঠিক ধরেছি না? লোক-মুখে গল্প শুনেই তোমার চেহারা আন্দাজ করে নিয়েছি।'

বয়সের ছাপ লর্ডের চেহারায়, দু'চোখের কোণে উদ্বেগের কালি। লড়াই অথবা অন্য কোন ব্যাপারে উৎকণ্ঠায় ভুগছে লোকটা। শারীরিক অসুস্থতা না থাকলেও এই মুহূর্তে ওকে ঠিক সুস্থ বলা যাবে না। সহজাত বিচার-বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে পারছে শ্যানন, কঠিন কোন সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে র‍্যাঞ্চার।

'আরও আগেই এখানে আসতে চেয়েছিলাম, মিস্টার লর্ড,' বলল শ্যানন। 'তোমার আর ওয়েবের লড়াই ঠেকিয়ে তারপর দু'জনকেই ভ্যান ডেভিসের সঙ্গে আলোচনায় বসিয়ে একটা আপস রফার ব্যবস্থা করতে চাইছি আমি।'

'ওয়েবের সঙ্গে আপস হলেও হতে পারে, কিন্তু ওই গরুচোর ভ্যান ডেভিসের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই!'

'ধ্যাৎ,' হাসল শ্যানন। 'তুমি সারা জীবনে একটা গরুও চুরি করোনি বলতে চাও? ভুলেও কোনদিন আরেকজনের গরুর গায়ে মার্কা লাগাওনি? ব্র্যান্ডিং আয়রন নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা চালায়নি, টেক্সাসে এমন একজন র‍্যাঞ্চারও আছে কিনা সন্দেহ।'

মৃদু হাসল চার্লস লর্ড। 'আচ্ছা…তা না হয় মানলাম। কিন্তু ডেভিস যে এখানকার সেরা জায়গাটা দখল করে রেখেছে!'

'এছাড়া আর কি আশা করা যায় ওর কাছে? একটা বাজে জায়গা বেছে নেবে? কেমন প্রতিবেশী আশা করো তুমি? এক সময় মোষ শিকারী ছিল ভ্যান; ও যখন এদেশে আসে, তোমরা সবাই তখনও মিসৌরীতে ছিলে।'

'হতে পারে। কিন্তু আমরাই এখানে আগে এসেছি।'

'কিন্তু এখানে এলে কেন? মিসৌরী কি খারাপ?' শুধাল শ্যানন।

পমেলের ওপর প্রচণ্ড এক থাবড়া মেরে চোখ রাঙিয়ে তাকাল চার্লস লর্ড। 'সেটা তোমার না জানলেও চলবে! ইচ্ছে হয়েছে, এসেছি—ব্যস, আর কোন কারণ নেই!'

চড়া সুরে বিরক্তির সঙ্গে কথাগুলো বলল লর্ড। প্রায় ভেঙে পড়ার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে বুড়ো, বুঝতে পারল শ্যানন। কিন্তু কেন? কী হয়েছে তার? সমস্যাটা কি?

'দুঃখিত, লর্ড,' হাত নেড়ে বলল শ্যানন। 'আমি তেমন কিছু ভেবে বলিনি কথাটা। কিন্তু তোমরা দুজনই ভ্যান ডেভিসের সঙ্গে একটু রূঢ় ব্যবহার করে ফেলেছ, অথচ পরিচিত হলে ওকে পছন্দ না করে পারতে না।' একটু হাসল ও। 'ও, হ্যাঁ, ডেস কিংয়ের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? কাকে সন্দেহ করো?'

শ্যাননের মনে হলো বুড়োর বোধ হয় হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। ময়দার মত শাদা হয়ে গেল লর্ডের চেহারা, দৃঢ়হাতে স্যাডলহর্ন আঁকড়ে ধরল। দাঁতে দাঁত চেপে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে শ্যাননের দিকে তাকাল।

'বেরিয়ে যাও!' মিনিটখানেক পর মুখ খুলল চার্লস লর্ড। 'এখুনি বেরোও! নিজের ভাল চাইলে এ-তল্লাট ছেড়ে ভাগো! বুঝেছ!'

ঘোড়া ঘুরিয়ে সরে গেল চার্লস লর্ড। বিভ্রান্ত চেহারায় তার দিকে চেয়ে রইল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। হঠাৎ ঘাড় ফেরাতেই দেখল স্টিভ লর্ড তাকিয়ে আছে ওর দিকে, চোখে সেই অদ্ভুত দৃষ্টি।

'বাবাকে আর বিরক্ত কোরো না,' বলল স্টিভ। 'আজকাল মন-মেজাজ ভাল যাচ্ছে না ওর। রাতে ঘুমোয় না। রেঞ্জ-ওঅর নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় ভুগছে।'

'দুশ্চিন্তা?'

'হ্যাঁ। এই মুহূর্তে আমাদের অনেক টাকা দরকার, শ্যানন। গরু খোয়া গেলে বা লড়াইয়ে যদি আমরা হেরে যাই, দেনা শোধ করা সম্ভব হবে না, বাবা আমার খুব ভালমানুষ—একটু বেশিরকম ভাল—দয়া করে ওকে আর বিরক্ত কোরো না, ঠিক আছে?'

এরপর কিছুক্ষণ রেঞ্জের অবস্থা, রাসলিং আর স্টীলের সঙ্গে স্টিভদের বিবাদ প্রসঙ্গে আলাপ করল ওরা।

আলাপ শেষে টাম্বলিং-আর থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল শ্যানন। ডেস কিংয়ের ব্যাপারে কেন যেন উদ্বেগে ভুগছে চার্লস লর্ড, আর উদ্বিগ্ন হবে না কেন? ডেস ওর ভাই। বয়সে ছোট হলেও একসঙ্গে বড় হয়েছে দু'জন।

আচ্ছা, চার্লস লর্ডই কি ডেস কিংকে খুন করেছে? উঁহুঁ। অসম্ভব। চাতুরী জানে না লর্ড। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করতে হয়তো পিছপা হবে না সে, কিন্তু পেছন থেকে গুলি করা তার পক্ষে অসম্ভব।

এসব কথা ভাবলেও কেন কে জানে, শ্যাননের মনে হচ্ছে, নিজের জন্যে নয়, আসলে শ্যাননকে নিয়েই চিন্তিত চার্লস লর্ড।

কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক শ্যাননের জন্যে কেন ভাববে সে?

কেই-বা ওর জন্যে ভাবে?

কী ঘটছে ওখানে যে চার্লস লর্ডের মত শক্ত মানুষও ভেঙে পড়েছে?

চোদ্দ

প্রতিমুহূর্তে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে পড়ছে পরিস্থিতি। চারদিকে অদৃশ্য একটা প্রাচীর গড়ে উঠছে, বুঝতে পারছে শ্যানন। সবকিছু আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে।

টেক্সাসের রুক্ষ ট্রেইলে মৃত্যুদূত ঘুরে বেড়ায়। সীমান্তে এবং পশ্চিমের সর্বত্র বিপদাপদ জীবনেরই অংশ। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের মতই একে স্বাভাবিক ধরে নিয়েছে সবাই। যে যার সাধ্য মত বিপদ মোকাবিলার চেষ্টা করে।

পানিহীন দীর্ঘপথ, জ্বলন্ত সূর্যের উত্তাপ, শীতের হিমেল হাওয়া, স্ট্যামপিডের হুল্লোড়, নেকড়ের গর্জন, বুনো ঘোড়ার হামলা সবই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার এখানে। আর অস্ত্রের সাহায্যে বিরোধ নিষ্পত্তি তো আছেই। জীবনের এটা একটা রীতি—বেঁচে থাকার জন্যে সবাইকে মানতে হয়।

কিন্তু এখন এখানে সবার মাঝে আতঙ্ক বাসা বেঁধেছে। অদৃশ্য, সতর্ক এক শত্রু ঘুরে বেড়াচ্ছে আশপাশে, অজান্তে হামলা চালিয়ে মানুষ হত্যা করছে।

বন্দুকবাজিতে শ্যানন অভ্যস্ত। ষোল বছর বয়সেই গানফাইটে নামতে বাধ্য হয়ে জীবনে প্রথম মানুষ হত্যা করেছিল ও।

তখন থেকে আর দশজনের মত মৃত্যুকে চিনতে শিখেছে। এই বুনো দেশে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণের রাস্তা অনেক বেশি এবং সেগুলোর একটাও সহজ নয়। এসব বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করেছে সবাই।

স্টিভ লর্ড ওকে টাকা-পয়সার অভাবের কথা বলেছে। কিন্তু এখানে আসার পর অসংখ্য স্বাস্থ্যবান গরু আর সতেজ সবুজ তৃণভূমি স্বচক্ষে দেখার পর কথাটা বিশ্বাস করতে মন চাইছে না।

নিশ্চয়ই কিছু একটা গোপন করার চেষ্টা করেছে স্টিভ। সেটা কী? টাকা-পয়সার অভাব থাকলে টাম্বলিং-আর র‍্যাঞ্চ হাউসে নতুন রঙ লাগানো গেল কিভাবে? নতুন ঘর উঠেছে, নয়া কাঁটাতারের বেড়া উঠেছে—কিভাবে?

কিন্তু নৃশংস এক খুনী অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে, বিনা নোটিসে নির্মমভাবে মানুষ হত্যায় পটু ধূর্ত এক খুনী। এই গোলমাল আর বিশৃঙ্খলার ঘোলাজলে তার পরিচয়ের একটা ইঙ্গিত না থেকেই পারে না।

মাথা তুলে ছায়াঢাকা উপত্যকার দিকে তাকাল শ্যানন। যে পথে এসেছিল সেপথেই ফিরে যাচ্ছে। সাধারণত এমন করে না ও। আপন ভাবনায় ডুবে থাকায় এতক্ষণ খেয়াল করেনি। সামনে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে ওর পঞ্চ ইন্দ্রিয় সতর্ক হয়ে উঠল। একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি ছেঁকে ধরল।

'লর্ডের ভীতি দেখছি আমার মধ্যেও ঢুকে পড়েছে,' বিড়বিড় করে বলল ও। 'তবে একই ট্রেইলে ফেরাটা ঠিক হয়নি।'

হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠল বাকস্কিন, মাথা নেড়ে ডাক ছাড়ল।

নিজের অজান্তে, যেন সহজাত প্রবৃত্তির বশেই স্যাঁৎ করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল

শ্যানন। দুই লাফে ওঅশের নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ছুটে গেল বাকস্কিন।

দ্বিতীয়বার লাফ দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ঘোড়াটা, হঠাৎ নাকের সামনে দিয়ে বিশ্রী শব্দ তুলে ছুটে গেল একটা বুলেট। তারপর আরেকটা, আরও একটা। কিন্তু ততক্ষণে প্রাণপণে ছুটছে বাকস্কিন। ছড়ানো ছিটানো ওক আর সিডারের আড়ালে আড়ালে এঁকেবেঁকে এগোচ্ছে ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন।

বুলেট কি জিনিস বাকস্কিন জানে, ওঅশের পাড়ে পৌঁছেই পা ভাঁজ করে পিছলে নিচু অংশে চলে এল সে, পরক্ষণে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল সামনের দিকে।

অদূরেই একটা বাঁক। কোনমতে ওখানে পৌঁছুতে পারলে আততায়ীকে ফাঁকি দেয়ার একটা আশা আছে।

ঝড়ের বেগে বাঁক পেরিয়েই চট করে রাশ টানল ফ্র্যাঙ্ক। উইনচেস্টার হাতে স্যাডল থেকে লাফিয়ে নেমে ঝেড়ে দৌড় লাগাল। সেজ-ঝোপে ঢাকা একটা বালির ঢিবির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে উঁকি দিল সামনে। ভাল করে দেখার জন্যে একটু নড়াচড়া করতেই ছুটে এল বুলেট, বালি ছিটাল চোখেমুখে। ফের পিছলে ওঅশে নেমে এল শ্যানন।

'ধুর! দেখে ফেলেছে!'

সময় নষ্ট না করে স্যাডলে চাপল শ্যানন, আরও খানিকটা সামনে বাড়ল। তারপর আবার পাড়ে উঠে উঁকি দিল। আততায়ী প্রথমবার যেখান থেকে গুলি করেছে, জায়গাটা শনাক্ত করল—একটা পাথুরে টিলা।

কাউকে দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ টিলার বেশ উঁচুতে ঈষৎ নড়াচড়া ধরা পড়ল ফ্র্যাঙ্কের চোখে।

গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে আসছে আততায়ী!

ঘাপটি মেরে বসে পাথরের একটা ফোকরের দিকে কড়া নজর রাখল শ্যানন। একটু পরেই হালকা একটা ছায়া পড়ল ওখানে, বিনা দ্বিধায় ট্রিগার টিপল ও।

কিন্তু তাড়াহুড়োয় গুলিটা ফসকে গেল, একটা পাথরের গায়ে বাড়ি খেয়ে 'বিঙঙ' করে উঠল, তারপর হারিয়ে গেল আধো অন্ধকারে।

এবার শুরু হলো ভয়ঙ্কর এক মরণখেলা। দুজনের হাতে রাইফেল, হত্যা করার উদ্দেশ্যে প্রতিবার ট্রিগার টিপছে ওরা। দু'বার প্রতিপক্ষকে প্রায় ঘায়েল করে আনল শ্যানন; একবার ওর মাথার মাত্র ইঞ্চিখানেক দূরে গাছের পাতা ফুটো করে দিল শত্রুর বুলেট।

এরপর প্রায় একঘণ্টা নীরবে কেটে গেল। কারও ছায়া নেই কোথাও। ইতিউতি তাকাচ্ছে শ্যানন, সতর্ক ওর কানজোড়া। বাকস্কিনের দিকে নজর রাখছে। অনেকক্ষণ কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে আততায়ীর খোঁজে বেরুল শ্যানন, টিলা বেয়ে উঠতে শুরু করল ওপর দিকে।

অবশেষে পাওয়া গেল জায়গাটা। এখানে হাঁটু গেড়ে বসে গুলি করেছে লোকটা, মাটির ওপর উইনচেস্টার সেভ্‌নটি-থ্রির একটা খালি কার্তুজ পড়ে আছে।

খোলটা হাতে নিল শ্যানন। 'এবার হয়তো কিছুটা সুবিধে হবে,' ভাবল। 'এই জিনিস এদিকে বেশি নেই। প্রায় সবগুলোই রেঞ্জারদের কাছে। অবশ্য আমার

কাছেও একটা আছে। রাস্টি এখনও সেই পুরোনো শার্পসই ব্যবহার করে।'

'ওহো, অ্যানের আছে একটা; আর বার্জারের সঙ্গেও বোধ হয় একটা দেখেছি।'

সবগুলো গুলি একই লোক ছুঁড়ে থাকলে এই নিয়ে তিনবার ওকে হত্যা করার চেষ্টা চালাল খুনী। ধারেকাছে বার্জার ছাড়া উইনচেস্টার হাতে আর কেউ নেই। কিন্তু ওকে কেন হত্যা করতে চাইবে সে?

আসলে, গোলাগুলির সময় কাছেপিঠে যারা ছিল তাদের যে কেউ হতে পারে হত্যাকারী।

আততায়ীর সিক্স-গান আর রাইফেলের খালি কার্তুজ পাওয়া সত্ত্বেও যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেছে শ্যানন–খুনীর পরিচয় জানতে পারেনি। একই লোক বারবার গুলি করছে, তারও কোন প্রমাণ নেই–এটা শ্যাননের একটা সন্দেহ মাত্র।

অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নের রহস্যময় লোকটার সঙ্গে এসবের কি কোন সম্পর্ক আছে? কিন্তু অন্যের হাতে তো তার মৃত্যু চায়নি সে, তাহলে এখন অন্যরকম হবে কেন?

বার্ট রেইনিকে অনায়াসে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়া যায়। তাহলে আর কে ওর মৃত্যু চাইতে পারে? কেন?

অতীতের সাত-আটটা খুনের পেছনে তেমন কোন কারণ নেই বলেই মনে হয়। অস্বাভাবিক, অশুভ এক শক্তি যেন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এখানে। এই রেঞ্জ কান্ট্রিতে মুখোমুখি শত্রুর মোকাবিলা করাই নিয়ম, কিন্তু এই নিয়মের তোয়াক্কা করে না সে।

ট্রেইল এড়িয়ে এঁকেবেঁকে খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে একটানা ঘোড়া হাঁকিয়ে বটাল্লায় পৌঁছুল শ্যানন। স্টীল, লর্ড আর ভ্যান ডেভিসকে এক টেবিলে বসিয়ে ওদেরকে একটা মীমাংসায় পৌঁছে দেয়া এখন জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনজনকে চেনে শ্যানন, ওরা আপস রফায় পৌঁছুতে পারবে বলেই ওর ধারণা।

লর্ড আর স্টীল দুজনই অনেক জমির মালিক হতে চায়; অন্যদিকে গোঁয়ার লোক ভ্যান ডেভিস, আপন পথে চলে, একাই নিজের লড়াই চালায়–কারও পরোয়া করে না। তিনজনই কঠিন মানুষ, শুধু সামনে বাড়তেই জানে। কিন্তু এখন ওদের বোঝাতে হবে, বন্ধুত্বের মধ্যে দিয়েও অনেক কিছু অর্জন করা যায়।

বিদায়ী সূর্য ম্লান আলো ছড়াচ্ছে। শান্ত বটাল্লা। রাস্তা ধরে সামনে এগোল বাকস্কিন। এখানে ওখানে কয়েকজন লোক বসে আড্ডা মারছে, রাস্তার পাশে বেশ কয়েকটা বাকবোর্ড দাঁড় করানো। দোকানে দোকানে ঘুরে সওদা করছে কেউ কেউ; কেউ বা অন্য কোন কাজে ব্যস্ত। লর্ড এবং স্টীলের কয়েকজন রাইডারকেও দেখতে পেল শ্যানন।

ওদের দুজনের পাশে এসে ঘোড়া থামাল ও। বারান্দায় বসা ব্যাট-উইং চ্যাপস পরা, পুরোনো ধূসর-রঙ টুপিঅলা ছোটখাট এক কাউবয় মাথা তুলে তাকাল। তামাক চিবিয়ে পিক ফেলল রাস্তার ওপর।

'কেমন আছ?' সতর্ক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে।

'এই তো মোটামুটি,' টুপি ঠেলে পেছনে সরিয়ে কপালের ঘাম মুছল শ্যানন। 'তুমি শর্টি জোনস না?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল কাউবয়। 'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি আমাকে চিনলে কিভাবে?'

'অস্টিনে একবার দেখেছিলাম, শাদা পাঅলা একটা রোয়ান হাঁকাচ্ছিলে।'

'আশ্চর্য ব্যাপার। এতদিন পরেও মনে আছে। ঘোড়াটা বছর তিনেক আগে এক ইন্ডিয়ান চুরি করে নিয়ে গেছে, না, ভুল দেখোনি।'

'বেঁচে থাকার জন্যেই মনে রাখতে হয়। নইলে দরকারের সময় লোক চিনতে না পারলে মুশকিলে পড়তে হবে।' স্যাডল থেকে নেমে পড়ল শ্যানন। 'শর্টি, তুমি স্টীলের লোক না?'

'ছ'বছর হলো এখানে আছি, তার আগে ছিলাম নেশনে।'

'ডেস কিংকে চিনতে?'

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল জোনস। 'কি বলতে চাও, শ্যানন? লর্ডের সৎ ভাই হলেও ডেস আমার বন্ধু ছিল। নেশনে আমরা একসঙ্গে ছিলাম।'

'আমি এদিকে একটু খোঁজ-খবর করছিলাম, জোনস, আমার সন্দেহ, ডেসের হত্যাকারীই ক্যাসুজ আর জ্যাকসনসহ আরও কয়েকজনকে হত্যা করেছে।'

'কিন্তু কিং তো অনেকদিন আগে মারা গেছে!' প্রতিবাদ করে উঠল জোনস। 'তখন লড়াই শুরু হওয়া দূরে থাক, আভাসও ছিল না।'

'ঠিক, আমার মনে হয়, আর কোন কারণে এখানে একের পর এক মানুষ হত্যা করে বেড়াচ্ছে কেউ একজন। মানুষটা...নারী কিংবা পুরুষ যাই হোক...নির্মম এবং ভয়ঙ্কর। হয়তো খুন করার পেছনে নির্দিষ্ট কোন কারণ থাকতেও পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, কেবল খুনের আনন্দে খুন করে সে। মুশকিলের কথা কি জানো, ওর জন্যেই হয়তো বিরাট একটা লড়াই বেধে যাবে, তোমাদের দু'পক্ষের প্রচুর লোক মারা পড়বে।'

'কেমন মানুষ রে বাবা! তোমার কথায় যুক্তি আছে। নইলে ডেসকে অসহায় অবস্থায় গুলি করবে কেন? একেবারে ওর সামনে দাঁড়িয়ে? লাশ আবিষ্কারের সময় আমিও ছিলাম। শেষের গুলিগুলো করার সময় বেঁচে ছিল ডেস, প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছিল।'

শর্টি জোনসের চেহারায় চিন্তার ছাপ।

'মাটিতে যেভাবে গড়াগড়ি খেয়েছে ডেস, মনে হয় পেছন থেকে প্রথমে গুলি করে ওকে খোঁড়া করে দেয় খুনী; তারপর এগিয়ে এসে চোখে চোখ রেখে সরাসরি পেটে গুলি করে।'

'ওর আগে একজন ইন্ডিয়ান আর এক প্রসপেক্টর খুন হয়েছে এখানে, চেনো ওদের?' জিজ্ঞেস করল শ্যানন।

'নিশ্চয়ই...ওদের কে না চেনে! বুড়ো "ইয়ালো হর্স" ছিল কোমাঞ্চি, একবার লর্ডের কি একটা উপকার করায় ওকে থাকার জায়গা দিয়েছিল সে। ওকে কোন কাজ করতে হত না। এককালের দুর্দান্ত যোদ্ধা হলেও এখানে কারও সাতে-পাঁচে ছিল না সে। কিন্তু রেঞ্জে একদিন ওর লাশ খুঁজে পেলাম আমরা, পিঠে গুলি করা হয়েছিল।

'খুনের কোন কারণ ভেবে পাইনি আমরা, বুড়ো প্রসপেক্টরের বেলায়ও তাই···লোকটার নাম এখন মনে নেই···বেচারার জিনিসপত্র ঘাটাঘাটি করলেও একটা স্ক্যালপিং নাইফ ছাড়া আর কিছুই নেয়নি খুনী। আমাদের জানামতে ওর কোন শত্রু ছিল না। চুরি যাবার মত টাকাপয়সাও ওর ছিল না। লাশের সঙ্গে রাইফেলটা পেয়েছিলাম আমরা। গাধা আর ঘোড়া, দু'টোই কাছাকাছি ঘুরঘুর করছিল।

'কোথায় মারা গেছিল ওরা?' জানতে চাইল ফ্র্যাঙ্ক।

'সেখানেই তো অবাক হতে হয়। প্রত্যেকটা খুন অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়ন আর লস্ট ক্রিক ভ্যালির মাঝামাঝি কোথাও হয়েছে। একজন ছাড়া, লস্ট ক্রিকের কাছে লর্ডের রেঞ্জেই খুন হয়েছিল ডেস্ট্রি কিং।'

'শর্টি? চার্লসকে কাল এখানে এসে আলোচনায় বসতে বলতে পারবে? স্টীল আর ভ্যান ডেভিসকে আনার চেষ্টা করব আমি।'

রাজি হলো শর্টি জোনস।

স্টীলের কয়েকজন কাউহ্যান্ডকে ডেকে ওদের বলে দিল ওয়েবের কাছে খবর পৌঁছে দিতে; তারপর জেনারেল স্টোরে গেল শ্যানন। ভ্যান ডেভিসের ছেলের কাছে মালপত্র বিক্রি করছে বুড়ো দোকানি জো ফ্রেম। ছেলের হাতে ভ্যান ডেভিসের কাছে খবর পাঠাল ও।

ট্রেইল হাউসের বারান্দায় বসেছিল রাস্টি কনার্স।

'ওদের তিনজনকে এক দড়িতে বাঁধতে পারলে লাইভ ওক কান্ট্রিতে শান্তি ফিরিয়ে আনা খুব একটা কঠিন হবে না।'

'হ্যাঁ,' বলল শ্যানন। 'তবে তার আগে এতগুলো খুনের আসামী আর অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নের সব আউট-লদের পাকড়াও করার ব্যবস্থা করতে হবে।'

মাথা দোলাল কনার্স। জিভের ডগা দিয়ে সিগারেট পেপারের প্রান্ত ভিজিয়ে দক্ষ হাতে সিগারেট তৈরি করল।

'অসুবিধে নেই। সবাই তোমার পক্ষে এসে দাঁড়াচ্ছে আস্তে আস্তে। ফ্রেম, উইনস্টন, ডক ক্লাইড, টম কলিনসসহ এখানকার অনেকের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। ওরা সবাই শান্তি চায়, চায় বটাল্লায় স্বস্তি ফিরে আসুক, আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হোক। লর্ডদের আলোচনায় থাকতে চাইছে ওরা। বলেছে, তোমার যদি প্যাসির দরকার হয়, যে কোন মুহূর্তে এগিয়ে আসতে প্রস্তুত আছে।'

'সুসংবাদ বলতে হয়। বড় দুই র‍্যাঞ্চারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারবে ওরা।'

'কিন্তু আমাদের শত্রুপক্ষ মিটিং পণ্ড করতে চাইবে না?'

'হয়তো চাইবে, কথাটা আমিও ভেবেছি···একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়···'

সকালের সোনালি রোদ গড়াগড়ি যাচ্ছে ধূলিধূসর সড়কে, এই সময় স্টীল র‍্যাঞ্চের রাইডাররা এসে পৌঁছুল। সবার সামনে রয়েছে ওয়েব স্টীল। পেছনে অ্যান, জিম ওয়েস্টন এবং শর্টি জোনসসহ দুজন কাউহ্যান্ড।

ট্রেইল হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে শ্যানন আর রাস্টি।

'মেয়েটা অদ্ভুত সুন্দরী,' অ্যানের দিকে তাকিয়ে বলল রাস্টি কনার্স। 'একেবারে পরীর মত।'

'ওকে বিয়ে করলেই তো পারো?' জিজ্ঞেস করল ফ্র্যাঙ্ক। 'তোমার মত একজন করিৎকর্মা লোককেই জামাই হিসেবে দরকার বুড়ো ওয়েবের। তাছাড়া মেয়ে হিসেবে অ্যান চমৎকার। একটু বুনো স্বভাবের, কিন্তু শক্ত হাতে যদি লাগাম ধরতে পারো, দেখবে কোন অসুবিধে হচ্ছে না।'

'বিয়ে করব ওকে?' মাথা নাড়ল রাস্টি। 'তোমার মাথা বোধ হয় খারাপ হয়ে গেছে। ওই মেয়ে আমাকে পাত্তাই দেয় না! কিন্তু আমি তো জানতাম কাজটা তুমিই করতে চাইছ।'

'উঁহুঁ, আমি না,' বলল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। 'মেয়ে হিসেবে অ্যানের তুলনা নেই, ঠিক, কিন্তু আমার মত বিখ্যাত লোকদের মেয়ে মানুষের কাছে না ঘেঁষাই ভাল। বিয়ে আমার জন্যে নয়, রাস্টি; যদিও মনমত একটা জায়গায় সংসার পাততে পারলে আমার চেয়ে খুশি আর কেউ হত না। কিন্তু বেশিদিন আমার এই ক্ষিপ্রতা থাকবে না, অনর্থক বিধবা হবে একটা নিষ্পাপ মেয়ে।

'না, একাই যখন এতদিন কাটিয়ে দিতে পেরেছি, এখন আর কোন মেয়েকে অসহায় অবস্থায় ফেলতে চাই না। তাছাড়া, এই মুহূর্তে তেমন কেউ নেইও। আমি একা মানুষ, একাই থাকব।'

একটু থামল ফ্র্যাঙ্ক। 'অ্যানের জন্যে আমি বদলে যাব না। ওর সঙ্গে এক-আধটু ঠাট্টা করি, ছেলেদের ও তোয়াক্কা করে না বলে—ওর প্রতি আমার কোন দুর্বলতা নেই। আমার মত থাকতে পারবে, অনিশ্চিত জীবন যাপন করতে পারবে, এমন কোন মেয়ের দেখা যদি কখনও পাই, হয়তো তার সঙ্গে জুটি বাঁধব।

'কিন্তু এরকম বাউণ্ডুলে জীবন কোন্ মেয়ে পছন্দ করবে, বলো? আমার পক্ষে স্থায়ীভাবে কোথাও বসবাস করা হয়তো সম্ভব হবে না। প্রতিমুহূর্তে কোন উদ্ধত তরুণ কিংবা আমার হাতে মারা গেছে এমন কারও শুভাকাঙ্ক্ষীর হাতে গুলি খেয়ে মারা যাবার আশঙ্কা রয়েছে।'

হিচিং রেইলের সামনে ঘোড়া থামিয়ে স্যাডল থেকে নামল ওয়েব স্টীল। সপ্রশংস দৃষ্টিতে র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল শ্যানন। রাজকীয় চালে ঘোড়া হাঁকিয়ে এল, গর্বিত ভঙ্গিতে নামল স্যাডল থেকে; এমনভাবে ট্রেইল হাউসে ঢুকল যেন পৃথিবীর অধিশ্বর সে, আর সবাই তার প্রজা।

এধরনের লোক পৃথিবীতে আরও আছে; কিন্তু একদিনে এ-পর্যায়ে আসেনি ওরা—এই অধিকার ওদের অর্জন করতে হয়েছে। নিজের ক্ষমতা কতখানি জানে ওরা, এবং প্রয়োজনে কাজে লাগায়।

কয়েকমিনিট পর স্টিভকে নিয়ে চার্লস লর্ড পৌছুল। একটু পরেই আবার দরজা খুলে গেল, চৌকাঠে পা রাখল ভ্যান ডেভিস। স্টীল আর লর্ডের দিকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে একবার তাকাল; তারপর ফায়ারপ্লেসের কাছে এসে ওটার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল, দু'হাতের বুড়ো আঙুল বেল্টের পেছনে গুঁজে রেখেছে—যে কোন পরিস্থিতির জন্যে তৈরি।

টেবিলের মাথায় বসল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। 'এবার তাহলে আলোচনা শুরু করা যাক,' শান্ত কণ্ঠে বলল ও। 'আমি যদ্দূর জানি, লস্ট ক্রিকের দখল নিয়েই বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে লর্ড আর স্টীলের মধ্যে—কিন্তু ওদিকে ভ্যান ডেভিস লস্ট ক্রিক দখল করে রেখেছে...'

'দখল করে রাখলেও,' বলল স্টীল, 'ওখানে থাকার অধিকার নেই ওর।'

'রসো,' প্রশান্ত কণ্ঠে বলল ভ্যান ডেভিস। 'এখানে কি করে রেঞ্জ পেয়েছ তুমি, স্টীল? হঠাৎ একদিন এসে বসবাস শুরু করোনি? আমিও তো তাই করেছি। গত পনের বছর ধরে লস্ট ক্রিকে থাকব ভেবে এসেছি। জ্যাক হ্যালোরানের ওয়্যাগন ট্রেনের সঙ্গে প্রথম পশ্চিমে এসেছিলাম—তখনই লস্ট ক্রিক আবিষ্কার করি।'

'কি?' ঝট করে ডেভিসের দিকে তাকাল ওয়েব স্টীল। 'তুমি হ্যালোরানের সঙ্গে ছিলে? কি আশ্চর্য, জ্যাক তো অ্যানের মামা!'

হতবাক হয়ে গেল ভ্যান ডেভিস। 'ঠাট্টা করছ না তো? তোমরা জ্যাকসন কাউন্টির লোক?'

'নিশ্চয়ই। তুমি দেখছি আচ্ছা বদমাশ! আগে বলবে তো যে তুমিই সেই ডেভিস! তুমি আর জ্যাক কীভাবে—'

হঠাৎ থেমে গেল স্টীল, বিব্রত চেহারা।

'থামলে কেন, স্টীল, বলো?' মৃদু হেসে বলল শ্যানন। 'জানতাম, দু'জনকে একসঙ্গে বসাতে পারলে তোমাদের মধ্যে আপস হবেই—লর্ডের বেলায়ও একই কথা। তোমরা তিনজনই চমৎকার মানুষ, মোটামুটি ভাল আউটফিটের মালিক—ওগুলোকে আরও উন্নত করার ক্ষমতাও তোমাদের আছে।

'স্টীল, তুমি তো বাইরে থেকে ভাল জাতের ষাঁড় আনিয়েছ, তাই না?—লর্ডও আনাচ্ছে। ডেভিসের কাছে বাইরে থেকে গরু আনার মত টাকা নেই; তবে লস্ট ক্রিক আর খুদে একপাল গরু আছে ওর। লস্ট ক্রিকে বেড়া দেয়ার কি দরকার বলো?—দরকার হলে লাইভ ওক কান্ট্রির-উত্তর দিকে বেড়া দাও। তিনজন একসঙ্গে থাকলে তোমাদেরই সুবিধে, ডেভিসের লস্ট ক্রিকের পানি তোমরা দু'জন ব্যবহার করলে, ওকে তোমাদের ষাঁড় ব্যবহার করতে দিলে—ব্যস, হয়ে গেল।

'আরেকটা কথা। বাইরে থেকে এক লোক এসে অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নে আস্তানা গেড়েছে; চোর-ডাকাতদের নিয়ে বিরাট এক দল গড়ে তুলেছে সে। ওখানকার সবকটাকে গ্রেপ্তার করতে হবে। এই দায়িত্ব আমি নিজের হাতে নিচ্ছি।'

'এখানে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা দরকার,' বলল স্টীল। 'তুমি মার্শাল হয়ে যাও না?'

'না,' সবার ওপর একবার চোখ বোলাল শ্যানন। 'গত রাতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল টেক্সাস রেঞ্জার লী হল, আমাকে ডেপুটি বানিয়ে গেছে। বুঝতেই পারছ, আগেই টেক্সাসের একজন অফিসার হয়ে আছি আমি।

'এখান থেকে বিদায় নেয়ার আগে আমি দুটো কাজ করতে চাই; এক নম্বর, অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়ন থেকে চোর ডাকাতদের উৎখাত; আর দু'নম্বর, আমাদের

অসংখ্য খুনের নায়ককে পাকড়াও।'

চার্লস লর্ডের দিকে তাকাল শ্যানন। ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে র‍্যাঞ্চারের চেহারা।

হঠাৎ কথা বলে উঠল স্টিভ লর্ড। 'মনে হচ্ছে ক্যাটল-ওঅরের সঙ্গে ওইসব খুনের কোন সম্পর্ক নেই বলে তোমার ধারণা?'

'সম্পর্ক থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। সেটা পরে দেখা যাবে। তবে এটুকু বলতে পারি, জ্যাকসন আর ক্যাসুজের হত্যাকারীই ডেস কিংসহ অন্য সবাইকে খুন করেছে। নির্মম, নিষ্ঠুর এক খুনী স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের আশপাশে–যেভাবে হোক তাকে ধরতেই হবে।'

'ধরা পড়ার পর,' শান্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। 'সে ফাঁসিতে ঝুলবে!'

পনের

চেয়ারে গা এলিয়ে দিল চার্লস লর্ড, আরও ক্লান্ত, বয়স্ক দেখাচ্ছে তাকে।

অ্যান স্টীলের চোখে অস্বাভাবিক দৃষ্টি, ফ্যাকাসে, বিষণ্ণ ওর চেহারা।

'আমার বিশ্বাস,' বলল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন, 'ডেস্ট্রি কিং খুনীর পরিচয় জানত। নিজেকে রক্ষা করার জন্যেই ডেসকে খুন করেছে লোকটা, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ওকে ঘৃণা করত সে।'

'খুনীর পরিচয় জানলে,' প্রতিবাদ করল স্টিভ লর্ড, 'কাউকে বলেনি কেন?'

ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে স্টিভের দিকে তাকাল শ্যানন। 'হয়তো বলেছে,' আস্তে করে বলল ও।

'কি বলছ তুমি?' কৈফিয়ত তলব করার ভঙ্গিতে বলল ওয়েব স্টীল। 'তাহলে আমি জানতাম না!'

উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে অ্যানের চেহারা। ক্লান্তিতে চোখ বুজল চার্লস লর্ড, চুপ করে রইল সে। আড়ষ্ট, কঠিন চেহারায় বাপের দিকে তাকাল স্টিভ লর্ড।

'অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নের পশ্চিমে,' আস্তে আস্তে বলল শ্যানন, 'একটা বক্স ক্যানিয়নে ডেস্ট্রি কিংয়ের ছোট্ট একটা কেবিন আছে। ওখানে একটা ডায়েরী রেখে গেছে ও, ডায়েরীতে ওর তদন্তের পুরো বিবরণ লেখা আছে। ডেস জানত ওকে খুন করতে চাইবে হত্যাকারী। ব্যাপারটা তাই লী হলকে জানিয়ে রেখেছিল। লী বলেছে আমাকে। কাল ওই ডায়েরী আনতে বক্স ক্যানিয়নে যাব আমি, অবশ্য যদি আগেই লী হল নিয়ে না যায়। তারপর সব রহস্যের জট খুলে যাবে।'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল অ্যান স্টীল। 'আমার মনে হয়–' কিন্তু কথা শুরু করার আগেই গোলাগুলির কানফাটা আওয়াজ স্তব্ধ করে দিল ওকে। বাইরে থেকে চিৎকারের শব্দ ভেসে এল। তারপর আবার একটানা গোলাগুলি।

একলাফে উঠে দাঁড়াল শ্যানন। ছুটে গিয়ে লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলল।

বাইরে এসে সিঁড়িতে পা রাখার সাথে সাথে এক-ঝাঁক বুলেট ছুটে এল ওর দিকে। একটা ভাঙা ধাপে পা রাখতে গিয়ে মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ল শ্যানন। নুড়িপাথরের সঙ্গে ঠুকে গেল মাথাটা।

রাস্টিসহ সবাই ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে এল। ওদের চোখের সামনে ঘোড়ার উদ্দেশ্যে দৌড়ে গেল বিশালদেহী দু'জন লোক। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল আর পিস্তলের গুলি উড়ে এল ওদের দিকে।

পিস্তল উঁচিয়ে বারান্দার দিকে গুলি করল দু'জনের একজন। সঙ্গে সঙ্গে অ্যানকে জাপটে ধরে মেঝেয় ঝাঁপিয়ে পড়ল রাস্টি। বুলেটের ঘায়ে হোটেলের দেয়ালে কয়েকটা ফুটোর সৃষ্টি হলো।

মাথার ভেতর দপদপ করছে, তবু অন্ধের মত উঠে দাঁড়াল শ্যানন, এত সহজে হার মানবে না।

ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠল, ওর পাশ দিয়ে ছুটে গেল দুটো ঘোড়া। একটা ঘোড়ার গায়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আবার দড়াম করে পড়ল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। এবং আবার একটানা গোলাগুলি, তারপর সব চুপ।

উঠে দাঁড়াল শ্যানন, চোখ মুখ থেকে বালি ঝাড়ল। পাথরের ঘায়ে কেটে গেছে কপালের একপাশ, ক্ষীণ ধারায় রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

একটা পুরোনো শার্পস বাফেলো গান বাগিয়ে ধরে জেনারেল স্টোর থেকে ছুটে এল বুড়ো জো ফ্রেম।

'ইউস্টনরা! হ্যাঁ, ওরা এসেছিল—মিটিং পণ্ড করে তোমাদের সবাইকে শেষ করার জন্যে। জিম ওয়েস্টন, শর্টি আর স্টীলের আরেক রাইডার একসঙ্গে ওদের ঠেকানোর চেষ্টা করেছে।'

পিস্তল হাতে বারান্দা থেকে নেমে এল ওয়েব স্টীল, আগুন ঝরছে দু'চোখে।

'আরেকটু হলেই অ্যান মারা যেত! বয়,' রাস্টির কাঁধে হাত রাখল সে। 'তোমার অনেক সাহস! আমার মেয়েকে বাঁচালে! প্রয়োজন হলেই আমার কাছে চলে এসো, তোমার জন্যে কাজের অভাব হবে না!'

'ওয়েস্টন মারাত্মক চোট পেয়েছে,' বলল ফ্রেম, 'জোনসও কিছুটা আঘাত পেয়েছে। ও'কনার ছেলেটা মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে, এতক্ষণ বোধ হয় বেঁচে নেই। কোন সুযোগই পায়নি বেচারা, পিস্তলের দিকে হাত বাড়ানো মাত্র ওকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে কেইন ইউস্টন। বেঁচে আছে দেখে এসেছি...কীভাবে টিকে ছিল খোদামালুম!

'জোনসের মোকাবিলা করেছে অ্যাবেল ইউস্টন। তারপর দু'ভাই একসঙ্গে জিম ওয়েস্টনের ওপর পিস্তল খালি করেছে। লড়াইটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ইউস্টনদের গায়ে বোধ হয় ফুলের টোকাও লাগেনি।'

'বড্ড বেড়ে গেছে ওরা!' হিংস্র গর্জন ছাড়ল ওয়েব স্টীল। 'এবার অ্যাপল ক্যানিয়নে গিয়ে সবকটাকে শায়েস্তা করতে হবে!'

রাস্টির হাত ধরে কোনমতে উঠে দাঁড়াল অ্যান, ভয়-বিহ্বল ফ্যাকাসে চেহারা, টেনে ছেড়ে দেয়া তারের মত কাঁপছে!

'আরেকটু হলেই শেষ হয়ে যেতাম!' পেছনের দেয়ালে গুলির ফুটোগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ!'

রাস্টির শার্টে রক্তের দাগ দেখতে পেল শ্যানন। 'ওকে ভেতরে নিয়ে যাও, অ্যান, বেচারা গুলি খেয়েছে।'

'হায়াল্লা!' আঁতকে উঠল অ্যান। 'তোমার লেগেছে!'

'ও কিছু না! ধেৎ, আমি–' দেয়ালের ওপর এলিয়ে পড়ল রাস্টি।

স্টীল আর ফ্রেমের সঙ্গে ধরাধরি করে রাস্টিকে ভেতরে নিয়ে এল অ্যান, একটা সোফায় শুইয়ে দিল।

ওরা ভেতরে ঢুকতেই পেছনে পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়াল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন।

বার্ট রেইন্ট্রি।

'এই যে, মিস্টার ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন, এসো, এবার দেনাপাওনা চুকিয়ে ফেলা যাক!'

পিস্তল তৈরি ছিল রেইন্ট্রির হাতে, শ্যানন ঘুরে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিবর্ষণ করল সেটা। বুলেটের তপ্ত নিঃশ্বাস গায়ে লাগল শ্যাননের, পরক্ষণে পাল্টা গুলি করল ও।

টলে উঠল রেইন্ট্রি, চট করে সামলে নিল নিজেকে। কিন্তু তারপরই সামনে ঝুঁকে পড়ল তার মাথা, দু'পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, কুৎসিত দেখাচ্ছে। মরিয়া হয়ে আরেকবার ট্রিগার টেপার আপ্রাণ চেষ্টা করছে রেইন্ট্রি, কিন্তু ওর নির্দেশ মানতে চাইছে না হাত দুটো।

পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দু'হাতে পিস্তল জাপটে ধরে ওঠানোর চেষ্টা করল রেইন্ট্রি, কিন্তু ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে নেমে গেল মাযল। এলোপাতাড়ি পা ফেলে সামনে এগিয়ে এল সে, হুড়মুড় করে পড়ল মাটিতে।

পিস্তল হাতে বেরিয়ে এল ওয়েব স্টীল। একনজরে বুঝে নিল কি হয়েছে। তারপর হোলস্টারে ভরে রাখল পিস্তলটা।

'রেইন্ট্রি তো? উচিত সাজা হয়েছে।' চিন্তান্বিত চেহারায় শ্যাননের দিকে তাকাল স্টীল। 'খুব খারাপ লোক ছিল রেইন্ট্রি। লোকে মিথ্যে বলে না, তুমি আসলেই ভালমানুষ।'

'স্টীল,' বলল শ্যানন, 'তোমরা লোকজন নিয়ে প্রস্তুত থেকো। এখন ইউস্টনদের ধরতে যাচ্ছি আমি; ফিরে আসি, তারপর অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়ন গুণ্ডা মুক্ত করতে যাব। আগে ইউস্টনদের সাফ করা দরকার।'

'একা যাবে? ওরা কিন্তু দু'জন!'

'হ্যাঁ। রাস্টিকে দেখো।'

হেসে ফেলল স্টীল। 'অ্যানই দেখছে। কনার্স লোকটা কিন্তু বেশ।'

আধঘণ্টা পর তিনদিনের মত খাবার সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শ্যানন।

প্রথম আধমাইল তুফান-বেগে ঘোড়া হাঁকিয়েছে ইউস্টনরা, তারপর পেছনে কেউ আসছে না দেখে ঘোড়াকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে গতি কমিয়েছে। দু'জনই ধূর্ত অশ্বারোহী, ট্রেইল গোপন করার সবরকম কায়দা জানে।

পাক্কা তিনমাইল ছোটার পর রুক্ষ, ঊষর প্রান্তর বেছে নিয়েছে দু'ভাই,

ছড়ানো-ছিটানো পাথুরে ঢিবি, বোল্ডার, ওকের ঝোপ আর নানান গাছপালার ফাঁক ফোকর দিয়ে পথ করে ছুটে গেছে। অ্যাপাচিদের মত নিখুঁতভাবে ট্রেইল গোপন করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু অনুসরণকারী ওদের চেয়ে আরও এককাঠি ওপরে। কিন্তু তবু এগোনোর গতি মন্থর হয়ে যাচ্ছে শ্যাননের।

কিছুক্ষণ পরেই শ্যানন বুঝতে পারল, একটা বড়সড় অর্ধবৃত্তাকারে এগোচ্ছে ইউস্টনরা। মনে মনে এলাকার ম্যাপ উল্টেপাল্টে দেখল ও। তারপর স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুল: কটনউডের দিকেই যাচ্ছে দু'ভাই।

কিন্তু কটনউডে কেন?

ওর বার্তা পাঠানোর কথা জানাজানি হয়ে গেছে? জবাবের মানে কি হবে বুঝতে পেরে ভয় পেয়েছে? নাকি পাহাড়-চূড়ার লোকটার নির্দেশে স্টেশন পাহারা দিতে যাচ্ছে?

হঠাৎ কি ভেবে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল শ্যানন, খোলা মাঠের ওপর দিয়ে রেললাইনের উদ্দেশে ছুটল। মাত্র অল্প কিছু রেললাইন বসানো হয়েছে; অবশ্য আগেই জরিপের কাজ শেষ হয়ে গেছে, রসদপত্র পৌঁছে গেছে জায়গায় জায়গায়, অচিরেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। যতটা সম্ভব গা ঢাকা দিয়ে ছোট স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলল শ্যানন।

কটনউডের ওপর দিয়ে চলে-যাওয়া একটা ক্রিকের ধারে রাত কাটাল ও। আগুন জ্বালল না, গরুর মাংসের জার্কি আর ক্রিকের পানি দিয়ে খিদে মেটাল।

সকালে উঠে প্রথমেই অস্ত্র পরখ করে নিল ও। ইউস্টনদের চেনে, ওদের তুচ্ছ করে দেখছে না। ওদের যেকোন একজন একাই একশো, দু'জন একসঙ্গে প্রায় অপরাজেয়।

ওদের যদি কোনভাবে আলাদা করা যেত!

ভাবতে খুবই সোজা। কিন্তু ওরা দু'ভাই হরিহর আত্মা, একসঙ্গে ঘোরে, খায়, এমনকি ঘুমোয় পর্যন্ত!

শ্যানন যখন কটনউডে পৌঁছুল, নটা বাজে প্রায়। হিসেবে ভুল না হলে ইউস্টনদের চেয়ে এগিয়ে আছে ও।

খুদে গ্রামটার কাছে পৌঁছে ক্রিকের পাড়ে গাছের ছায়ায় বাকস্কিনকে বেঁধে রাখল শ্যানন। তারপর কাঠের সাঁকো পেরিয়ে রাস্তায় উঠে এল।

তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই কটনউডে। একপাশ দিয়ে ছ'ফুট চওড়া ঝর্না। দু'পাড়ে সারি সারি কটনউড আর উইলো।

টেলিগ্রাফ অফিসসহ একটা স্টেশন—সারভেঅরদের সুবিধের জন্যে আগে ভাগে তৈরি করা হয়েছে; একটা স্যালুন, জেনারেল স্টোর আর গোটা পাঁচেক শ্যাক—ব্যস।

স্টেশনে পা রাখল শ্যানন।

'আমি ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। কোন খবর আছে?'

মাথা ঝাঁকাল স্টেশন-কীপার। 'হ্যাঁ-হ্। একটু আগেই এসেছে। তিনটা। তোমাকে তখন চিনতে পারিনি আমি।'

বার্তাগুলো শ্যাননকে দিল সে। তারপর একটা ঝাড়ুর কাঠি ভেঙে নিয়ে দাঁত

খোঁচাতে শুরু করল। চিন্তামগ্ন। একটু পরপর জানালা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছে।

'জোর লড়াই হবে একটা,' বার্তাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলল সে, 'ভয়ঙ্কর সব খবর।'

না পড়েই ওগুলো পকেটে ভরল শ্যানন। স্যালুনে একবার উঁকি দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে উইলো বনের দিকে এগোল। সাঁকো পেরিয়ে এসে গাছপালার মাঝে একটা খুদে গহ্বরে শুয়ে পড়ল, অচিরেই ঝিমুতে শুরু করল ও।

প্রায় একঘণ্টা পর স্টেশন মাস্টারের চিৎকারে ঘুম ভাঙল।

'শ্যানন! কয়েকজন রাইডার আসছে! ইউস্টনরা বোধ হয়!'

উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল শ্যানন, তারপর বিশাল একটা বুড়ো কটনউডের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। অপেক্ষা।

ষোল

কটনউডের দিকে ঘোড়া ঘোরাল অশ্বারোহীরা, দ্রুত তালে ছুটছে। মোট তিনজন, তৃতীয় লোকটাকে চিনতে পারল না শ্যানন।

বারের সামনে পৌঁছে হঠাৎ লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল ওরা, দু'জন নেমে পড়ল স্যাডল থেকে। রাস্তার এমাথা-ওমাথায় চোখ বুলিয়ে তারপর উল্টোদিকের স্টেশনের দিকে তাকাল, সপ্রশংস দৃষ্টিতে ব্যাপারটা লক্ষ্য করল শ্যানন।

সাঁকোর ওপর দিয়ে ক্রিক পেরিয়ে এল ও।

কাঠের সেতুতে শ্যাননের বুটের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল অ্যাবেল ইউস্টন, সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট হয়ে গেল সে। নিচু গলায় কি যেন বলল সঙ্গের লোকটাকে; তারপর ঘুরতে শুরু করল। বেকায়দা অবস্থায় পাওয়া গেছে ইউস্টনদের।

খানিক দূরে স্টোরের সামনের বেঞ্চে এতক্ষণ এক লোক বসেছিল, বিপদ টের পেয়ে উল্টোদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে সরে গেল নিরাপদ আশ্রয়ে। স্যাডলে বসে আছে কেইন ইউস্টন, ঝট করে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল তার ঘোড়া, লাফিয়ে উঠল। অ্যাবেলের হাত নড়ছে দেখেই পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল শ্যানন। প্রতিপক্ষের পিস্তল খাপমুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার টিপল।

ডান হাতে গুলি করতে করতে এগোতে লাগল ও। ডান পা প্রতিবার মাটি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার টিপছে। গুলি করল অ্যাবেল, কিন্তু শ্যাননের বুলেট আগেই বেসামাল করে দিয়েছে তাকে, হাওয়ায় হারিয়ে গেল গুলিটা। হিচিং রেইলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে, বাঁ হাতে রেইল ধরে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করল। ওদিকে লাফিয়ে উঠেছে কেইন ইউস্টনের ঘোড়া—বাক কখনোই এমনটি করবে না।

পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শ্যাননের দিকে পিস্তল তাক করেছিল কেইন, আকস্মিক

নড়াচড়ায় ভারসাম্য হারাল সে, পিছলে পড়ল স্যাডল থেকে। ট্রিগার টিপছে আর সামনে বাড়ছে শ্যানন।

হাঁটু গেড়ে বসে আবার গুলি করল অ্যাবেল।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার। থমকে দাঁড়াল শ্যানন। অবিচল হাতে ট্রিগার টিপল আবার। অন্তত চারবার অ্যাবেলের গায়ে গুলি লাগিয়েছে ও।

পিস্তল ছিটকে পড়ল পতনোন্মুখ অ্যাবেলের হাত থেকে। তৃতীয় লোকটাকে গুলি করতে ঘুরে দাঁড়াল শ্যানন। কিন্তু আগেই কেইন ইউস্টনকে টানতে টানতে একটা ঘরের কোণে লুকিয়ে পড়েছে সে। একটা ঘোড়াও এগিয়ে গেল সেদিকে।

পিস্তল হাতে অ্যাবেলের সামনে এসে দাঁড়াল শ্যানন। ধূলিধূসর পথে চিত হয়ে পড়ে আছে অ্যাবেল, খালি পিস্তলটা আঁকড়ে ধরে রেখেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার বুক। চোখ মেলে শ্যাননের দিকে তাকাল সে।

'নিকুচি করি তোমার! কেইন তোমাকে খুন করবে, দেখে নিয়ো! কেইন···আহ্!' যন্ত্রণায় কুঁচকে গেল তার চেহারা। 'কেইন···কোথায়–'

প্রাণপণ চেষ্টায় একটা হাত উঁচু করল সে। ঘরের কোণের দিকে তাকাল শ্যানন, ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এল ওদিক থেকে। সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিল ও। কোণে পৌঁছে দেখল অচেনা তৃতীয় শত্রু কেইন ইউস্টনকে জিনের সামনে ফেলে ট্রেইল বরাবর ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়েছে।

উদ্যত পিস্তল হাতে পলকহীন চোখে একমুহূর্ত তাকিয়ে রইল শ্যানন। এবার পিস্তল হোলস্টারে রাখতে রাখতে ধীর পায়ে ফিরে এল ও। কেইনের গায়ে গুলি লাগেনি। কিন্তু যেভাবে স্যাডল থেকে পড়েছে, মারাত্মক চোট পাওয়ার কথা; সন্দেহ নেই, ব্যাটা জ্ঞান হারিয়েছে।

বাকস্কিনের বাঁধন আলগা করে স্যাডলে চাপল শ্যানন। স্টেশনের সামনে দিয়ে এগোনোর সময় জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ওর দিকে তাকাল স্টেশন মাস্টার।

'দারুণ খেল দেখালে, মিস্টার। লড়াই বটে!'

'ধন্যবাদ···আর সাবধান করে দেয়ার জন্যে আরেকদফা ধন্যবাদ।' অ্যাবেলের মৃতদেহের দিকে ইঙ্গিত করল শ্যানন। 'রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলো। খারাপ লোক, শিগগিরই দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করবে।'

বটাল্লার উদ্দেশে রওনা হলো ও। ঘটনার গতিধারা হবে এখন দ্রুত। অবশ্য এইমাত্র বিরাট একটা বাধা ডিঙিয়ে এসেছে সে। বাকস্কিনের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে গলা ছেড়ে গান ধরল শ্যানন:

আই হ্যাভ আ ওঅর্ড টু স্পীক, বয়েজ,
ওনলী ওয়ান টু সে,
ডোন্ট নেভার বী নো কাউ-থিফ, ডোন্ট
নেভার রাইড নো স্ট্রে,
বি কেয়ারফুল অভ ইয়োর রোপ, বয়েজ, অ্যান্ড কীপ ইট অন দ্য ট্রি,
বাট স্যুট ইয়োরসেলফ অ্যাবাউট ইট, ফর ইটস্
নাথিং অ্যাট অল টু মি!

গান গাইলেও ওর মাথার ভেতর চিন্তার ঝড় বইছে। এখনও অনেক সমস্যা পড়ে আছে সামনে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আঘাত হানতে হবে। অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নের অদৃশ্য শত্রুকে পাল্টা ব্যবস্থা নেবার সুযোগ দেয়া যাবে না। দুটো বড় র‍্যাঞ্চের সহায়তায় অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নের দীর্ঘ বাংকহাউসের খুনে বদমাশদের উৎখাত করতে পারলে কিংবা পাকড়াও করা গেলে আসল সমস্যা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে।

রেইন্ট্রি মরেছে, অ্যাবেল ইউস্টনও মারা গেছে···

এবার মরণকামড় বসাবে ওরা। অবিলম্বে।

এরপর প্রতিশোধ নিতে, ওকে হত্যা করার জন্যেই ফিরে আসবে কেইন—এ-ব্যাপারে শ্যানন নিঃসন্দেহ। ভাই মারা যাওয়ায় হিংস্র হয়ে উঠবে সে।

শ্যানন এখন মোটামুটি নিশ্চিত, অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নের রহস্যময় বস্‌ আর একাধিক হত্যাকাণ্ডের নায়ক আলাদা লোক।

ওর ধারণা ভুলও হতে পারে···কিন্তু দুজনকে মেলাতে পারছে না শ্যানন। লাভের সম্ভাবনা থাকলেই কেবল খুন করতে রাজি হবে পাহাড়-চূড়ার লোকটা, বিনা কারণে খুন করতে চাইবে না। কিন্তু অন্যজন, দেখা যাচ্ছে বিনা কারণেই একের পর এক খুন করে চলেছে···ডেস কিংয়ের ব্যাপারটাই একমাত্র ব্যতিক্রম।

হঠাৎ কি ভেবে ঘোড়া ঘোরাল শ্যানন, অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নে যাবার জন্যে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে শুরু করল। রিটার সঙ্গে আরেকবার আলাপ করলে পাহাড়-চূড়ার লোকটার পরিচয় সম্পর্কে নতুন কোন তথ্য মিলতেও পারে।

নাকি নিজেকে ফাঁকি দিতে চাইছে ও? মেয়েটাকে আরেকবার দেখাই কি ওর উদ্দেশ্য নয়? কিন্তু মেয়েদের নিয়ে ভাবার কী অধিকার আছে ওর?

এগোচ্ছে শ্যানন, বিষণ্ণ চেহারা, রিটার কথা ভাবছে। আউট-ল ট্রেইলে বিচরণ করে মেয়ে মানুষের চিন্তা মাথায় ঠাঁই দেয়া ঠিক নয়। কেউ কেউ আছে, যারা ভিন্নমত পোষণ করবে, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু গানফাইটের পরিণতিতে বিধবা হয়েছে, এরকম মেয়ের কাছে দুঃসংবাদ পৌঁছে দেয়ার কঠিন দায়িত্ব ওকে বেশ কয়েকবার পালন করতে হয়েছে। ওর কারণে কোন মেয়ের ওই অবস্থা হোক, চায় না শ্যানন।

কাউকে দেবার মত কি আছে ওর? না উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা, না কোন সহায়-সম্পত্তি। গরু দেখাশোনা করা ছাড়া অন্য কোন কাজ জানা নেই।

এমন একদিন আসবে, হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করতে ব্যর্থ হবে ও, অপ্রস্তুত অবস্থায় ওকে ঘায়েল করবে প্রতিপক্ষ। নিজের দক্ষতায় পূর্ণ আস্থা আছে শ্যাননের; কিন্তু জানে, এই ক্ষিপ্রতা চিরদিন থাকবে না, একদিন মন্থর হয়ে যাবে।

সংখ্যায় কম হলেও একাধিক গানফাইটার এই অনিশ্চিত জীবনকে পেছনে ফেলে যেতে সক্ষম হয়েছে···এখন ওকালতি করছে ওদের একজন; আরেকজন খবরকাগজ বের করছে।

বন্দুকবাজরা বন্দুকের গুলিতে মারা যায়—এটাই নিয়ম। নিজের চারপাশে রহস্যের প্রাচীর তুলে রেখেছে বলে আজও বেঁচে আছে শ্যানন। যেসব তরুণ বিখ্যাত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় খেপে আছে, শ্যাননকে সহজে চিনতে পারে না ওরা।

আর পরে পরিচয় জানার আগেই ও উধাও হয়ে যায়। লড়াইয়ের পর আর অকুস্থলে থাকে না শ্যানন। সমস্যা মিটে যাবার পর এখান থেকেও বিদায় নেবে ও, অদৃশ্য হয়ে যাবে।

একটা টিলার পাশ কাটিয়ে সিডারের বনে পৌছুল বাকস্কিন। নিচে দেখা যাচ্ছে অ্যাপল ক্যানিয়ন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছোট্ট বসতিটা জরিপ করল শ্যানন। পাহাড়-চূড়ার ঘর থেকে কোনরকম আলোর ঝলক চোখে পড়ল না। আশা করা যায়, কারও চোখে না পড়েই শহরে ঢোকা যাবে। ছড়ানো ছিটানো গাছের আড়ালে আড়ালে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ও। প্রাণের কোন আভাস নেই কোথাও।

টিলার নিচে পৌছে স্যাডল থেকে নেমে পড়ল শ্যানন। ফসকা গেরো দিয়ে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধল ঘোড়াটা। ও শিস বাজালেই বাঁধন টুটে অনায়াসে ছুটে যাবে বাকস্কিন। স্যালুনটাকে লিভারি-স্ট্যাবল আর নিজের মাঝখানে রেখে গাছের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল ফ্র্যাঙ্ক, স্যালুনের পেছনের দরজার দিকে স্বাভাবিক পায়ে এগিয়ে গেল।

স্যাডলারস হাউস কিংবা অনতিদীর্ঘ রাস্তায় কেউ থাকলে ওকে দেখে ফেলতে পারে। যাই হোক, কারও চোখে না পড়েই, অন্তত ওর জানামতে, রিটার ঘরের কাছে চলে এল শ্যানন।

বেড়ার ওপর একটা হাত রাখল ও, পরক্ষণে লাফিয়ে এপাশে একটা ফুলের কেয়ারীর পাশে দাঁড়াল। কে যেন নিচু গলায় গান গাইছে ঘরের ভেতর, সুরে কোনরকম ভণিতা নেই, যেন অন্তর থেকে বেরিয়ে আসছে কথাগুলো। পুরনো দিনের প্রেমের গান। একমুহূর্ত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল শ্যানন। গানের সুরে যেন জাদু আছে।

ফুলের কেয়ারীর পাশ কাটিয়ে একটা খোলা জানালার পাশে এসে দাঁড়াল শ্যানন।

কাছেই দাঁড়িয়ে রিটা উইলিয়ামস, হাতে একটা খোলা বই থাকলেও পড়ছে না। বিষণ্ণ চেহারায় উপত্যকার ও পাশে পর্বতমালার দিকে তাকিয়ে আছে।

'চমৎকার দৃশ্য!' আস্তে করে বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'দারুণ! আঁকতে জানলে ছবি এঁকে রেখে দিতাম!'

চমকাল না রিটা উইলিয়ামস, ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'আশ্চর্য, আমি কিন্তু তোমার কথাই ভাবছিলাম। তোমার ছোটবেলা কীভাবে কেটেছে, তোমার মা-বাবা কেমন মানুষ ছিল, এসব প্রশ্ন জাগছিল আমার মনে।'

টুপি খুলে চৌকাঠের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। 'জেনে কী লাভ? স্বীকার করি বংশধারার কিছুটা প্রভাব আছে, কিন্তু তারপরও কাজেই একটা মানুষের আসল পরিচয়। নিজেকে সে কতটা এগিয়ে নিতে পেরেছে সেটাই ধর্তব্য এবং এখানেই আমি পিছিয়ে আছি।'

'তোমার সাথে একমত হতে পারলাম না। তুমি একজন ন্যায়-পরায়ণ সাহসী মানুষ, তোমার আত্মসম্মানবোধ আছে—এটাই বা কম কিসে?'

'অনেক মানুষ হত্যা করেছি আমি।'

'এটাই পৃথিবীর নিয়ম। আমরা সবাই এমন এক সময়ের মানুষ, যখন এভাবেই সবরকম বিরোধের নিষ্পত্তি হচ্ছে, নিজের হাতে আইন তুলে নিতে হচ্ছে মানুষকে। কিন্তু দেখো, এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে, অচিরেই।'

মাথা নাড়ল শ্যানন। 'রিটা, অনেকবার এরকম হয়েছে, ঝামেলা হবে বুঝেও সরে দাঁড়াইনি আমি। কোন বারে দাঁড়িয়ে আছি হয়তো, একটা লোককে ঢুকতে দেখেই টের পেলাম, ঝামেলা করতে এসেছে সে, আমার সরে পড়া উচিত—কিন্তু সরিনি।

'হাতে অস্ত্র থাকলে নিজেকে প্রচণ্ড ক্ষমতাবান মনে হয়, বড্ড খারাপ ক্ষমতা, মাঝে মাঝে ভয় হয়, যে কোন মুহূর্তে ভুল লোককে হয়তো গুলি করে বসব।'

'শ্যানন, আমার বয়স কম হলেও আমি একেবারে ছোটটি নই। এখন চব্বিশ চলছে আমার, আমার চেয়ে কম বয়সেই বেশিরভাগ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। আজ কয়েক বছর ধরে একটা স্যালুন চালাচ্ছি, এই সময়ে অনেক পুরুষকে দেখেছি—অনেক কিছু শিখেছি।

'বড় খারাপ সময় যাচ্ছে এখন। কিন্তু শুধু খারাপ লোকেরা যদি বর্তমানে অস্ত্র চালানোর একচেটিয়া সুযোগ হাতে পায়, নরক হয়ে যাবে পৃথিবী। তোমার মত মানুষেরও দরকার আছে। কখন অস্ত্র ব্যবহার করা উচিত তুমি জানো। তোমার মত লোকেরা ভয় দেখাতে নয়, বরং নিজেকে আর অন্যকে বাঁচাতেই অস্ত্র তুলে নেয়।

'মেহ্‌লার না থাকলে আমার কি হত ভাবো? এতদিন বাঁচতে পারতাম? এই ব্যবসাটা বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলাম, আমার একমাত্র সহায়, এছাড়া আর কোন কাজ আমার জানা নেই।

'আমি এখানে বেঁচে আছি...ভালই আছি...কিন্তু মেহ্‌লার ছাড়া টিকতে পারতাম না। ওরা জানে, এখানে মেহ্‌লার আছে; ও কতখানি ভয়ঙ্কর কারও অজানা নেই; আমার কোন ক্ষতি হলে পরিণতি কি হবে তাও জানে সবাই। এবং এ-জন্যেই নিরুপদ্রবে জীবন কাটাতে পারছি আমি।'

'তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, রিটা, আমার জন্যে কি পরিণতি অপেক্ষা করছে নিশ্চয়ই বোঝো?'

'ভবিষ্যতের কথা কেউ জানে না। জীবন কেমন হবে কে বলতে পারে? তুমি জানো কতদিন বাঁচবে? আমি জানি? কিংবা মেহ্‌লার?'

'এত কিছু ভাবো তুমি!'

'বেশিই বলতে পারো। সারাক্ষণ বই নিয়ে থাকার ফল। জানি না এ-যুগে মেয়েদের চিন্তাভাবনা করা ঠিক কিনা...আর ওইসব ভাবনার কথা কোন পুরুষকে জানানো কতখানি যুক্তিসঙ্গত তা-ও বুঝি না।'

'গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে না যে মেয়ে, তাকে আমার পছন্দ নয়। রূপের দরকার আছে স্বীকার করি, কিন্তু কেবল রূপটাই আসল নয়। আমি সঙ্গী হিসেবে এমন কাউকে চাই...কিন্তু এসব ভাবা কি আমার শোভা পায়?'

'ভেবেছ সে তো বোঝাই যাচ্ছে।'

'তা হয়তো ঠিক···কিন্তু আমার অবস্থা ভেবে দেখো, বিপজ্জনক একটা দায়িত্ব মাথায় নিয়েছি—পাহাড়ের চূড়ায় লোকটা লুকিয়ে আছে, ওকে যেভাবে হোক ধরতে হবে। চিরদিনের মত মিটিয়ে ফেলতে হবে এখানকার সমস্যা।'

'কিন্তু, শ্যানন, সাবধান। লোকটা ভয়ঙ্কর, কেউটে সাপের মত হিংস্র। তোমাকে হত্যা করতে পারলে আর কিছু চাইবে না সে। বারে মদ খাবার সময় একবার আমাকে বলছিল, হারডিন কিংবা লগুলিকে পর্যন্ত হারানোর ক্ষমতা রাখে সে, কিন্তু মাত্র দুজনকে নিয়ে তার ভয়: একজন তুমি অন্যজন বেন টম্পসন।

'বেন টম্পসনের মত শক্ত স্নায়ুর লোক নাকি কখনও দেখেনি সে। বেনের সঙ্গে লাগতে গেলে, লোকটা না মরা পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়ার উপায় থাকবে না। কেননা যতক্ষণ হাঁটার ক্ষমতা থাকবে, তোমার দিকে সে তেড়ে আসবেই।

'ভূতের মত চলাফেরা করো বলে সে তোমার ওপর খেপে আছে। এই আছ, তারপরই হাওয়া। তুমি তুখোড় পিস্তলবাজ, এছাড়া তোমার সম্পর্কে আর কোন তথ্য জোগাড় করতে ব্যর্থ হয়েছে ও।'

'বুঝেছি,' বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'ব্যাপারটা এরকম: ধরো পিস্তল ছোঁড়ায় মোটামুটি হাত পাকালে, তারপর আরও কয়েকজন বিখ্যাত লোকের নাম তোমার কানে এল। তখন মনে প্রশ্ন জাগবে, ওরা কি তোমার চেয়ে ভাল? সামনাসামনি লড়াই বাধলে কে জিতবে? একটা মানুষ কেমন সে সম্পর্কে ধারণা থাকলে তার সঙ্গে লড়াইতে নামা সহজ হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষ সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ হলে উদ্বিগ্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

'ধরো কোন শহরে নতুন একজন লোক এল, চুপচাপ ঠাণ্ডা স্বভাবের মানুষ, কিন্তু বাঁ হাতে গ্লাস ধরে মদ খায়। স্পষ্ট বোঝা যাবে এই লোক বিপজ্জনক, কিন্তু তার আসল পরিচয় তো জানা যাচ্ছে না। অথচ পরিচয় জানতে পারলে তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে কার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে যাচ্ছ···'

কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ওরা। মনে মনে কল্পনার জাল বুনছে শ্যানন। এ হলো নিঃসঙ্গ একজন মানুষের সংসার বাধার আকাঙ্ক্ষা, শান্তিতে জীবন কাটানোর জন্যে কোথাও শেকড় গেড়ে বসার ইচ্ছে।

আজ অনেকগুলো বছর অনিশ্চিত এক জীবন যাপন করছে ও; প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকতে হয়। কড়া নজর রাখতে হচ্ছে চারপাশে। প্রত্যেকটা লোকের দৃষ্টি দেখে অনুমান করে নিতে হয়—একে কি খুন করতে হবে, নাকি এর হাতেই তার মরণ লেখা আছে।

এসব কথা ভাবলেও শ্যানন জানে, ওর রক্ত বুনো ট্রেইলের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারে না। অপরিচিত শহরে স্যাডল থেকে নেমে অচেনা স্যালুনে পা রাখার মাঝে একটা আলাদা রোমাঞ্চ আছে, জীবনের এক ভিন্ন স্বাদ পাওয়া যায়।

পিস্তলের প্রচণ্ড আওয়াজ, হাতের মুঠোয় পয়েন্ট-ফোর-ফাইভের স্পর্শ, দু'পায়ের ফাঁকে শক্তিশালী ঘোড়ার ছোঁয়া আর মানুষের শোরগোলে মুক্তির স্বাদ পায় ও।

সময় তার প্রয়োজন মাফিক মানুষ তৈরি করে নেয়। নিজের জীবন বিপন্ন

করে হলেও শান্তি ফিরিয়ে আনবে—এখন এরকম লোকের দরকার পশ্চিমে। পাইওনীয়ার কিংবা ইন্ডিয়ানদের চেয়ে পশ্চিম বিজয়ে গানফাইটারদের অবদান কোন অংশে কম নয়।

'এই গোলমাল মেটার পর তুমি কি করবে, শ্যানন?'

'আমি?' শুষ্ক হাসি হাসল ফ্র্যাঙ্ক। 'চলে যাব। দূরের কোন পাহড়ের মাঝে পছন্দসই জায়গা পেলে হয়তো নামধাম পাল্টে ওখানেই গোলমাল এড়িয়ে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটানোর চেষ্টা করব।'

'বিয়ে করছ না কেন?'

'বিয়ে?' হাসল ফ্র্যাঙ্ক। 'পিস্তল ছোঁড়া ছাড়া আর কিছুই তো আমি জানি না। ও দিয়ে সংসার চলবে না।'

হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল শ্যানন। 'নাহ্, এবার যেতে হয়। তুমি সাবধানে থেকো।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার থামল শ্যানন। 'রিটা, তোমার ওপর ওই লোকের প্রভাব কতখানি?'

'একটুও না। আগেই বলেছি, আমি বাঁচতে চাই। দরকার হলে মেয়েদের হত্যা করতেও তার হাত কাঁপবে না। অবশ্য এক অর্থে আমাকে সে-ই রক্ষা করছে। আমাকে বিয়ে করতে চায় লোকটা, এবং এ-ব্যাপারে নিশ্চিত বলেই এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে আমাকে। কিন্তু এখনও কোন পুরুষকে মন থেকে গ্রহণ করিনি আমি।'

'লোকটার নাম বলতে পারবে না?'

'না। হয়তো ভাবছ, তোমার সঙ্গে অসহযোগিতা করছি। কিন্তু ও যদি তোমাকে মেরে ফেলে, আবার একা হয়ে যাব, এখানে হাজির হবে সে। কিন্তু আমি বাঁচতে চাই। তবে একটা কথা বলি, সোজা রাস্তা দিয়ে ওর কাছে যেয়ো না।'

বাকস্কিনের কাছে ফিরে এল শ্যানন, তারপর বটাল্লার পথ ধরল। লোকজন নিয়ে আবার ফিরে আসবে। অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নে পৌঁছুনোর সবকটা রাস্তা চিনে নিয়েছে ও।

বেশি হলে ষাটজন লোক জোগাড় করতে পারবে ও, কিন্তু মাত্র এ-ক'জন লোক নিয়ে সামলে ওঠা কঠিন হবে। কমপক্ষে চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোক আছে অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নে, হাইডআউট রক্ষা করার জন্যে প্রাণপণ যুঝবে ওরা।

যা হোক, আর অপেক্ষা করা যায় না, তা হলে আরও বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। এখনই সময়।

কিন্তু অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নে হামলা চালানোর পরেও খুনী লোকটা হয়তো নাগালের বাইরে থেকে যাবে। যৎসামান্য যেসব তথ্য জোগাড় হয়েছে মনে মনে সেগুলো উল্টেপাল্টে দেখল শ্যানন। একটা জিনিস কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারল না ও, চিন্তাটা মাথায় নিয়েই অবশেষে বটাল্লায় পৌঁছুল ও।

দ্রুত বেগে ট্রেইল হাউসের সামনে এসে থামল শ্যানন।

স্যাডল থেকে নেমে এক মেক্সিক্যান কিশোরের দিকে একটা ডলার ছুঁড়ে

দিল। 'পেদ্রো, ঘোড়াটা নিয়ে যাও, দলাইমলাই করে ছোলা আর পানি খাইয়ে দিয়ো।'

একগাল হাসি উপহার দিল পেদ্রো। 'সি, সিনর, ঠিক আছে।'

ট্রেইল হাউসেই আছে রাস্টি কনার্স, কোনমতে সামলে রেখেছে নিজেকে। কোমরে আবার গানবেল্ট বেঁধে নিয়েছে।

'ইউস্টনদের পিছু নিলে আমিও আছি তোমার সঙ্গে।'

'অ্যাবেল মারা গেছে। ঘোড়া থেকে পড়ে জ্ঞান হারিয়েছে কেইন।'

'সেরেছে! হুঁশ ফিরলেই ব্যাটা পাগল হয়ে যাবে, তোমাকে শেষ করতে ছুটে আসবে।'

'আসলে আসুক। কিছু করার নেই। আমরা অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নে যাচ্ছি এখন।'

'ষাট-সত্তরজন লোক থাকতে পারে ওখানে,' বলল জো ফ্রেম, 'তবে আমরা তৈরি।'

ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এল রাস্তা থেকে। একটু পরেই সশব্দে দরজা খুলে ভেতরে পা রাখল এক কাউহ্যান্ড। 'শ্যানন! চার্লস লর্ড মারা যাচ্ছে! তোমাকে ডাকছে!'

'কি হয়েছে?'

'একটা পাগলা গরু গুঁতো মেরেছে, এই তো একটু আগে! তারপর থেকে শুধু তোমাকেই খুঁজছে।'

'স্টীল, লোকজন নিয়ে তৈরি হয়ে যাও তুমি। তিনদিনের মত গোলাবারুদ আর খাবার নেবে, শহরের কেউ গিয়ে যাতে অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নের ওদের সতর্ক করতে না পারে সেজন্যে পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা নাও। তৈরি হলেই তোমরা বেরিয়ে পড়ো, আমি ধরে ফেলতে পারব তোমাদের!'

ঘোড়ার গা মালিশ করছিল মেক্সিকান কিশোর, ওর সাহায্যে ঘোড়ায় জিন লাগাম চাপাল শ্যানন।

টাম্বলিং-আরের উদ্দেশে ঘোড়া হাঁকাচ্ছে আর ভাবছে। ওকে ডেকে পাঠাল কেন চার্লস লর্ড? গুরুতর কোন কারণ আছে নিশ্চয়ই? দিনকে দিন শুকিয়ে কাঠি হয়ে যাচ্ছিল লোকটা, বিষণ্ন ফ্যাকাসে চেহারা দেখেই বোঝা গেছে, সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল সে। কেন?

চার্লস লর্ড নিজেই কি গুপ্তঘাতক? চট করে ধারণাটা বাতিল করে দিল শ্যানন। জাত খুনী নয় চার্লস। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করে মরবে এই লোক, কিন্তু কক্ষনো পেছন থেকে গুলি করবে না।

বাকস্কিনকে আপন ইচ্ছেয় চলতে দিল শ্যানন। দ্রুত এগিয়ে চলল ঘোড়াটা। সওয়ারীকে চেনে সে; জানে যে কোন মুহূর্তে তুফান তুলে ছুটতে হতে পারে তাকে, তৈরি হয়ে আছে।

কাউহ্যান্ডরা যেমন গরুর যত্ন করে, তেমনি গানম্যান আর আউট-লদের ঘোড়ার দিকে বিশেষ নজর রাখতে হয়: অনেক সময় ঘোড়ার ওপরই তার বাঁচামরা নির্ভর করে।

বুনো জন্তুর মত আগেভাগে বিপদ টের পাবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে বাকের।

কোথাও সামান্যতম অস্বাভাবিকতা চোখে পড়লেই সতর্ক হয়ে ওঠে। বুনো দেশে জীবন কাটাতে গিয়ে এই গুণটা আয়ত্ত করেছে সে।

শ্যানন যখন টাম্বলিং-আর র‍্যাঞ্চ ইয়ার্ডে ঢুকল, চারদিকে অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা।

দোরগোড়ায় ওকে নীরবে স্বাগত জানাল স্টিভ। দু'চোখে অশ্রু টলমল করছে তার। ফ্যাকাসে রক্তশূন্য চেহারা। 'বাবা তোমাকে খুঁজছে, ফ্র্যাঙ্ক। শুধু তোমার নাম বলছে।'

চার্লস লর্ডের কামরায় পা রাখল শ্যানন। ওকে দেখেই বিছানার পাশে দাড়িঅলা এক লোক সোজা হয়ে দাঁড়াল, শ্যাননের দিকে তাকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

'আমি ডাক্তার ওয়েন্টলাউ,' দুর্বলভাবে হাসল লোকটা। 'অ্যাপল ক্যানিয়ন থেকে এসেছি। ও তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে...' স্টিভের দিকে একবার তাকাল ডাক্তার, '...একা!'

ডাক্তার আর স্টিভ বাইরে পা বাড়াল। দরজার কাছে মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল স্টিভ; অনিচ্ছুক সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে গিয়ে দরজা টেনে দিল।

বিছানায় শোয়া চার্লস লর্ডের দিকে ফিরল শ্যানন। আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস পড়ছে, ওর দিকে তাকিয়ে আছে বৃদ্ধ। মনে হচ্ছে হঠাৎ করে আরও দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে তার। কাঁপা কাঁপা হাতে শ্যাননের হাত আঁকড়ে ধরল লর্ড।

'শ্যানন,' কর্কশ কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে উঠল। 'আমি মরতে বসেছি। আমার হয়ে কাজটা করে দেবে–কথা দাও। তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না!'

'অবশ্যই। আমাকে দিয়ে হলে নিশ্চয়ই করব।'

'শ্যানন,' ফিসফিস করে ডাকল লর্ড, শক্ত করে চেপে ধরল শ্যাননের হাত। 'শ্যানন, আমার ছেলেকে খুন করতে হবে!'

'অ্যাঁ!' মাথা নাড়ল শ্যানন, 'কি প্রলাপ বকছ!'

'পারতেই হবে, শ্যানন। আমি বুড়ো মানুষ, ভাল হোক মন্দ হোক, ছেলেকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। কিন্তু ও একটা খুনী! বদ্ধ পাগল! স্টিভের হাতে খুন হবার আগেই আমাকে বলেছিল ডেস। অনেকদিন আগে একবার পড়ে গিয়ে মাথায় মারাত্মক আঘাত পেয়েছিল স্টিভ, হয়তো সেকারণেই এরকম হয়েছে। ধকলটা সেবার সামলে ওঠার পর অদ্ভুত আচরণ করতে শুরু করেছিল ও, কিন্তু আমি তেমন আমল দেইনি। আমার কাছে ওকে পুরোপুরি সুস্থ মনে হত...কিন্তু হঠাৎ একদিন পোকা-মাকড়, জন্তু জানোয়ার মারতে শুরু করল ছেলেটা। এভাবে ক'দিন যাবার পর মনে হলো ও বুঝি এবার ভাল হয়ে গেছে। উঁহুঁ, কয়েকদিন পরেই বুড়ো ইন্ডিয়ানটা খুন হলো, তারপর অন্যরা। আমি না দেখলেও নিজের চোখে দেখেছে ডেস। কথাটা সত্যি জেনেও ডেসের কথা আমি বিশ্বাস করিনি।

'ডেস ওকে ধরিয়ে দিতে বলেছিল, কিন্তু শ্যানন, ও ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই, ডেসের কথা তাই শুনিনি।

'ভুল করেছি। জানি ভুল করেছি। আর আমার ভুলের কারণেই এতগুলো মানুষ মারা গেছে। সময় সময় একদম ভাল হয়ে যায় ছেলেটা, সুস্থ লোকের মত আচরণ করে; তারপর হঠাৎ করে আবার বদলে যায়, উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় ঘোড়া

ছুটিয়ে বেড়িয়ে পড়ে···মারা পড়ে কোন দুর্ভাগা।

'ছেলেটাকে মারতেই হবে, শ্যানন। ওকে নিরাপদ আশ্রয় দিতে আমি আর থাকছি না। মেরে ফেলো ওকে, বেচারা মুক্তি পাক। তুমি ভাল পিস্তল চালাতে জানো, মনে করো, একটা খোঁড়া ঘোড়ার ওপরই চালাচ্ছ অস্ত্রটা।

'বেঁচে থেকে ছেলেটা কষ্ট পাক তা আমি চাই না। আমার আদরের সন্তান ও, কষ্ট সইতে পারে না। স্টিভ ফাঁসিতে ঝুলুক এটাও আমি চাই না।

'গুলি করে ওকে মারো, শ্যানন। আরও বড় কোন ক্ষতি করার আগেই ওকে সরিয়ে দাও। জো ফ্রেমের কাছে একটা চিঠি আছে, ওটায় সব লিখে দিয়েছি। ও বেঁচে থাকলে মরেও আমি শান্তি পাব না। এই একটা জিনিস বাদ দিলে ছেলেটা সবদিক দিয়ে ভীষণ ভাল ছিল!'

কথা শেষ করে চোখ বুজল চার্লস লর্ড।

ঠিক, ভাবল শ্যানন। মিলে যাচ্ছে–খুনের সুযোগ, ডেস কিংয়ের মৃত্যু–সব; এরকম কিছুই সন্দেহ করেছিল শ্যানন, সেজন্যে বার্তাও পাঠিয়েছিল।

বার্তা?

হাত দিয়ে বুকে চাপড় মারল ও। বার্তাগুলোর কথা যে মনেই নেই! ইউস্টনদের মোকাবিলা করতে গিয়ে বেমালুম ভুলে গেছে।

চট করে পকেট থেকে বার্তা তিনটে বের করে আনল শ্যানন। প্রথমটা এসেছে স্যান অ্যানটোনিও থেকে, চার্লস লর্ডের বক্তব্যকেই সমর্থন করছে ওটা–স্টিভের আঘাতের পূর্ণ বিবরণ রয়েছে। এটার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

দু'নম্বর বার্তাটা খুলল ও, এটা এসেছে এল প্যাসো থেকে।

> রয়্যাল বার্নসকে অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নে দেখেছে টাইসন।
>
> হেইস সিটিতে ওকে আগেও দেখেছিল সে। বার্নস টাইসনের ভাইকে হত্যা করেছিল। টাইসন খবর পেয়েছে, ওয়েবারদের হত্যা করার জন্যে তোমাকে খুন করার প্রতিজ্ঞা করেছে বার্নস। সাবধান, শ্যানন! লোকটা সাপের মত শীতল আর চিতার মত ক্ষিপ্র!

কাগজটা দুমড়ে মুচড়ে পকেটে ভরে রাখল শ্যানন। তিন নম্বর বার্তাটার এখন আর কোন গুরুত্ব নেই। অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নে কে আছে জানার জন্যে গানফাইটাররা কে কোথায় আছে জানতে চেয়েছিল ও, উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে।

রয়্যাল বার্নস!

নামটার সঙ্গে ওর অনেকদিনের পরিচয়। সুদর্শন অথচ নির্মম, নিষ্ঠুর এক লোক বার্নস। অসংখ্য গানফাইটে জয়লাভের সুনাম আছে তার। মেক্সিকোয়, এমনকি ইন্ডিয়ানদের ওপর পর্যন্ত হামলা চালিয়েছে সে। লোকে বলে, অবশ্য শ্যানন বিশ্বাস করে না, বার্নসের সামনে পড়ে ওয়েস হারডিনও নাকি একবার পালিয়ে গিয়েছিল।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল শ্যানন। একটা চেয়ারে বসেছিল ডাক্তার ওয়েন্টলাউ, ওকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

'কেমন আছে ও?'

'শেষ,' জবাব দিল শ্যানন। 'স্টিভ কই?'

'স্টিভ? কি বলব, ওর কাণ্ড দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। দরজায় কান লাগিয়ে তোমাদের কথা শুনছিল। আচমকা দৌড়ে গিয়ে ঘোড়ায় চাপল, তারপর ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল!'

স্বস্তি বোধ করল শ্যানন। আক্রান্ত না হলে কখনও কাউকে হত্যা করেনি ও। সরাসরি স্টিভকে গুলি করে হত্যা করার কথা ভাবতেও পারেনি। কিন্তু কি করা উচিত, কীভাবে করবে, কিছুই বুঝতে পারছে না। শুধু এটুকু জানে, স্টিভ লর্ডকে যেভাবে হোক ঠেকাতে হবে।

ট্রেইল হাউসে প্রথম স্টিভের সঙ্গে পরিচয়ের কথা মনে পড়ল শ্যাননের। অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়েছিল ছেলেটা, কিন্তু ওকে গুলি করতে চায়নি সে। স্টিভের মানুষ হত্যার বিকৃত নেশা আঘাত পাওয়ার কারণে নয়, হয়তো জটিল হীনম্মন্যতাবোধ থেকেই জন্ম নিয়েছে।

স্টিভ এখন কি করবে? খোদা মালুম।

ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে গেছে স্টিভ, কোথায়? কোথায় যেতে পারে সে?

হঠাৎ করে বুঝে ফেলল ফ্র্যাঙ্ক।

অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নেই যাবে স্টিভ লর্ড।

পাগল হলেও অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক আছে। শ্যাননের ধারণা, রিটা উইলিয়ামসের প্রতি দুর্বল স্টিভ। কিন্তু এখন প্রাণের ভয়ে ওখানে যাচ্ছে সে, জানে তার শেষ আশ্রয়…বাবা…আর নেই।

পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে স্টিভের, এই ভয়ই করছিল সে। এখন নিজেকে বাঁচাতে প্রাণপণ লড়বে সে। এই ধরনের লোক ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত লড়াই করে, মারা পড়ে। আবার অনেক সময় পরাজয় স্বীকার করে নেয়। যাই হোক, মৃত্যুপথযাত্রী একজন মানুষকে কথা দিয়েছে ও, কথা রাখবে–হত্যা করতে হলেও।

কিন্তু ওর মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন? স্টিভ একজন খুনী, সাত আটজন নিরীহ মানুষ হত্যা করেছে; অ্যামবুশ পেতে মানুষ খুন করে সে। ওকে ঠেকাতেই হবে। ওর বাবাই মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে গেছে।

সতের

আবার যখন বটাল্লায় ফিরে এল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন, শহরের পথঘাট রাইডারে গিজগিজ করছে। চূড়ান্ত সমাধানের প্রত্যাশায় এক হয়েছে এরা। দুটো বড় র‍্যাঞ্চের কাউহ্যান্ডরাই উপস্থিত রয়েছে, এদের কারও রয়েছে দূরদূরান্তে বিশাল গরুর পাল নিয়ে যাবার অভিজ্ঞতা; কেউবা কোমাঞ্চি আর কিওয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে; কনফেডারেট বা ইউনিয়নের হয়ে গৃহযুদ্ধে অংশ নিয়েছে অনেকে–সবারই

লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা আছে।

ভিড়ের মাঝে স্টিভকে খুঁজে ফিরল শ্যাননের চোখ। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগোতে এগোতে ভাবল, এতগুলো মানুষের ক'জন আবার ফিরে আসতে পারবে?

কঠিন, বেপরোয়া এমন একদল লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে ওদের, যারা সারা জীবনের অপকর্মের পরিণতির মুখোমুখি হয়ে মরিয়া হয়ে উঠবে। ছলে-বলে-কৌশলে লড়াই চালিয়ে যাবে ওরা, কারণ ওদের কেউই সাধারণ অপরাধী নয়; দুর্ধর্ষ কিছু যুবক কোন কারণবশত বেআইনী পথে পা বাড়িয়েছে। সুযোগ পেলে বা ভিন্ন পরিস্থিতিতে এরাই হয়তো কোন র‍্যাঞ্চে গরু পাঞ্চ করত কিংবা ট্রেইল-বস হত।

স্বাভাবিকভাবেই কারও তোয়াক্কা করবে না ওরা, কাউকে ছেড়ে কথা কইবে না। জান বাজী রেখে লড়তে হবে ওদের বিরুদ্ধে। অপরাধী হলেও ওরা কাপুরুষ নয়।

কিন্তু এ লড়াইতে জড়াতে চায় না শ্যানন, মাত্র একটা লোককে হাতের কাছে পেতে চায়ঃ রয়্যাল বার্নস।

কীভাবে চিনবে তাকে? শ্যাননের মন বলছে, দেখলেই রয়্যাল বার্নসকে চিনতে পারবে ও।

ইউস্টনদের মত বার্নসের সঙ্গে মোকাবিলাটাও হবে ব্যতিক্রমধর্মী। ওদের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সময়েও সুযোগ নিজেই বেছে নিয়েছিল শ্যানন, ফলে ইউস্টনজুটি ব্যর্থ হয়েছে; কেইনের মোকাবিলা না করেই অ্যাবেলকে হত্যা করতে পেরেছে ও।

কিন্তু কেইনের সঙ্গে একটা সংঘর্ষ অনিবার্য–আশপাশেই আছে সে–ইতিমধ্যে শ্যাননকে খুন করার প্রতিজ্ঞা করেছে।

জীবনে এই প্রথম রয়্যাল বার্নসের মত ক্ষিপ্র, নিপুণ বরফশীতল স্নায়ুর একজন লোকের মুখোমুখি দাঁড়াতে যাচ্ছে ও। স্নায়ুর এত জোর ওর আছে কি না সন্দেহ। এই বার্নসের হাতেই ব্ল্যাকি স্লেইড মারা গিয়েছিল, ওকে চিনত শ্যানন, অ্যাকশনেও দেখেছে–তুখোড় গানফাইটার ছিল সে, ভয়ঙ্কর। অথচ, শোনা যায় তাকেই নাকি বার্নসের সামনে আনাড়ি মনে হয়েছে, অসহায়ভাবে মারা গেছে সে।

স্যাডল থেকে নেমে ট্রেইল হাউসে ঢুকল শ্যানন।

'আমরা তৈরি,' শ্যাননের উদ্দেশে বলল ওয়েব স্টীল। 'লর্ডের অবস্থা জানার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

'চার্লস লর্ড মারা গেছে,' বলল শ্যানন। 'মারা যাবার আগে খুনীর নাম বলে গেছে আমাকে। স্টিভ লর্ডই এতদিন মানুষ খুন করে আসছিল। জানতে পেরে লর্ডকে বলেছিল ডেস কিং, ফলে তাকেও মরতে হয়েছে। নিজের ছেলেকে ধরিয়ে দেয়ার মত শক্ত হতে পারেনি বুড়ো মানুষটা। কিন্তু পরে বুঝেছে; ছেলেটাকে যে-ভাবেই হোক ঠেকাতে হবে।'

মাথা নাড়ল স্টীল, দুঃখ পেয়েছে। 'দুঃসংবাদ! কিন্তু আরও আগেই আমাদের বোঝা উচিত ছিল, স্টিভকে সবসময় আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হত।'

'আরেকটা কথা, ক্লিফ-হাউসের যে লোকটার কথা বলেছিলাম–এই পুরো

হাঙ্গামার হোতা, লোকটার নাম রয়্যাল বার্নস।'

নামটা বলার সঙ্গে সঙ্গে পিনপতন নীরবতা নেমে এল রুমে। মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল সবাই। বাররুম আর ক্যাম্পফায়ারের পাশে শোনা অসংখ্য গল্পের কথা মনে পড়ছে। তিরিশজন লোক নাকি মারা গেছে বার্নসের হাতে–এটা শোনা কথা–সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জো নেই। সবার মনে প্রশ্নঃ কে হবে তার পরবর্তী শিকার?

খুনীরা সাধারণত ঝামেলা এড়াতে চায়; আর গানফাইটাররা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একে অন্যের খোঁজখবর রাখে–কার ক্ষমতা কতখানি জানে বলে পরস্পরের সঙ্গে লাগতে যায় না। কিন্তু রয়্যাল বার্নসের স্বভাব একেবারে উল্টো–চিরদিন যেচে ঝামেলা বাধিয়েছে সে।

র‍্যাঞ্চের কাজকর্ম মোটামুটি ভালই জানত, কিন্তু বেশিদিন একাজে আটকা পড়ে থাকেনি বার্নস। মাত্র সতের বছর বয়সে একটা স্টেজ লাইনে শটগান গার্ডের চাকরি নিল সে…তিনজন ডাকাত একদিন হামলা চালাল স্টেজে; দুজনকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করল বার্নস। একজন পালিয়ে গেল, কিন্তু বাঁচতে পারল না–খুঁজে বের করে তাকেও মারল সে।

এই ঘটনার মাত্র কয়েকমাস পর বার্নস গোপনে খবর পেলঃ আবার স্টেজ ডাকাতির চেষ্টা হবে। এবার স্টেজের পিছু পিছু রওনা হলো সে।

মোট চারজন ছিল ডাকাত দলে, অ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করছিল।

আচমকা পেছন থেকে ওদের ওপর চড়াও হলো বার্নস, গুলির বৃষ্টি বইয়ে দিল। একজন কোনমতে রক্ষা পেয়েছিল ওর হাত থেকে, সে-ই ঘটনাটা বলেছে। এরপর রয়্যাল বার্নস স্টেজে থাকলে ডাকাতির কথা কল্পনাও করেনি কেউ।

সেটা ছিল শুরুমাত্র। কিছুদিন শটগান গার্ডের চাকরি করার পর ছেড়ে দিয়ে নেভাদার এক মাইনিং বুম টাউনে মার্শালের চাকরি নিল বার্নস, শোনা যায়, ওখানে দুজন লোককে হত্যা করে সে। এরপরই আইনের সীমানা অতিক্রম করে গেল বার্নস। যদিও সাক্ষী নেই, লোকে বলে, মন্ট্যানায় নিজেই একটা স্টেজ কোচে ডাকাতি করেছিল বার্নস। ওখানে সোনার খনি থেকে বাড়ি ফেরার পথে ডাকাতের কবলে পড়ে বহুলোক সর্বস্বান্ত হয়েছে। এরপর কিছুদিনের জন্যে মেক্সিকোয় পালিয়ে গেল বার্নস।

আবার যখন ফিরে এল, ক্যানসাস সিটিতে প্রথম দেখা গেল তাকে। ওখানে রিভারবোটে একজনকে হত্যা করে সে। ক্যানসাস সিটি থেকে পালিয়ে প্রথমে অ্যাবিলিন আর পরে এলসওঅর্থে কিছুদিন কাটিয়ে লিডভিলে চলে যায় বার্নস, ওখানে জেমস গ্যাংয়ের এক আউট-ল মারা পড়ে তার হাতে…

দ্রুত ভাবছিল শ্যানন। হঠাৎ দড়াম করে দরজা খুলে গেল। কে এল দেখতে একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল ট্রেইল হাউসের প্রতিটি লোক।

চৌকাঠের ভেতর এক পা বাড়িয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে দশাসই চেহারার এক লোক, খোঁচা খোঁচা দাড়িতে গাল ভরা, গায়ে চেক শার্ট, পরনে কালো জিন্স, পায়ে মোটা চামড়ার বুট।

'কেইন ইউস্টন!' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল জো ফ্রেম।

শ্যাননের দিকে পা বাড়াল ইউস্টন। দু-তিন কদম দূরে থাকতেই থামল। বাক্‌লস খুলে গানবেল্টটা বারের ওপর ফেলল।

'তোমাকে খালিহাতে খুন করতে যাচ্ছি আমি, শ্যানন!'

'বাদ দাও!' বলল ওয়েব স্টীল। 'সময় নেই, শ্যানন। হাতে কাজ আছে আমাদের!'

'কাজটা একটু পরে করলেও হবে,' বলল শ্যানন। 'নিজেই অস্ত্র পছন্দ করেছে কেইন, ওকে একটা সুযোগ দেয়া দরকার।'

প্রচণ্ড চিৎকার করে লাফ দিয়ে সামনে চলে এল ইউস্টন, দানবীয় ডান হাতে ঘুসি হাঁকাল। এক কদম সামনে বাড়ল শ্যানন, বাঁ হাতের একটা ঘুসি বসিয়ে দিল ইউস্টনের মুখে। পরক্ষণে প্রতিপক্ষের গায়ে গা ঠেকিয়ে দুহাতে দমাদম কয়েকটা ঘুসি লাগাল পেটে। ওকে জাপটে ধরে সজোরে ছুঁড়ে দিল কেইন, সশব্দে এক পাশে চেয়ার টেবিলের ওপর পড়ল শ্যানন। তেড়ে এল ইউস্টন।

চট করে উঠেই বাউলি কেটে সরে গেল শ্যানন, ওর বাঁ হাত গিয়ে আঘাত করল কেইনের চোয়ালে। সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতে ওকে ঘুসি মারল ইউস্টন। প্রচণ্ড আঘাতে হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল শ্যাননের।

এবার ওর মাথা লক্ষ্য করে লাথি হাঁকাল ইউস্টন, উঠে দাঁড়াচ্ছিল শ্যানন, কাঁধে লাগল লাথিটা। তাল হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ল ও। জোড়া পায়ে লাথি হাঁকাতে উড়ে এল কেইন। চোখের পলকে গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল শ্যানন, পাল্টা আঘাত হানল।

হত্যার নেশায় পেয়ে বসেছে ইউস্টনকে। ওর আপন ভাইকে হত্যা করেছে শ্যানন।

আরও একটা চোখ ধাঁধানো ঘুসি থেকে কোনমতে নিজেকে বাঁচাল শ্যানন। ঝুপ করে বসে পড়ে একটা লেফট হুক এড়িয়ে ইউস্টনের পাঁজরে পাল্টা ঘুসি ঝেড়ে দিল। তারপর চিবুক বরাবর বাঁ হাতে একটা ঘুসি বসিয়ে দিয়েই চট করে পেছনে সরে এল।

এবার শুরু হলো এলোপাতাড়ি লড়াই। নিয়ম-নীতির বালাই নেই। আত্মরক্ষার চেষ্টা নেই। কেউ কাউকে পরোয়া করছে না। অসভ্য বর্বরের মত যুঝছে দু'জন।

অবশেষে শেষ হলো প্রাণঘাতী মল্লযুদ্ধ। মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে পরাজিত ইউস্টন। ওঠার চেষ্টা করে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে সে। ওকে শেষ করে দিয়েছে শ্যানন। হাপরের মত হাঁপাচ্ছে লোকটা।

পিছিয়ে এল শ্যানন। 'অনেক হয়েছে। তোমার শক্তি আছে বলতে হবে, ইউস্টন, কিন্তু আমার হাতে এখন সময় নেই—জরুরী কাজ পড়ে আছে।'

এলোমেলো পা ফেলে বারের কাছে এসে ক্ষতবিক্ষত দু'হাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল শ্যানন। হাঁপাচ্ছে।

পাশে এসে দাঁড়াল রাস্টি কনার্স। 'আজ থাক, শ্যানন। এখন বেরুনোর অবস্থা নেই তোমার। এই শরীরে কিছুতেই রয়্যাল বার্নসকে সামলাতে পারবে না!'

'আহ্!' বলল শ্যানন। 'তুমি তোমার কাজ করো, আমারটা আমি দেখব!'

ওঅশ বেসিনের কাছে এসে পিচার থেকে আঁজলা ভরে পানি নিয়ে ক্ষতবিক্ষত হাত মুখ ধুলো ও। রাস্টিও এসেছে পিছু পিছু, ওকে বলল, 'একটু গরম পানি আর লবণ আনাও···এপসম সল্ট।'

'স্টোরে আছে,' বলল ফ্রেম, 'এখুনি আনছি।'

হাত থেকে রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলল শ্যানন। পানিতে ডুবিয়ে রাখল হাত দুটো।

একটু পরেই ফিরে এল ফ্রেম, লবণের সঙ্গে একটা নতুন শার্টও এনেছে।

'নাও,' বলল সে। 'মনে করো তোমাকে উপহার দিলাম। যা একটা ফাইট দেখালে! মারপিট অনেক দেখেছি, কিন্তু ওরেব্বাপ, এমন–!'

'কেইন শক্ত লোক,' সায় দিল শ্যানন, 'এত মার হজম করতে কাউকে দেখিনি আমি।'

জো ফ্রেম বিড় বিড় করে উঠল। 'তুমিও বা কম কোথায়!'

বারটেন্ডার গরম পানি আনল, তাতে এপসম সল্ট গুলে হাত ডুবিয়ে রাখল শ্যানন। পেশীর আড়ষ্টতা আর ক্ষতের জ্বলুনি কমে আসবে। হাত নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে ও। এই হাতে রয়্যাল বার্নসের বিরুদ্ধে পিস্তল ধরতে হবে।

একটা চোখ ফুলে ঢোল হয়ে গেলেও দেখতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না ওর।

ওকে ছাড়া কেউ যেতে রাজি হবে না বলেই শ্যাননের যাওয়া, উপায় নেই। ও ছাড়া এলাকাটা আর কেউ ভাল করে চেনে না। তাছাড়া, বার্নসের মুখোমুখি দাঁড়ানোর ক্ষমতা আর কারও নেই।

'কিছু খাবার জোগাড় করো,' ওয়েব স্টীলকে বলল শ্যানন। 'ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়ব।'

'তোমার অসুবিধে হবে না?'

'না।'

কিন্তু নিশ্চিত হতে পারছে না শ্যানন, মারপিট করার পর হাত ফুলে গেছে, প্রয়োজনের মুহূর্তে ওগুলো কথা শুনবে কিনা কে জানে! আস্তে আস্তে হাত টিপতে লাগল ও।

রয়্যাল বার্নস···মনের গভীরে শ্যানন জানত, একদিন ওদের দেখা হবে।

কিন্তু রিটা উইলিয়ামসের কথাও ভাবতে হবে ওকে···মেয়েটার যেন কোন ক্ষতি না হয়। ওকে বিপদে ফেলা যাবে না।

রেইন্ট্রি মারা গেল, অ্যাবেল ইউস্টনও বেঁচে নেই। কিছুদিনের জন্যে অচল হয়ে গেছে কেইন।

কার পালা আসছে এবার?

আঠার

বাকস্কিন নিয়ে অ্যাপ্ল ক্যানিয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন, অবসাদে শরীর ভেঙে আসতে চাইছে, অসাড় হয়ে আছে দেহের প্রতিটি পেশী। তবে জানে, এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে বেশি সময় লাগবে না।

শ্যাননকে অনুসরণ করে আসছে বড়সড় একটা অশ্বারোহী বাহিনী, স্টীল র‍্যাঞ্চ, টাম্বলিং-আর এবং বটাল্লার আশপাশ থেকে এসেছে এরা।

ঘোড়া হাঁকিয়ে শ্যাননের পাশে চলে এল রাস্টি কনার্স। 'মারপিটটা দারুণ হয়েছে,' বলল সে। 'তুমি বক্সিংও জানো, জানা ছিল না।'

'সামান্য।'

'তোমার ঠিকানা কিন্তু এখনও জানতে পারিনি,' বলল রাস্টি কনার্স।

হাসল শ্যানন। 'হুঁ।'

জবাবের আশায় কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল রাস্টি, কিন্তু ওকে নিরাশ করল ফ্র্যাঙ্ক। আবার কথা বলল কনার্স। 'হাতের এই অবস্থায় বার্নসের মোকাবিলা করতে গেলে মারা পড়বে।'

'কিন্তু এছাড়া উপায় নেই। আসলে যতখানি ভাবছ, হাতের অবস্থা তত খারাপ না। তাছাড়া, এই লড়াইয়ের ফলাফল ক্ষিপ্রতার ওপর নির্ভর করছে না, আমরা দুজনেই প্রচুর গুলি খাব, যে সবচেয়ে বেশি সীসে হজম করেও টিকে থাকবে সেই জিতবে।'

'আমরা অ্যাপ্ল ক্যানিয়নের কাছাকাছি যাবার আগেই আমাদের দেখে ফেলবে ওরা, দালান-কোঠার আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে। বাঙ্কহাউস, লিভারি-স্ট্যাবল, কামারের দোকান–এগুলো যেকোন হামলার মুখে যাতে টিকে থাকতে পারে, সেভাবেই বানানো হয়েছে।'

'ঠিক,' বলল রাস্টি। 'ইয়া বড় বড় গাছের গুঁড়ি নয়তো পাথর দিয়ে বানানো হয়েছে ঘরগুলো। বর্ডার বারের পাশে বিল স্যাডলার্সের ঘরে দেয়াল কমপক্ষে তিনফুট চওড়া, শহরে ঢোকার ট্রেইল কাভার করার জন্যে জায়গামত জানালা বসানো হয়েছে। বিশ্বাস করো, সামনে বিপদ আছে আমাদের!'

'জানি,' বাকস্কিনের ঘাড় ডলতে ডলতে চিন্তিত মুখে বলল শ্যানন। 'একটা উপায় বের করতে হবে আরকি, তবে ওই ঝামেলা আমাকে পোহাতে হচ্ছে না। লোকটার সঙ্গে মোলাকাত করতে যাচ্ছি আমি।'

'একা?' অবিশ্বাসের সঙ্গে বলল কনার্স। 'বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে! কমপক্ষে দশবারজন হার্ডকেস নিয়ে তোমার জন্যে বসে থাকবে লোকটা!'

'আমার তা মনে হয় না। একাধিক লোককে সে কখনও কাছে ঘেঁষতে দিয়েছে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যদ্দূর বুঝেছি, রয়্যাল বার্নস কাউকে বিশ্বাস করে না। কেবিনের ওপর থেকে পাহাড়ের দেয়াল বেয়ে ওটার ছাদে নামার

কথা ভাবছি আমি।'

'তোমার মাথা ঠিক খারাপ হয়ে গেছে!' প্রতিবাদ করল রাস্টি। 'ওই খাড়া দেয়াল বেয়ে নামবে! শুধু দড়ি হলে চলবে না, কপালও লাগবে। তারপরও ধরা পড়ার আশঙ্কা ষোলআনা। নিচে নামার আগেই স্বর্গে পৌঁছে যাবে!'

'হতে পারে। আমার সঙ্গে দড়ি আছে, কপালটাও তত খারাপ না বোধ হয়। যাকগে, ওর পেছন দিক দিয়ে নামব আমি, ওদিকে বিপদ আশা করবে না বার্নস। তোমরা যখন নিচে ওদের ব্যতিব্যস্ত রাখবে, ঠিক তখন নামতে শুরু করব। ভাল করে শোনো···তোমরা এভাবে এগোবে···'

হামলার পরিকল্পনা বাতলে দিল শ্যানন, মন দিয়ে শুনল ওয়েব স্টীল, জো ফ্রেম এবং রাস্টি কনার্স।

'চলবে মনে হচ্ছে,' বলল ওয়েব স্টীল।

কি করতে যাচ্ছে ওরা, পরিষ্কার জানে শ্যানন। এই কদিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিস্তারিত পরিকল্পনা নিয়েছে ও, অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়ন কব্জা করার যথেষ্ট আশা আছে।

তুমুল লড়াই হবে, সন্দেহ নেই, প্রাণহানিও ঘটবে। অশ্বারোহীদের সংখ্যা কমে আসবে, ফেরার সময় অনেককেই হয়তো ফেলে রেখে যেতে হবে।

স্টিভ লর্ড কোথায় এখন? ওর ফাঁদে পা দিয়ে বক্স ক্যানিয়নের গোপন কেবিনে গেছে? ওখানে ঢুঁ মারতে হয়।

কথাটা মনে আসতেই কুঁকড়ে গেল শ্যানন, ভাবতেই ইচ্ছে করে না; কিন্তু কাজটা না করলে আরও অনেক নিরীহ মানুষ মারা পড়বে। উপায় নেই। ভাগ্য ভাল, ওদের চলার পথ থেকে ক্যানিয়নটা বেশি দূরে নয়।

ডেস কিং আদৌ কোন ডায়েরী রেখে যায়নি ওখানে। খুনীকে ধরার জন্যে টোপ ফেলেছিল শ্যানন।

চার্লস লর্ড না বললেও, যেভাবে আস্তে আস্তে এগোচ্ছিল ও, খুনীর পরিচয় জানতে দেরি হত না। স্টিভ লর্ডকেও সন্দেহ করেছিল শ্যানন, খুঁজে পাওয়া খালি কার্তুজের সঙ্গে স্টিভের অস্ত্র মিলিয়ে দেখার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

এখন কী করবে স্টিভ? আউট-ল হয়ে গেছে সে; জানে, তার বাবা তাকে ধরিয়ে দিয়েছে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে, ওকে দোষী প্রমাণ করতে কিংবা মানসিক রোগী হিসেবে পাগলা গারদে পাঠাতে আর অসুবিধে হবে না। মরিয়া হয়ে উঠবে সে। আবার কি হত্যা করতে চাইবে শ্যাননকে? নাকি শেষবারের মত হত্যার নেশায় মেতে যাকে পাবে তাকেই খুন করতে শুরু করবে?

স্টিভ অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নের দিকে যেতে পারে, সন্দেহ করেছিল ফ্র্যাঙ্ক। অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নের ট্রেইলে কিংবা তার কাছাকাছি বেশ কয়েকবার স্টিভকে দেখেছে ও।

রিটা উইলিয়ামসের প্রেমে পড়েনি তো ছেলেটা?

ওয়েব স্টীলের দিকে তাকাল শ্যানন। 'অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নের দিকে এগোতে থাকো। আমি ওই বক্স ক্যানিয়নে যাচ্ছি, ডেস কিং ওখানে ডায়েরী রেখে গেছে বলে ভেবেছে স্টিভ। ওকে ধরে আবার ফিরে আসব।'

চট করে বাকস্কিনকে ঘুরিয়ে নিল শ্যানন। একটা দ্রুতে নেমে পড়ে খাড়া পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল। এদিক দিয়ে ক্যানিয়নে পৌঁছুনো যাবে কিনা জানে না ও, রাস্তা বের করে নিতে পারবে আশা করছে।

ওক গাছ আর ঘাসে ছাওয়া একটা সমভূমিতে এসে পৌঁছুল শ্যানন। স্ক্রাব ওকে ঢাকা পড়ে আছে চারপাশের পাহাড়। গাছের ছায়ায় ঘোড়া থামিয়ে কপালের ঘাম মুছল শ্যানন, স্ক্যাবার্ড থেকে উইনচেস্টার বের করল, তারপর আবার এগোল।

বারবার হাত মুঠি করছে আর খুলছে শ্যানন, এখনও কিছুটা আড়ষ্ট, তবে আগের চেয়ে বেশ আরাম লাগছে।

হঠাৎ একটা পরিত্যক্ত ট্রেইলের দেখা পেল ও। এঁকেবেঁকে ওপরে উঠে গেছে ট্রেইলটা। ট্রেইল ধরে এগোল শ্যানন, গাছপালা পেছনে ফেলে একটা পাথুরে এলাকায় পৌঁছুল। এখানে এসে বেশ কয়েকবার বাঁক নিয়েছে ট্রেইলটা। থামল না ফ্র্যাঙ্ক। দু'বার দুটো খরগোশকে চমকে দিল ও, লেজ তুলে পালাল ওরা। প্রায় নিঃশব্দে এগোচ্ছে বাকস্কিন।

কোনাকুনি একটা মাঠ পেরোচ্ছে শ্যানন, হঠাৎ একটা ঘোড়ার ট্র্যাক চোখে পড়ল। ওর ট্রেইলকে আড়াআড়িভাবে কেটে এগিয়েছে ওই ট্র্যাক। লম্বা লম্বা ঘাসের ওপর খুব অস্পষ্ট হয়ে ছাপ পড়েছে, ঘোড়া বা তার আরোহী সম্পর্কে কিছু জানা গেল না। তবু কি মনে করে ঘোড়া ঘুরিয়ে ট্র্যাক অনুসরণ করতে শুরু করল শ্যানন।

অশ্বারোহী যেই হোক, খুব তাড়া ছিল তার; দ্রুত গন্তব্য পৌঁছুতে সোজা রাস্তা বেছে নিয়েছে।

এভাবে কাউকে ট্রেইল করা বিপজ্জনক, এই লোকটা নিজের হাতের রেখার মত এদিককার অন্ধিসন্ধি চেনে, ইচ্ছেমত গা ঢাকা দিতে পারবে। বুঝতেই পারবে না শ্যানন। অথচ এরই ওপর নির্ভর করবে সবকিছু।

প্রতিটি ফাঁকা জায়গা ভাল করে দেখে তারপর সাবধানে ট্র্যাক অনুসরণ করছে শ্যানন। লুকোনোর জন্যে মানুষের খুব বেশি আড়ালের দরকার হয় না–কয়েক ইঞ্চি লম্বা ঘাস, পরিবেশের সঙ্গে মানানসই পোশাক আর অনড় পড়ে থাকার মত ধৈর্য–ব্যস, যথেষ্ট।

পাহাড়-চূড়া স্পর্শ করল সূর্যের লাল আভা। দীর্ঘ ছায়ারা হামা দিয়ে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে, নিস্তব্ধ ক্যানিয়নের অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে আলোকরশ্মি। বিপদের জন্যে প্রস্তুত শ্যানন, সতর্কভাবে এগোচ্ছে।

কেবিনের অল্প দূরেই স্যাডল থেকে নেমে নিবিড় গাছের অন্ধকার ছায়ায় মিশে গেল ও। সংকীর্ণ মুখ দিয়ে বক্স ক্যানিয়নের ভেতরে তাকাল।

ছোটখাট, বেঢপ সাইজের একটা কাঠামো চোখে পড়ছে–বহুকাল আগে সম্ভবত কোন প্রসপেক্টর কিংবা কোন মেষপালক তাড়াহুড়ো করে বানিয়েছিল। তারপর আর মেরামত হয়নি। জায়গায় জায়গায় ছাদ ধসে পড়েছে, ছাদের ওপর ডালপালা আর মাটি জমে এখন একটা ঘেসো ঢিবি হয়ে গেছে।

প্রাচীন জরাজীর্ণ একটা ঘর, একটামাত্র জানালা শূন্য চোখের কালো কোটরের

মত ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে, দরজাটা এত নিচু যে, ঢুকতে হলে রীতিমত কসরত করতে হবে।

কেবিনের চারপাশে চমৎকার সবুজ ঘাস। কাছেই একটা ঝর্না কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে, কেবিনের কাছে পাহাড় থেকে নেমে এসে ক্যানিয়নের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে গিয়ে ওপাশের দেয়ালের একটা ফোকরে ঢুকেছে। চলার পথে খুদে মাঠটার পানির প্রয়োজন মিটিয়ে দিচ্ছে।

কেবিনের সামনে আপেল গাছের নিচে একটা ঘোড়া মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

'এবার পাওয়া গেছে,' বিড়বিড় করে বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'এগোনো যাক।'

বাকস্কিন রেখে উবু হয়ে এক দৌড়ে একটা সংকীর্ণ ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে একটা বোল্ডারের আড়ালে চলে এল শ্যানন, সেখান থেকে আবার ছুটে গিয়ে লুকোল একটা ঝোপের পেছনে। কেবিনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে অপেক্ষা করতে লাগল।

এতক্ষণে কেবিনে আলো জ্বলার কথা, কিন্তু জ্বলেনি। ওই কেবিন তল্লাশি করতে বেশি সময় লাগবে না, কিন্তু এমন নিকষ অন্ধকারে দেখবে কীভাবে! ইতস্তত করছে শ্যানন, তীক্ষ্ণ চোখে পাহাড়ের ঢাল পরখ করল ও–কিছুই দেখা গেল না।

জিন পিঠে নিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে ক্লান্ত ঘোড়াটা, অপেক্ষা করছে। হঠাৎ মৃদু হাওয়া এসে নাচিয়ে দিল ঝর্নাতীরের কটনউডের পাতা। আসন্ন সন্ধ্যার শীতল হাওয়ায় ফিসফিস করে কথা বলল যেন পাতাগুলো। সোমব্রেরোর কিনারা আরও নামিয়ে আনল শ্যানন, পাতার ঝিরঝির শব্দে পায়ের আওয়াজ লুকিয়ে ক্যানিয়নের ভেতর ঢুকে পড়ল।

আচমকা গুলি ছুটে এল না, শোনা গেল না কোন শব্দ। একটু নড়েচড়ে দাঁড়াল ঘোড়াটা, অলস ভঙ্গিতে ঘাস খেতে শুরু করল। ঘাস খেতে খেতে বেচারা বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে গেছে, খিদে নেই। হঠাৎ শ্যাননের মনে সন্দেহ জাগল; কেবিনে বোধ হয় কেউ নেই।

দেরি করার মানে হয় না। নিজের চোখে পরখ করে দেখা দরকার।

রাইফেল হাতে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল ও। দ্রুত নিঃশব্দ পদক্ষেপে ঘেসো মাঠের ওপর দিয়ে কেবিনের দিকে এগোল।

অন্ধকারে কোন শব্দ নেই। হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করল শ্যানন। চারদিক বড় বেশি নীরব। অপার্থিব পরিবেশ।

রাইফেল বাঁ হাতে চালান করে ডান হাতে সিক্স-গুটার তুলে নিল ও। অল্প দূরত্বে ভাল কাজ দেবে।

কেবিনের ভেতর উঁকি দিল শ্যানন।

অন্ধকার, তারপরও জানালার ফোকরের কাছে একজন মানুষের মাথা আবছাভাবে দেখতে পেল ও…ঘুমুচ্ছে লোকটা…মানে, সামনে ঝুঁকে বসে আছে।

'ঠিক আছে,' নিচু কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠে বলল শ্যানন। 'উঠে বেরিয়ে এসো!'

নড়নচড়ন নেই।

পিস্তল বাগিয়ে ধরে কামরায় ঢুকে পড়ল শ্যানন। যেমন ছিল তেমনি বসে রইল লোকটা।

ঝুঁকি নিয়ে দেশলাই জ্বালল শ্যানন।

মৃত।

টেবিলের ওপর মোমবাতি পেয়ে ওটা জ্বালল ফ্র্যাঙ্ক।

অচেনা লোক, মাঝবয়সী; চেহারা বলছে, কাউহ্যান্ড। জানালা দিয়ে কপালের ডানপাশে গুলি করে ওকে হত্যা করা হয়েছে। পুরো কামরা একেবারে তছনছ হয়ে আছে, তল্লাশি চালিয়েছে কেউ।

দ্রুত কেবিন থেকে বেরিয়ে এল শ্যানন। ফিরে যাচ্ছে, এখানে আর কিছু করার নেই। মৃত লোকটা ঘোড়া বেঁধে রাখেনি, এখানে ঘাস পানির অভাব নেই–ওটাকে নিয়ে মাথা ঘামাল না ও।

দ্রুত গতিতে ট্রেইলে উঠে এল বাকস্কিন। যেন বুঝে গেছে নাটকের শেষ দৃশ্যের আর দেরি নেই। স্যাডলে আরাম করে বসল শ্যানন। ঝড়ের বেগে এখন অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নে যাচ্ছে স্টিভ লর্ড। ওদের হামলা সম্পর্কে কিছুই জানে না সে।

কেইনের সাথে মারপিটের পর এতক্ষণ ঘোড়া হাঁকিয়ে অবসন্ন শ্যানন স্যাডলে এলিয়ে পড়ল। ভূতুড়ে ট্রেইলে ভূতের মত এগিয়ে চলল হলদে বাকস্কিন।

আকাশে ক্ষীণ আলোর আভাস, ভোর হচ্ছে,–এমন সময় আবার প্যাসির সঙ্গে যোগ দিল শ্যানন।

ক্যানিয়নের দুমাইল দূরে একটা গহ্বর মত জায়গায় ক্যাম্প করেছে ওরা। ক্যাম্প পাহারা দিচ্ছে কয়েকজন অশ্বারোহী। অন্যরা ছোট ছোট একাধিক অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছে। কফি আর বেকন ভাজার সুবাস ভাসছে বাতাসে।

স্যাডল থেকে নেমে ক্যাম্পফায়ারের দিকে এগোল শ্যানন, ওঅশের নরম বালিতে পা দেবে যাচ্ছে। আগুনের আলোয় আরও রুক্ষ-কঠিন মনে হচ্ছে সবাইকে।

বিশাল গ্রিজলি ভালুকের মত আগুনের পাশে আয়েসী ভঙ্গিতে বসেছিল ওয়েব স্টীল। শ্যাননের পায়ের শব্দে মাথা তুলে তাকাল। 'স্টিভকে পেলে?'

'না...আরও একজনকে খুন করেছে...চিনলাম না লোকটাকে। সংক্ষেপে কেবিনের ঘটনা ব্যাখ্যা করল শ্যানন। স্টিভ আবার বেরিয়ে পড়েছে। সম্ভবত অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নেই তাকে পাওয়া যাবে।'

'স্টিভও ওদের সঙ্গে আছে বলছ? নিজের বাপের বিরুদ্ধে?'

'অসম্ভব নয়। বার্নসকে বোধ হয় চেনে সে, হয়তো কোন গোপন চুক্তি আছে ওদের মধ্যে। তা ছাড়া, রিটার প্রতি কিছুটা দুর্বল স্টিভ, সেজন্যেও অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নে যেতে পারে।'

কিছু বলল না রাস্টি কনার্স। দুর্ধর্ষ লালচুলো কাউহ্যান্ডকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে, ওর অবস্থা ভাল নয়, তবু ওকে বাদ দেয়া যাবে না; আহত হোক বা না হোক, একাই দুজনের সমান শক্তি রাখে রাস্টি।

অবশ্য ওয়েব স্টীল আর জো ফ্রেমের কথা আলাদা। এরা দু'জনেই বিশ্বস্ত এবং সাহসী; রগচটা হলেও কোন্ কাজটা ঠিক, বুঝতে ভুল করে না। প্রয়োজনে লড়াই করতেও পিছপা হয় না।

অন্যদের দিকে তাকাল শ্যানন। র‍্যাঞ্চের স্বার্থে লড়াই করতে সদাপ্রস্তুত দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া একদল কাউহ্যান্ড। এরকম লড়াই আগেও করেছে এরা। স্ট্যামপিড সামলানো, খরস্রোতা নদী পেরুনো কিংবা প্রচণ্ড ঝড়বাদলে ঘোড়া হাঁকানোর মত একে স্বাভাবিক ভাবেই নিয়েছে সবাই।

হাসি মুখে ওর দিকে বাড়িয়ে দেয়া উত্তপ্ত এক কাপ কফি নিল শ্যানন। কফিতে চুমুক দিতেই যেন ক্লান্ত দেহে প্রাণ ফিরে এল।

'এবার তৈরি হতে হয়,' বলল ও, 'আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে।'

নিজের লোকদের দিকে তাকাল ওয়েব স্টীল। 'আমরা কি করতে যাচ্ছি তোমরা জানো। মনে রেখো, ওরা সহজে হাল ছাড়তে চাইবে না। তবে অস্ত্র ফেলে কেউ পালাতে চাইলে বাধা দিয়ো না, অস্ত্র না ফেললে বুঝবে, ভাল কোন জায়গায় গা ঢাকা দিতে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে দেবে তাকে।

'কেউ অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করলে তাকে বন্দী করবে, বন্দীদের বটাল্লায় নিয়ে গিয়ে বিচার করা হবে। যারা দোষী সাব্যস্ত হবে, ফাঁসিতে ঝুলবে। অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নে নির্দোষ লোক পাওয়া অবশ্যি কঠিনই হবে।'

'একটা কথা,' বাধা দিল শ্যানন, 'রিটা উইলিয়ামস এবং ওর ঘরবাড়ির ওপর যেন হামলা না হয়।'

ব্যাপারটা ওরা কী ভাবে নেবে কে জানে, কিন্তু পরোয়া করে না শ্যানন। ওর দিকে তাকিয়ে মৌন সম্মতি জানাল রাস্টি কনার্স। মাথা দুলিয়ে সায় দিল স্টীল আর ফ্রেম। লম্বা, তীক্ষ্ণ চেহারার এক লোকের সঙ্গে এবার চোখাচোখি হলো শ্যাননের। ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লোকটা, তামাক চিবুচ্ছে।

'আমি বলি,' অবশেষে কর্কশ কণ্ঠে বলল সে, 'অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়ন থেকে সবকটাকে একসঙ্গে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা উচিত। মেয়ে বলে কাউকে ছেড়ে কথা কইব না আমি। ওই দোআঁশলাকেও ছাড়ব না!'

দু'হাত মুঠি পাকাল ওয়েব স্টীল। ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ অস্থিরতা দেখা দিল। এখনই কি দুভাগ হয়ে যাবে দলটা? এই সময়ে?

মুচকি হাসল শ্যানন। 'গোলমাল করার কোন কারণ নেই। মেয়েটা তথ্য দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছিল, আমাদের পক্ষেই আছে সে। তাছাড়া, কোনরকম খারাপ কাজে সে জড়িত নেই বলেই আমার ধারণা।'

শীতল চোখে সরাসরি ওর দিকে তাকাল লোকটা। 'ওসব বুঝি না। সবক'টার সঙ্গে ওকেও শেষ করব, আগুন লাগিয়ে দেব তার বাড়িঘরে!'

লোকটার চেহারায় নিষ্ঠুরতা আর ঔদ্ধত্য; ঈর্ষাবোধই সম্ভবত তার এই খেদের কারণ। কোমরে ঝোলানো পিস্তল উরুর সঙ্গে বেঁধে রেখেছে, হাতের ভাঁজে একটা কারবাইন শোভা পাচ্ছে। আরও কয়েকজন লোক ওর পাশে এসে দাঁড়াল, সবার চেহারায় একই রকম নিষ্ঠুরতার ছাপ।

'সেটা ওখানে গেলে দেখা যাবে,' শান্ত কণ্ঠে বলল শ্যানন। 'তবে এখনই

মত পাল্টালে বুদ্ধিমানের কাজ করবে, ফ্রেন্ড। নইলে আগে আমার সঙ্গে ফয়সালা করতে হবে তোমাকে।'

'মেয়েটা এক নম্বর বজ্জাত,' হিংস্র কণ্ঠে বলল লোকটা। 'মরলেও শাস্তিটা কম হয়ে যায়! ওই বেটিকে আমি খতম করবই, তুমি বাধা দিতে এসো না!'

'সময় নষ্ট হচ্ছে,' বাধা দিয়ে বলল ওয়েব স্টীল। 'চলো, যাই!'

স্যাডলে চেপে স্টীলের পাশাপাশি এগোল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। 'লোকটা কে?' শুধাল ও।

'ক্যালকিন্স, লেম ক্যালকিন্স। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার লোক, মহা দাঙ্গাবাজ। ভার্জিনিয়ার অনেক লোক দেখেছি, কিন্তু ওর মত খারাপ আর একটাও চোখে পড়েনি।

'ওর চারপাশে এসে যে লোকগুলো দাঁড়িয়েছিল, দেখেছ? তিনজন ওর ভাই, আর বাকি পাঁচটা ছেলে। একজনের গায়ে হাত দাও, সবকটা হামলে পড়বে তোমার ওপর।'

পাহাড় পেরিয়ে অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নে পৌঁছুল ওরা। ঘোড়া ঘুরিয়ে ক্লিফের দিকে ছুটল শ্যানন, সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল একটা বন্দুক। স্যাঁৎ করে বাকস্কিনকে ঘুরিয়ে শহরের রাস্তায় উঠে এল ও।

আরও কয়েকটা গুলির শব্দ হলো। কুয়ো থেকে পানি তুলছিল এক লোক, বাকেট ফেলে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে। বিনা দ্বিধায় ট্রিগার টিপল শ্যানন। চিৎকার ছেড়ে বাহু খামচে ধরল লোকটা, টলছে। ছিটকে ধুলোয় পড়েছে তার পিস্তল। হঠাৎ শ্যাননের কানের পাশ দিয়ে বাতাসে শিস কেটে চলে গেল একটা বুলেট। আরেকটা ছুটে এসে বাড়ি খেলো পমেলে, তারপর হারিয়ে গেল কোথাও। রিটার ঘর আর বর্ডার বারের মাঝখান দিয়ে ঘোড়া ছোটাল শ্যানন, স্যাডল থেকে লাফ দিয়ে নেমেই ডিগবাজি খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

দুই লাফে সিঁড়ি টপকে পেছনের দরজা দিয়ে বর্ডার বারে ঢুকে পড়ল ও। সামনে থেকে আগেই হামলা চালানো হয়েছে, কিন্তু পেছন থেকে শ্যাননের আকস্মিক হামলা ওদের ভড়কে দিল। ছিপছিপে গড়নের লালচুলো এক লোককে নিশানা করে গুলি ছুঁড়ল ফ্র্যাঙ্ক। দু'হাতে বুক চেপে ধরে লুটিয়ে পড়ল লোকটা।

কাটা-শটগানের দিকে হাত বাড়িয়েছিল বারটেন্ডার, বাঁ হাতের পিস্তল উঠে এল শ্যাননের, একগুলিতেই তার দফারফা করে দিল।

কামরার শেষ মাথায় চেয়ার কাত করে বসে আছে মেহ্‌লার। নড়ল না সে, পিস্তলের দিকেও হাত বাড়ানোর চেষ্টা করল না।

নিজের পিস্তল রিলোড করে নিল শ্যানন। 'মেহ্‌লার, কয়েকজন লোক সিনোরিটার ক্ষতি করতে চাইবে। লেম ক্যালকিন্স আর ওর ভাইয়েরা এখানে আগুন লাগানোর চেষ্টা করতে পারে। বুঝেছ?'

'সি, সিনর।'

'আমি ক্লিফে যাচ্ছি। সিনোরিটার দিকে খেয়াল রেখো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেরার চেষ্টা করব।'

উঠে দাঁড়াল ক্রিস মেহ্‌লার। লম্বায় শ্যাননকেও ছাড়িয়ে গেল। মুচকি হাসল

সে।

'নিশ্চয়ই, সিনর। সিনর ক্যালকিন্সকে আমি চিনি। নিজেকে খুব ভালমানুষ মনে করে, আসলে এক নম্বর বদমাশ, ভয়ঙ্করও।'

'দরকার হলে,' বলল শ্যানন, 'সিনোরিটাকে নিয়ে পালিয়ে যেয়ো। আমি পাহাড়-চূড়ার লোকটার সঙ্গে আলাপ সেরেই ফিরে আসছি।'

গোলাগুলির প্রচণ্ডতা ক্রমশ বাড়ছে।

'স্টিভ লর্ডকে দেখেছ?' জানতে চাইল শ্যানন।

'সি। তোমরা আসার আগেই ক্লিফের দিকে গেছে। সিনোরিটা তার সঙ্গে দেখা করতে রাজি না হওয়ায় রেগে টং হয়ে গেছে। বলেছে, একটু পরেই আবার ফিরে আসবে, তখন দেখবে, দেখা না করে সিনোরিটা কোথায় যায়।'

ঘরের মাঝখানে এক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল শ্যানন। পাহাড়-চূড়ায় পৌঁছুনোর সমস্যার কথা ভাবল। বাস্তবকে কখনও অস্বীকার করে না ও, কিন্তু নিজের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে।

ওকে যেতেই হবে...সময় হয়েছে।

উনিশ

বাইরের রাস্তায় নজর বোলাল শ্যানন। প্রায় সব আউট-ল এখন লিভারি-স্ট্যাবলে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে। প্রাণ বাজি রেখে লড়ছে ওরা। রাস্তার উল্টোদিকে একটা পাথর-স্তূপের পেছনে লুকিয়েছে কয়েকজন। বাঙ্কহাউসেও আছে কিছু। শত্রুর সংখ্যা অনুমান করার জো নেই।

ঘোড়সওয়ারদের কেউ কেউ অনেকটা এগিয়ে এসেছে, সুবিধেমত জায়গা বেছে নিয়ে দালান-কোঠার দরজা জানালা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। এ অবস্থা আরও কিছুক্ষণ চলবে, আশা করল শ্যানন।

হাঁটতে হাঁটতে স্যালুনের পেছনের দরজা দিয়ে উঠোনে চলে এল ও। এগিয়ে গেল ঘোড়ার দিকে। স্যালুন-বিল্ডিংয়ের আড়ালে লাইন-অভ-ফায়ারের বাইরে আছে ও।

হঠাৎ চাপা কণ্ঠে কে যেন ডাকল শ্যাননকে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই দেখল গোলাপ বাগানে দাঁড়িয়ে আছে রিটা উইলিয়ামস। চট করে চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে গেল ফ্র্যাঙ্ক। মুহূর্তের জন্যে ফাঁকায় বেরিয়ে এলেও ওকে লক্ষ্য করল না কেউ।

রিটাকে লেম ক্যালকিন্সের কথা বলল শ্যানন। মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। 'জানি। ও আমাকে পছন্দ করে না।'

'কেন?'

'আমি মেয়ে হয়তো তাই। একবার এসেছিল এখানে, কিন্তু ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিদায় নিতে হয়েছিল। আমাকে অন্য ধরনের মেয়ে ভেবেছিল লোকটা।'

'অ।'
'ক্লিফে উঠতে যাচ্ছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল রিটা উইলিয়ামস।
'হ্যাঁ।'
'সাবধান। স্প্রীং-গানসহ্ নানারকম ফাঁদ পাতা আছে পথে।'
'আমি সতর্ক থাকব।'

স্যাডলে চাপল শ্যানন, দালান-কোঠার আড়ালে আড়ালে বাকস্কিন নিয়ে সরে এল।

রিটার ঘর ছাড়িয়ে আসার সাথে সাথে পাথর-স্তূপ থেকে ছুটে এল একটা বুলেট। অল্পের জন্যে বেঁচে গেল শ্যানন। নিমেষে একটা বালির ঢিবির পেছনে এসে ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল ও। এখন সাবধানে অথচ দ্রুত এগোতে হবে ওকে।

একটা পাথুরে টিলার পাশ কাটিয়ে অগভীর একটা ঝর্নায় নেমে পড়ল শ্যানন, প্রায় আধমাইলটাক উজানে এগিয়ে ফের তীরে উঠল। বুড়োআঙুল আকৃতির আকাশ-ছোঁয়া একটা বাটকে মার্কার হিসেবে ধরে ক্রমশ আরও ওপরে উঠতে লাগল। ক্লিফ হাউসের পেছনে যথেষ্ট ওপরে এসেছে—নিশ্চিত হবার পর থামল। পাথর-ঘেরা একটা বিচ্ছিন্ন ঘেসো জমিতে বাকস্কিনকে ছেড়ে দিল ফ্র্যাঙ্ক।

'সাবধানে থাকিস, বাক। জরুরী একটা কাজে যাচ্ছি।'

রাইফেলটা স্ক্যাবার্ডে ঠেলে দিল শ্যানন। এবার পাথরের ফাঁকে ফাঁকে খাড়া দেয়ালের প্রান্তে এসে দাঁড়াল।

অপূর্ব চোখ জুড়ানো দৃশ্য! অনেক নিচে অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঘর বাড়ি দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ ধোঁয়ার কুণ্ডলী চোখে পড়ছে। মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে গুলির শব্দ।

ওর সঙ্গীরা ছড়িয়ে পড়ে ধীরে ধীরে সামনে বাড়ছে। পরিকল্পনা মাফিক সাবধানে গা বাঁচিয়ে হামলা চালাচ্ছে ওরা।

পরিকল্পনাটা শ্যাননের মাথা থেকেই বেরিয়েছে। ও যদ্দূর জানে, রিটার ঘরের কাছের ওই কুয়োটাই এখানকার একমাত্র পানির উৎস। কুয়োর পাশে একটা বাকেট খালি পড়ে আছে, এতদূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আহত লোকটার পিস্তলটা এখনও আছে ওখানে।

অসংখ্য লোক অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়ন বাঁচানোর জন্যে যুদ্ধ করছে। কিন্তু সামনে দীর্ঘ, উত্তপ্ত একটা দিন পড়ে আছে। ওদের কোনমতে পানির কাছ থেকে দূরে রেখে ও যদি রয়্যাল বার্নসকে মারতে পারে—অ্যাপ্‌ল ক্যানিয়নের দুর্বৃত্তদের হার স্বীকার করে নেয়ার একটা সম্ভাবনা আছে।

আত্মসমর্পণ করে ওরা সদলবলে দেশ ছাড়তে চাইলে স্টীল আর ফ্রেমকে প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি করানো যাবে। বার্নস গ্যাংকে নিশ্চিহ্ন করতে গিয়ে নিজেদের লোক হারাতে চায় না শ্যানন।

তাকিয়ে আছে ও, হঠাৎ বাঙ্কহাউসের পেছন থেকে কুয়োর দিকে দৌড়ে এল এক লোক। আধাআধি দূরত্ব পেরুনো মাত্র গর্জন করল একটা বন্দুক। ভ্যান ডেভিসের সেই পুরোনো বাফেলো গান, সন্দেহ নেই—আওয়াজেই অস্ত্রের পরিচয়।

তার মানে ডেভিসও যোগ দিয়েছে হামলায়!

পিছলে মুখ থুবড়ে কঠিন মাটিতে পড়ল লোকটা। এবার কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকবে ব্যাটারা। এভাবে প্রাণ হারানোর ইচ্ছা থাকার কথা নয় কারও। এতক্ষণে নিশ্চয়ই চিন্তার ঝড় শুরু হয়ে গেছে ওদের মাথায়, সামনে একটা আস্ত দিন পড়ে আছে—না বোঝার মত গবেট ওরা নয়।

শ্যানন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, উপত্যকা এখান থেকে কমপক্ষে ছশো ফুটের মত নিচে। ওর ভুল না হলে, ফুট পঞ্চাশেক নামলেই ক্লিফ হাউসের জানালার নাগাল পাওয়া যাবে।

বোল্ডার আর ঢিবির ফাঁকে কেবিনে যাবার একটা রাস্তা নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু খোঁজাখুঁজি করার মত সময় নেই।

স্যাডল থেকে আগেই দড়ির গোছা নিয়ে এসেছিল, একটা বুড়ো গ্রন্থিল সিডারের সঙ্গে কষে বাঁধল ওটার মাথা। এবার আস্তে আস্তে দড়ি বেয়ে চূড়া থেকে নামতে শুরু করল। হাত দুটো ভালই কাজ দিচ্ছে দেখা যাচ্ছে।

মাঝামাঝি আসতেই লিভারি-স্ট্যাবল থেকে একটা বুলেট ছুটে এল। দেয়ালে বাড়ি খেয়ে চোখে মুখে তপ্ত পাথর কুচি ছিটাল ওটা। যন্ত্রণায় চেহারা বিকৃত হয়ে গেল শ্যাননের। পরমুহূর্তে ওকে কাভার দিয়ে একনাগাড়ে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল দলের লোকজন! নিচে তাকিয়ে জানালা খুঁজে বের করার চেষ্টা করল ফ্র্যাঙ্ক। একটু ডানদিকে দেখতে পেল জানালাটা।

সাবধানে, একটুও শব্দ না করে আরও নেমে এল ও।

জানালার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে।

একচুল তফাতে পাথরের গায়ে বিঁধল আরেকটা বুলেট। যে-ই গুলি করুক, তাড়াহুড়োয় লক্ষ্য স্থির না করেই ট্রিগার টিপছে—নইলে ফসকানোর কথা নয়। আচমকা একটা বুলেট ওর শার্টের হাতা ছিঁড়ে বাহুর মাংসে কামড় বসাল। পাথর-স্তূপের পেছনের শত্রুরা চেহারা দেখতে পাচ্ছে না বলে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল শ্যানন।

গুলি খেয়ে অজান্তে কেঁপে উঠল ও, অল্পের জন্যে হাতছাড়া হলো না দড়ির মাথা। সহসা চারদিকে বৃষ্টির মত বুলেট ছুটে আসতে শুরু করল। কপাল গুণে সঙ্গে সঙ্গে জানালার চৌকাঠ স্পর্শ করল শ্যাননের পা। জানালা খোলাই আছে, চট করে ভেতরে লাফিয়ে পড়ল ও।

ভেতরে ঢুকেই জানালার কাছ থেকে সরে গেল, নিঃসাড় দাঁড়িয়ে থেকে কান পাতল।

ছোটখাট একটা শোবার ঘর এটা, বিছানায় ইন্ডিয়ান চাদর বিছানো; সাধারণ একটা টেবিল আর একটা চেয়ার আসবাবপত্র বলতে এই ক'টি।

একটা দরজার হুড়কোয় হাত রাখল শ্যানন, আস্তে করে খুলল।

'এসো, শ্যানন। এসো!'

বাঁ হাতে দরজা খুলে ভেতরে পা রাখল শ্যানন; দ্রুত ড্রয়ের জন্যে ওর প্রতিটি ইন্দ্রিয় সজাগ, সতর্ক!

আলোকোজ্জ্বল, ঝকঝকে পরিষ্কার একটা কামরা। একটা টেবিলের ওপাশে

বসে আছে লোকটা, গায়ে গলা খোলা শাদা শার্ট, কোমরে চওড়া চামড়ার বেল্ট, পরনে ধূসর ট্রাউজার্স–কাউহাইড বুটে গুঁজে রেখেছে। জোড়া সিক্স-গুটার বাঁধা কোমরে। সুন্দর করে ছাঁটা একজোড়া গোঁফ শোভা পাচ্ছে নাকের নিচে, দাড়ি কামানো মসৃণ গাল। গলায় কালো স্কার্ফ।

ভিক্টর বার্জার!

'আচ্ছা?' মৃদু হেসে বলল শ্যানন। 'আগেই বোঝা উচিত ছিল।'

'ঠিক। বার্জার অথবা বার্নস, যে নামে খুশি ডাকতে পারো। তবে সবাই আমাকে রয়্যাল বার্নস বলেই জানে।'

'তোমার কথা অনেক শুনেছি।'

'আমিও, তোমার কথা।'

ঠোঁটে হাসি থাকলেও বার্নসের চোখে হাসির লেশমাত্র নেই। 'আবার আমাকে ঝামেলায় ফেলেছ তুমি।'

'আবার?' ভুরু নাচাল শ্যানন।

'হ্যাঁ…আগে ওয়েবারদের মেরেছ না তুমি! একেবারে আনাড়ি ছিল ওরা, কিন্তু তবু আমার আত্মীয়–মুরুব্বীরা বলল, তুমি ওয়েবারদের মেরেছ, সুতরাং তোমাকে খুন করা আমার কর্তব্য। ওঁদের কথা তো ফেলা যায় না। চমৎকার অজুহাত, কি বলো?'

'তা বটে…কিন্তু তোমার কি এর দরকার আছে?'

'না।'

আঙুলের নখের দিকে তাকাল বার্নস। 'ওই পথে আসতে গিয়ে আরেকটু হলেই তো মরতে।'

'সোজা রাস্তার চেয়ে তো নিরাপদ,' আস্তে করে বলল শ্যানন।

'আচ্ছা? কেউ একজন মুখ খুলেছে, না? যাক গে, এমনিতেই নতুন লোক নেবার কথা ভাবছি আমি। কিন্তু তুমি একটা নিরেট গর্দভ, শ্যানন। কীভাবে ভাবলে এই সামান্য হামলা দিয়ে আমাকে ঠেকাতে পারবে? কারও সাধ্য নেই আমাকে বাধা দেয়। কিছু নতুন লোক হয়তো জোগাড় করতে হবে আমাকে, কিন্তু তোমার অনেক লোক আজ অক্কা পাবে। লাইভ ওক কান্ট্রির বেশ কয়েকজন ভালমানুষ আজ স্বর্গে চলে যাবে–ওদের নিয়ে আমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না।

'এরপর অনেক সহজ হয়ে যাবে আমার কাজ। নতুন করে দল বানিয়ে আবার ফিরে আসব আমি। তুমি বাগড়া না দিলে এবারই কেল্লা ফতে হয়ে যেত।

'স্টীল জানপ্রাণ দিয়ে লড়বে। তবে আজ যদি মারা না যায়, হপ্তা ঘোরার আগেই তার মৃত্যুর ব্যবস্থা করব। তোমার বন্ধু রাস্টি কনার্স আর ফ্রেমের বেলায়ও একই কথা। রাস্টি লোকটা একা তেমন বিপজ্জনক নয়, কিন্তু আবার তোমার মত একজন সঙ্গী জুটে যাবে না সেটা কে বলবে!

'আমার জন্যে হুমকি হতে পারে এরকম লোক আসলে বেশি নেই। এদের সরিয়ে দিলেই বাকি সবাই ইঁদুরের গর্তে গিয়ে লুকোবে।'

গোলাগুলির আওয়াজ বাড়ছেই। না দেখলেও শ্যানন বুঝতে পারছে, অ্যাপল

ক্যানিয়নের সর্বত্র ওর লোকেরা ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু একবারও ওর ওপর থেকে দৃষ্টি সরায়নি বার্নস। শিকারী বাঘের মত সতর্ক হয়ে আছে। নির্জন পরিচ্ছন্ন কামরায় লোকটাকে সব কিছু থেকে আলাদা মনে হচ্ছে; যেন অন্য কোন সময়, অন্য কোন জগৎ থেকে হঠাৎ করে এখানে এসে পড়েছে। শুধু চোখজোড়াই জানিয়ে দিচ্ছে তার আসল পরিচয়।

'স্টিভ লর্ডকে দেখেছ?'

'লর্ড?' কিঞ্চিত বদলাল বার্নসের দৃষ্টি। 'ও কখনও এখানে আসে না।'

'তোমার দলের লোক সে?'

শ্রাগ করল বার্নস। 'নিশ্চয়ই। হাতের কাছে যা পাওয়া যায় সেটাই কাজে লাগাতে হয়। আমি রিটাকে টোপ হিসেবে ওর চোখের সামনে ঝুলিয়ে রেখে আর অনেক ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে কাজে লাগাচ্ছি। স্টিভের ধারণা স্টীলের র‍্যাঞ্চটা ওকে দেব আমি। ব্যাটা আস্ত গবেট।'

'ও ক'জন লোককে মেরেছে জানো?'

'স্টিভ?' অবিশ্বাসের সুর বার্নসের কণ্ঠে। 'ওই ভীতুর ডিম মানুষ খুন করবে? অসম্ভব!'

মাথা নেড়ে মুচকি হাসল শ্যানন। 'বার্নস,' বলল ও, 'এতেই বোঝা যায় কত বড় ভুল করেছ তুমি। স্টিভ একটা উন্মাদ। ওর মাথার ঠিক নেই, একের পর এক মানুষ খুন করে চলেছে। নিজে খুন না-হওয়া পর্যন্ত থামবে না। ডেস কিংকে স্টিভই খুন করেছে; পিট ক্যাসুজসহ আরও অন্তত ডজনখানেক লোক মারা গেছে ওর হাতে। এখন তোমাকে মারার জন্যে বন্দুকে হাত পাকাচ্ছে!'

স্পষ্ট বিরক্ত হলো রয়্যাল বার্নস। 'কি আবোল তাবোল বকছ! ওই ছেলের নাক টিপলে দুধ বেরোবে, মানুষ খুন করার সাহস পাবে কোথায়?'

কিন্তু বুঝতে পারছে শ্যানন, কোথায় ভুল হয়েছে ভেবে নিজের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে বার্নস।

হঠাৎ বিনা নোটিসে উঠে দাঁড়াল সে। 'কে যেন আসছে!'

'বোধ হয় স্টিভ,' বলল শ্যানন। হঠাৎ বুঝে ফেলল, নির্দিষ্ট কোন শব্দ অথবা সংকেতের অপেক্ষা করছে রয়্যাল বার্নস। মেইন ট্রেইলের কোথাও সত্যি সত্যি স্প্রীং-গানের ফাঁদ পাতা থাকলে পথেই মারা পড়বে স্টিভ লর্ড।

কোথায় যেন টুপ টুপ করে পানি ঝরছে, অবিরাম, যেন ঘড়ির কাঁটা সময় গুণছে। অলস হাতে টেবিলের ওপর থেকে এক প্যাকেট তাস তুলে নিল রয়্যাল বার্নস, শাফল করল; নিস্তব্ধ কামরায় প্রচণ্ড শোনাল শাফলের শব্দ।

আবার বাফেলো গানের বিকট গর্জন ভেসে এল। ভ্যান ডেভিস না হয়েই যায় না! কেউ বোধ হয় কুয়োর কাছে যাবার পাঁয়তারা করেছিল।

ট্রেইলের পাথরে শব্দ উঠল। বার্নসের চোখের কোণে কুঞ্চন দেখতে পেল শ্যানন।

তারপর, প্রায় অটুট নিস্তব্ধতা শটগানের প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে খান-খান হলো।

পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল রয়্যাল বার্নস। শ্যাননের দিকে পাশ ফিরে আছে সে। পিস্তল বের করতে করতে ঠেলে দিল টেবিলটা।

পিচ্ছিল মেঝে, টেবিলটা যেন এই ধাক্কার অপেক্ষাতেই ছিল, শক্ত কাঠের ওপর দিয়ে তেড়ে এল শ্যাননের দিকে।

কিন্তু শ্যাননের অবিশ্বাস্য রিফ্লেক্সের কথা হিসেবে ধরেনি বার্নস। লাফিয়ে টেবিলের সাথে সংঘর্ষ এড়াল ও, ফসকে গেল বার্নসের গুলি।

নিমেষে হোলস্টার থেকে বেরিয়ে এল শ্যাননের পিস্তল, পর পর দু'বার ট্রিগার টিপল, এতই দ্রুত, মাত্র একটা শব্দ শোনা গেল। ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে বার্নসের চোখের দিকে তাকাল শ্যানন—জ্বলছে দপ-দপ করে; হিংস্র শ্বাপদের মত বেঁকে গেছে ঠোঁটজোড়া।

বদ্ধ কামরায় আগ্নেয়াস্ত্রের কানফাটা গর্জনে সব শব্দ চাপা পড়ে গেল, ধোঁয়ায় অন্ধকার হলো চারদিক।

গুলি করছে ও। গুলি খাচ্ছে। দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ল ও। ধোঁয়ার ভেতর লাল আগুনের ঝলক দেখতে পাচ্ছে।

জোড়া পিস্তলে গুলি করছে ও। একবার বাঁয়ে সরেই ফের ডানে চলে এল। লাফ দিয়ে পেছনের একটা দরজা গলে অদৃশ্য হলো বার্নস। একটু থামল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন, পিস্তল দুটোয় আবার গুলি ভরে নিল।

হাপরের মত হাঁপাচ্ছে ও। বারুদের উৎকট গন্ধে দম বন্ধ হবার জোগাড়। উবু হয়ে এক দৌড়ে দরজার ওপাশে চলে এল শ্যানন। মাথার ওপর চৌকাঠে বিঁধল একটা বুলেট। টান পড়ল শার্টের হাতায়।

মাথা তুলেই বার্নসকে দেখতে পেল শ্যানন, সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার টিপল। আগুন ঝরাল বার্নসের পিস্তল। হাঁটু ভেঙে এল শ্যাননের, লুটিয়ে পড়ল ও। পিছিয়ে যাচ্ছে রয়্যাল বার্নস, বিস্ময়ে বিস্ফারিত তার দুচোখ। রক্তে লাল হয়ে গেছে শার্টের সামনের অংশ।

বাঁ হাতে ভর দিয়ে নিজেকে সামলে রেখে আবার ট্রিগার টিপল শ্যানন। ফের গুলি করার আগেই উধাও হয়ে গেল বার্নস।

খুঁড়িয়ে পাশের ঘরে এল শ্যানন, ইতিউতি তাকাল বার্নসের খোঁজে। দ্রুত শক্তি ফুরিয়ে আসছে, এপাশ-ওপাশ দুলছে ও; লাল হয়ে গেছে ওর দুচোখ।

শূন্য কামরা। পেছন থেকে কেশে উঠল একটা পিস্তল। পাঁই করে ঘুরল শ্যানন। ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে দেখল সামনে একটা ছায়া দুলছে। একসঙ্গে দুই পিস্তলের ট্রিগার টিপল ও। তারপর দড়াম করে লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়।

মুহূর্তের জন্যে বোধহয় জ্ঞান হারিয়েছিল; আবার যখন চেতনা ফিরল, কামরার হাওয়া বারুদের গন্ধে ভার হয়ে আছে। হাঁটু মুড়ে বসল শ্যানন। বাঁ হাতে একটা পিস্তল তুলে নিল। তারপর দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে পিস্তলটা।

সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে ও, কেবল একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়। রয়্যাল বার্নস এখনও মরেনি, ওকে মারতেই হবে।

এবার বার্নসকে দেখতে পেল শ্যানন, উল্টোদিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নাকের একটু নিচ দিয়ে এক গালে ঢুকে ওপাশে কানের লতির

কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেছে একটা বুলেট। দরদর করে রক্ত ঝরছে ক্ষতস্থান থেকে। অবিরাম গাল বকছে বার্নস, মুখে ফেনা উঠে গেছে।

'আমাকে শেষ করলে! তোমাকেও ছাড়ব না!'

স্যাৎ করে লাফিয়ে উঠল বার্নসের পিস্তল। সঙ্গে সঙ্গে যেন আপনাআপনি গর্জন করল শ্যাননের পিস্তল। বুলেটের ধাক্কায় কুঁকড়ে গেল বার্নস, কেঁপে উঠল থরথর করে; পরক্ষণে এক লাফে দেয়ালের কাছ থেকে সরে এল। অবিরাম গুলি ছুঁড়ছে পিস্তল থেকে। বুনো, উন্মাদ, মরিয়া হয়ে উঠেছে লোকটা, কিন্তু তার কথা শুনছে না পিস্তল। এদিক ওদিক ছিটকে যাচ্ছে প্রতিটি বুলেট।

শ্যাননের তিন ফুটের মধ্যে চলে এল বার্নস। আবার ওর শরীরে গোটা কয়েক গুলি গাঁথল শ্যানন। ওর পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রয়্যাল বার্নস। তাল হারাল শ্যানন। যেন অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে ও, শূন্য পিস্তল ঝুলছে হাতে। পায়ের কাছে লুটানো বার্নসের মৃতদেহের দিকে তাকাল ও। তারপর ঘরের উল্টোদিকে নাভাহো পর্দাটা দেখল। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ পরিষ্কার কানে আসছে। মুখে রক্তের উষ্ণ ছোঁয়া। বুঝতে পারছে দুর্বলতা গ্রাস করছে ওকে।

হঠাৎ একটা ধাতব শব্দে চমকে উঠল শ্যানন। হাত থেকে পিস্তল খসে পড়েছে। বোকার মত পিস্তলের দিকে তাকিয়ে রইল শ্যানন। আচমকা নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাল, আছড়ে পড়ল বার্নসের লাশের ওপর। মুখে রোদের আঁচ লাগছে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

অনেক, অনেকক্ষণ পর কারও ছোঁয়ায় জ্ঞান ফিরল, পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল শ্যানন। বিশালদেহী এক লোক ঝুঁকে আছে ওর ওপর। পিস্তল উঁচিয়ে ধরার চেষ্টা করল ও, এমন সময় একটা সুরেলা নারী কণ্ঠ কথা বলে উঠল। মন দিয়ে শুনল শ্যানন, পিস্তল ছেড়ে দিল।

চোখে মুখে পানির ছিটে লাগল। হঠাৎ প্রচণ্ড ব্যথায় যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে চাইল শরীরের প্রতিটি অঙ্গ। আবার অন্ধকার হয়ে এল চারদিক। সব অনুভূতি হারাল শ্যানন।

আবার যখন জ্ঞান ফিরল, আলো ঝলমল একটা কামরায় নরম বিছানায় শুয়ে আছে ও। বাইরে ফুলের সমারোহ, পাখির কিচির-মিচির শোনা যাচ্ছে।

কোন মেয়ের ঘর এটা, চমৎকার; মৃদু হাওয়ায় দুলছে দরজার পর্দা। রিটা যখন কামরায় ঢুকল, জেগে আছে শ্যানন।

'ঘুম তাহলে ভাঙল!' কণ্ঠে স্পষ্ট স্বস্তির আভাস। 'আমরা তো আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম!'

'কি হয়েছে?'

'মারাত্মকভাবে জখম হয়েছিলে তুমি, মোট ছটা বুলেট ঢুকেছে তোমার গায়ে, তবে একটা ক্ষতই সত্যিকার অর্থে মারাত্মক ছিল।'

'বার্নস?'

'মারা গেছে। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।'

চুপ করে রইল শ্যানন। চোখ বুজে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকল। বার্নসের মত

শক্তিমান লোক জীবনে দেখেনি ও। ওর গুলি সাধারণত ফসকায় না; ক্লিফ হাউসে এলোপাতাড়ি গোলাগুলি হলেও ওর প্রতিটি গুলি লক্ষ্যভেদ করেছে। অথচ তারপরও হার মানেনি বার্নস, একনাগাড়ে গুলি ছুঁড়েছে।

আবার চোখ মেলে তাকাল শ্যানন। আসলে মাত্র এক মুহূর্ত সময় পেরিয়েছে, এখনও দাঁড়িয়ে আছে রিটা।

'স্টিভ লর্ড?' শুধাল শ্যানন।

'বার্নসের কাছে যাবার সময় স্প্রীং-গানের গুলিতে মারা পড়েছে। ডাবল-ব্যারেল শটগান ছিল ওটা, টের পাবার আগেই সীসের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।'

'আউট-লরা?'

'সাফ। শেষ মুহূর্তে দু'একজন পালাতে পারলেও বাকি সবাই হয় মারা গেছে কিংবা বন্দী হয়েছে। ওয়েব স্টীল আহত হয়েছে, তবে চোটটা তেমন মারাত্মক নয়। কয়েকদিন হলো হাঁটাচলা শুরু করেছে।'

'কয়েকদিন? এখানে ক'দিন ধরে আছি আমি?'

'মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলে তুমি, ফ্র্যাঙ্ক। লড়াইয়ের পর দু'হপ্তা কেটে গেছে।'

খবরটা হজম করতে কিছুক্ষণ সময় লাগল শ্যাননের। হঠাৎ আরেকটা কথা মনে পড়ল।

'লেম ক্যালকিন্স?'

'মারা গেছে। ওর পরিবারের আরও দুজন মারা গেছে। ক্রিসের হাতে। তারপর স্টীল যখন অন্যদের বলল, আমাদের ছেড়ে দিতে নইলে সবার মোকাবিলা করতে হবে, ওরা নতি স্বীকার করে নেয়।'

আরও দু'টি সপ্তাহ বিছানায় শুয়ে কাটিয়ে দিল ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন। শেষ দিকে হারানো শক্তি ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে অস্থির হয়ে উঠল ও।

এখনও রিটার কামরাতেই আছে সে, মেয়েটা ওর সেবাযত্ন করছে। প্রায় প্রতিদিন রাস্টি, স্টীল কিংবা অ্যান আসছে ওকে দেখতে। মাঝেমধ্যে জো ফ্রেমসহ অন্যরাও আসছে।

ভ্যান ডেভিসকে নিয়ে লী হলও এল একদিন। কিন্তু শ্যাননের চোখের সামনে ভাসছে অন্তহীন নির্জন ট্রেইল।

একদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে করালে চলে এল ও। আগের রাতে রাস্টি আর অ্যান এসেছে; ওদের ঘোড়ার সঙ্গে বাককেও আস্তাবলে দেখতে পেল। জিন চাপিয়ে হলদে ঘোড়াটা বের করে আনল ফ্র্যাঙ্ক।

সূর্য উঠি উঠি করছে, সকালের ফুরফুরে হাওয়া শরীরে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। সেজ আর মেসকিট ঝোপের গন্ধ লাগছে নাকে। হঠাৎ উপলব্ধি করল বিপজ্জনক কোন গানফাইটের চেয়েও কঠিন এক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে ও আজ। এখানে ওর জীবন বদলে যেতে পারে, কিন্তু সেটা কি ভাল হবে? নিরুপদ্রবে থাকতে পারবে ও?

'জানি না, বাক,' বাকস্কিনের গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল শ্যানন, 'চলো, আমরা বরং একটু বেড়িয়ে আসি। পাহাড়ের কোলে খোলা বাতাসে ভাল করে ভেবে দেখা যাবে।'

পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়াল শ্যানন। রিটা এসে দাঁড়িয়েছে। ছিট কাপড়ের পোশাকে চমৎকার লাগছে ওকে। কোমল দৃষ্টিতে শ্যাননের দিকে তাকাল ও।

চট করে দৃষ্টি সরিয়ে নিল শ্যানন, দুর্বল হয়ে পড়ছে দেখে মনে মনে গাল দিল নিজেকে।

'চলে যাচ্ছ, শ্যানন?' শুধাল রিটা।

'বোধ হয়। পাহাড়ের মাঝে গিয়ে ভাল করে ভেবে দেখি। কয়েকটা জিনিস বুঝতে হবে আমাকে। যাই তাহলে?'

দু'চোখে অশ্রু টলমল করছে, কিন্তু মাথা তুলে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল রিটা উইলিয়ামস।

'নিশ্চয়ই, শ্যানন। যাও। যদি কখনও ফিরে আসতে ইচ্ছে করে, দ্বিধা কোরো না। আর, বাক,' চট করে বাকস্কিনের দিকে ফিরল রীটা। 'ও ফিরতে চাইলে তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো, কেমন?'

মুহূর্তের জন্যে আরও একবার ইতস্তত করল শ্যানন, তারপর লাফিয়ে স্যাডলে চেপে বসল।

ঝট করে ঘুরল বাকস্কিন, দুলকি চালে অ্যাপল ক্যানিয়ন পেছনে ফেলে এল ওরা। একবার পেছনে তাকাল শ্যানন, একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে রিটা। হাত নেড়ে ওকে বিদায় জানাল মেয়েটা।

প্রত্যুত্তরে হাত নাড়ল শ্যানন, তারপর পশ্চিমে দৃষ্টি ফেরাল। সমভূমির ওপর দিয়ে ছুটে আসছে সকালের মিষ্টি হাওয়া। মাথা তুলে দিগন্তের দিকে তাকাল ও। কানখাড়া করে রেখেছে বাকস্কিন, ক্রমশ গতি বাড়াচ্ছে।

'আমরা,' বলল শ্যানন, 'এখনও বুনো রয়ে গেছি রে, বাক। খোলামেলা প্রান্তরই আমাদের জন্যে ভাল।'

পেছনে তাকাল শ্যানন। হারিয়ে গেছে অ্যাপল ক্যানিয়ন, ধু-ধু করছে চরাচর।

গলা ছেড়ে গান ধরল ও।

> আই হ্যাভ আ ওঅর্ড টু স্পীক, বয়েজ,
> ওনলি ওয়ান টু সে···

গান গাইছে শ্যানন। বাকস্কিনের খুর তাল মেলাচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে চোখে মুখে।

এঁকেবেঁকে সামনে, পাহাড়ে হারিয়ে গেছে ট্রেইল।

এগিয়ে চলেছে ফ্র্যাঙ্ক শ্যানন।

***